বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page » 8 Rate » 3 Rupee » Year » 04 Vol »062 »24 Ograhyon 1430 » epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা » ০৮ মূল্য » ৩ টাকা বর্ষ » ০৪ অংক » ০৬২ » « ২৪শে, অগ্রহায়ণ ১৪৩০»

ইউক্রেনের কাছে এক নব্যনাৎসির হস্তান্তরে বাধা দিল ফিনল্যান্ড

খার্কিভ ঃ শুক্রবার ফিনল্যান্ডের সর্বোচ্চ আদালত রাশিয়ার এক নব্যনাৎসিকে ইউক্রেনে হস্তান্তরে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। সেখানে তাকে সন্ত্রাসবাদের অভিযোগে বিচারের জন্য চাওয়া হচ্ছে। ইউক্রেনের একটি সন্ত্রাসী সংগঠনের সাথে জান পেট্রোভস্কি জড়িত বলে সন্দেহ করা হয়। ইউক্রেনের কারাগারে সে অবমাননাকর অবস্থার সম্মুখীন হতে পারে অনুমান করে ফিনল্যান্ডের আদালত তাকে হস্তান্তরে বাধা দেয়। পেট্রোভস্কি ওয়াগনার গ্রুপের একজন প্রাক্তন ভাড়াটে সৈনিক। তাকে ফিনল্যান্ডের কারাগার থেকে মুক্তি দেওয়া হলেও ফিনল্যান্ডের সীমান্ত রক্ষীরা তাকে তাদের হেফাজতে নেয়। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেন্সকি, শুক্রবার তার দৈনিক ভাষণে বলেন, শুক্রবার সকালে খার্কিভ ও নিপ্রোপেট্রোভস্ক অঞ্চলে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালানো হয়েছে। এতে একজন নিহত হয়। তবে রাশিয়ার ক্ষেপণাস্ত্রের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ সফলভাবে প্রতিহত করা হয়েছে বলে জানান তিনি।

বাজার দর
SENSEX : 69856.05 +334.36
NIFTY : 20973.45 +72.30

রাঁচি PARA UPDATE
সর্বোচ্চ 22.00 °c | সর্বনিম্ন 10.00 °c
সূর্যাস্ত (আজ) » 17 .03 টা
সূর্যোদয় (কাল) » 06 .19 টা

গহনার বাজার
সোনা (বিক্রী) 59,900 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 57,050 টাকা./10 গ্রাম
রুপা » 75,400 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর — সংক্ষিপ্ত খবর

যুক্তরাষ্ট্রের নতুন মানবাধিকার নীতি দুই নেতার বিরুদ্ধে যাওয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের সমালোচনা করেছে তালিবান

কাবুল ঃ মানবাধিকার লঙ্ঘনের দায়ে তাদের দুই নেতার বিরুদ্ধে নতুন করে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করায় শনিবার যুক্তরাষ্ট্রের নিন্দা জানিয়েছে আফগানিস্তানের তালিবান সরকার। তারা বলেছে, চাপ এবং বিধিনিষেধমূলক ব্যবস্থা সমস্যার সমাধানে সহায়ক নয়। গত ১০ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে চীন, ইরান ও তালিবান শাসিত আফগানিস্তানসহ নয়টি দেশের ২০ জনের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ বিভাগ। শুক্রবার তালিবানের ভাইস এবং ভার্চ্যু মন্ত্রকের প্রধান মোহাম্মদ খালিদ হানাফিকে আফগান সম্পর্কিত বিষয়ে দোষী করে তালিকাভুক্ত করা হয়। আফগানিস্তান বিজ্ঞান একাডেমির প্রধান ফরিদউদ্দিন মাহমুদের নামও তালিকায় উল্লেখ করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র বলছে, শুধুমাত্র লিঙ্গের ভিত্তিতে নারী ও মেয়েদের অধিকার দমনের জন্য দায়ী এই দুই তালিবান নেতা। আফগানিস্তানে তালিবান, মেয়েদের ষষ্ঠ শ্রেণীর উপরে শিক্ষা গ্রহণ এবং বেশিরভাগ কর্মক্ষেত্রে নারীদের শিক্ষা গ্রহণ নিষিদ্ধ করেছে। ইসলামি শরীয়াপন্থী এই দলটি দুই বছর আগে আমেরিকা সমর্থিত সরকারের কাছ থেকে ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করে। আফগানিস্তানের প্রশাসনকে ইসলামিক আমিরাত বা আইইএ হিসাবে ঘোষণা করে তারা। তালিবানের প্রধান মুখপাত্র জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্স-এ এক বিবৃতিতে বলেন, আইইএ'র দুই কর্মকর্তার ওপর যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ মন্ত্রকের আরোপিত বিধিনিষেধের নিন্দা জানাই আমরা। তিনি ওয়াশিংটনকে তার সরকারের ওপর চাপ ও বিধিনিষেধ আরোপ থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানিয়ে বলেন, অতীতের ব্যর্থ অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি করা উচিত হচ্ছে না যুক্তরাষ্ট্রের। মুজাহিদ আরও বলেন, ইসরাইলকে সমর্থনকারী আমেরিকা নিজেই মানবাধিকারের সবচেয়ে বড় লঙ্ঘনকারীদের মধ্যে একটি। তাই অন্যদের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ এনে তাদের নিষিদ্ধ করা অন্যায্য এবং অযৌক্তিক। যুক্তরাষ্ট্রের শুক্রবারের ঘোষণায়, মাহমুদকে নারী ও মেয়েদের ওপর শিক্ষা নিষেধাজ্ঞার অন্যতম সমর্থক হিসেবে চিহ্নিত করে বলা হয়, হানাফির মন্ত্রকের সদস্যরা অপহরণ, ছুরিকাঘাত ও মারধরসহ গুরুতর মানবাধিকার লংঘনে জড়িত।তাছাড়া, শিক্ষাসহ নারীদের অন্যান্য কাজে বিধিনিষেধ আরোপের প্রতিবাদে আঃেদালনরত আফগানদের ওপরও হামলা চালানোর অভিযোগ তোলা হয় তাদের বিরুদ্ধে। ঐ বিবৃতিতে আরও বলা হয় যে তালিবানের এিই সব বিধিনিষেধের কারণে আফগানিস্তান পৃথিবীর একমাত্র দেশে যেখানে নারী ও মেয়েদের মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণের উপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। শুক্রবারের এই নিষেধাজ্ঞা যুক্তরাষ্ট্রে দোষী সাব্যস্ত এই ব্যক্তিবর্গের সমস্ত সম্পত্তি এবং সুবিধা জব্দ করে এবং সেখানে ব্যবসা পরিচালনা করাতে বাধা দেয়।

পুতিনের কাছে অসন্তোষ জানালেন নেতানিয়াহু

জেরুজালেম ঃ জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে গাজায় যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবের সমর্থনে ভোট দেওয়ায় রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের কাছে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। আজ রোববার নেতানিয়াহুর কার্যালয়ের এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। ওই বিবৃতিতে বলা হয়, জাতিসংঘসহ অন্যান্য ফোরামে রাশিয়ার প্রতিনিধিরা ইরায়েলের বিরুদ্ধে যে অবস্থান নিয়েছেন, সে বিষয়ে রোববার পুতিনের কাছে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন নেতানিয়াহু। তিনি বলেছেন, সন্ত্রাসী হামলার শিকার হওয়ার পর ইসরায়েল যে শক্তি খাটিয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে, একই পরিস্থিতিতে পড়লে অন্য কোনো দেশ এর চেয়ে কম শক্তি খাটাত না।

গাজায় ইসরায়েলের হামলা ঘিরে জাতিসংঘ সনদের ৯৯ ধারা প্রয়োগ করেন সংস্থাটির মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস। এরপর গত শুক্রবার ১৫ সদস্যের নিরাপত্তা পরিষদে গাজায় যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব তোলে সংযুক্ত আরব আমিরাত। সেদিন ভোটাভুটিতে ওই প্রস্তাবের সমর্থন জানায় রাশিয়াসহ পরিষদের ১৩ সদস্য। তবে স্থায়ী সদস্য যুক্তরাষ্ট্রের ভেটোয় যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব ব্যর্থ হয়।

গত ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে হামলা চালায় ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস। ওই হামলায় ইসরায়েলে ১ হাজার ১৪৭ জন নিহত হন। সেদিন থেকেই গাজায় নির্বিচার হামলা চালাচ্ছে ইসরায়েলি বাহিনী। এতে উপত্যকাটিতে এ পর্যন্ত ১৭ হাজার ৭০০ জনের বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন। তাঁদের বেশির ভাগই নারী ও শিশু।

রোমের কাছে হাসপাতালে অগ্নিকান্ডে ৩ জনের প্রাণহানি

টিভোলি ঃ রোমের অদূরে একটি হাসপাতালের অগ্নিকান্ডে অন্তত তিন জন প্রাণ হারিয়েছেন। কর্মকর্তারা শনিবার জানান ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে গোটা হাসপাতাল্। হাসপাতালটির প্রায় ২০০ রোগিকে সারা রাত ধরে অন্যত্র সরিয়ে নেয়া হয়। শুক্রবার রাত ১১ টার দিকে টিভোলিতে সেহন্ট জন, দ্য ইভানজেলিস্ট হাসপাতালের নীচের তলার জরুরি কক্ষে আগুনের সুত্রপাত। সেদিনটি ছিল ইটালিতে ছুটির দিন। চিফ প্রসেকিউটার ফ্রাসেস্কো মেনডিটো বলেন আগুনের শিখা আরও কয়েকটি ওয়ার্ডে ছড়িয়ে পড়ে তবে ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয় সব জায়গা। উপরের তলায় থাকা রোগীদের নিরাপদ স্থানে নিয়ে আসার জন্য সারারাত দমকল বাহিনীর সিঁড়ি দিয়ে পুলিশ ও দমকল বাহিনীর লোকজন ১৯৩ জন রোগিকে উদ্ধার করে। যারা নিবিড় পরিচর্যা কক্ষে ছিলেন তাদেরকে অ্যাম্বুলেন্সে করে অন্য হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়া হয়। লাজিও অঞ্চলের গভর্ণর ফ্রান্সেস্কো রোকা বলেন একটি তদন্তের মাধ্যমে এই অগ্নিকান্ডের কারণ জানা যাবে। তিনি স্বীকার করেন যে ইটালির পুরোনো হাসপাতালগুলিতে অগ্নিকান্ডের সময়ে পানি সরবরাহ এবং অন্যান্য সুরক্ষা অবকাঠামো হালনাগাদ করতে অনেক বিলম্ব হয়েছে।

ইসরাইলকে ট্যাংক শেল বিক্রির জন্য হোয়াইট হাউস কংগ্রেসের কাছে অনুমোদন চায়

নিউ ইয়র্ক (এজেন্সী) ঃ যুক্তরাষ্ট্রের একজন বর্তমান কর্মকর্তা এবং একজন সাবেক কর্মকর্তা জানিয়েছেনে বাইডেন প্রশাসন, গাজায় হামাসের বিরুদ্ধে অভিযানে ইসরাইলের মারকাভা ট্যাংকের জন্য ৪৫ হাজার গোলা বিক্রির অনুমোদন করতে কংগ্রেসকে অনুরোধ জানিয়েছে। এই যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্র সরবরাহের ব্যাপারে ওয়াশিংটনের অনুরোধ ক্রমবর্ধমান উদ্বেগকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। গত দুই মাস আগে ইসরাইলে হামাসের হামলার পর থেকে শুরু হওয়া যুদ্ধে ফিলিস্তিনি ছিটমহলটিতে হাজার হাজার বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়। অস্ত্রের সম্ভাব্য বিক্রয় মূল্য ৫০ কোটি ডলারেরও বেশি। বর্তমানে এটি সিনেটের বৈদেশিক সম্পর্ক এবং হাউস ফরেন অ্যাফেয়ার্স কমিটির অনানুষ্ঠানিক পর্যালোচনায় রয়েছে। ইউক্রেন এবং ইসরাইলের জন্য প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের ১১ হাজার ৫০ কোটি ডলারের পরিপূরক প্যাকেজ অনুরোধের অন্তর্ভূক্ত নয় এটি। পররাষ্ট্র মন্ত্রকের সাবেক মুখপাত্র জশ পল এবং নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক কর্মকর্তা বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে বলেন, সংঘাতে যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি অস্ত্র ব্যবহারের বিষয়ে মানবাধিকার কর্মীদের আপত্তি রয়েছে। তা সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রক কংগ্রেসের কমিটিগুলোকে চুক্তিতে দ্রুত স্বাক্ষর করার জন্য চাপ দিচ্ছে। এদিকে, ইসরাইল ও ফিলিস্তিনি জঙ্গি গোষ্ঠী হামাসের মধ্যে চলমান যুদ্ধে দ্রুতই মানবিক যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানিয়ে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ একটি পদক্ষেপ গ্রহণ করলে তাতে শুক্রবার ভেটো দেয় যুক্তরাষ্ট্র। এর ফলে নিজের মিত্র রাষ্ট্রকে সমর্থন করতে গিয়ে কুটনৈতিক ভাবে যুক্তরাষ্ট্র বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। যুক্তরাষ্ট্র মনে করে গাজায় যুদ্ধবিরতি হামাস্ কে পুনরায় সংঘটিত হতে সাহায্য করবে। ৭ অক্টোবর ইসরাইলের উপর হামলায় জঙ্গিরা যাদের জিম্মি করেছে তাদের মুক্তির জন্য এবং বেসামরিক লোকজনের সুরক্ষার জন্য যুক্তরাষ্ট্র মনে করে সাময়িক ভাবে যুদ্ধ থামানো যেতে পারে । এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে যুক্তরাষ্ট্র ১৯৯৭ সালে হামাসকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করে। ইসরাইল, মিশর, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং জাপানও হামাসকে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হিসেবে বিবেচনা করে। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের সেক্রেটারি জেনারেল অ্যাগনেস ক্যালামার্ড যুক্তরাষ্ট্রের ভেটোর সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে বলেন,ভেটো ব্যবহার নৈতিকভাবে সমর্থনযোগ্য নয়। এটি নৃশংস অপরাধ প্রতিরোধে আন্তর্জাতিক আইন সমুন্নত রাখার ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের দায়িত্বে অবহেলারই নামান্তর। ইসরাইলি সেনাবাহিনীর হামলায় গাজার খান ইউনিস শহরে শুক্রবার অন্তত ৬ জন নিহত হয়েছেন। গত ১ ডিসেম্বর ইসরাইল ও হামাসের মধ্যে সপ্তাহব্যাপী যুদ্ধবিরতির মধ্যে হামাসের হাতে আটক প্রায় ১০০ জিম্মিকে মুক্তি দেওয়া হয়। আরও প্রায় ১৪০ জন জিম্মি রয়ে গেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। যুদ্ধবরতির আর কোন লক্ষণ এখনো দেখা যাচ্ছে না। গত ৭ অক্টোবর হামাস যোদ্ধারা দক্ষিণ ইসরাইলে প্রবেশ করে প্রায় ১,২০০ মানুষকে হত্যা ও ২৪০ জনকে জিম্মি করে। এরপর গাজায় হামাসের শাসনের অবসান ঘটাতে সামরিক অভিযান শুরু করে ইসরাইল।

নোবেল নার্গিস পঞ্চম নোবেল বিজয়ী, যিনি কারাগারে বসে এ পুরস্কার পেলেন

কারাবন্দী নার্গিসের পক্ষে নোবেল পুরস্কার নিলেন সন্তানেরা

অসলো ঃ ইরানের কারাবন্দী মানবাধিকারকর্মী নার্গিস মোহাম্মদির পক্ষে তাঁর দুই সন্তানের হাতে নোবেল শান্তি পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়েছে। আজ রোববার নরওয়ের অসলোতে এক অনুষ্ঠানে এ পুরস্কার প্রদান করা হয়। ইরানে নারী নিপীড়নের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের স্বীকৃতি হিসেবে এ বছর নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত হয়েছিলেন ৫১ বছর বয়সী নার্গিস।

নোবেল প্রদান অনুষ্ঠানে কারাবন্দী মায়ের লিখিত বক্তব্য পড়ে শোনায় নার্গিসের ১৭ বছর বয়সী দুই যমজ সন্তান কিয়ানা রহমানি ও আলী রহমানি। ইরানের কুখ্যাত এভিন কারাগার থেকে নার্গিসের লেখা ওই বক্তব্যে বলা হয়, কারাগারের চরম পরিবেশ থেকে তিনি কথাগুলো তুলে ধরেছেন। তাঁর মতো ইরানের অনেক মানবাধিকারকর্মী বেঁচে থাকার জন্য নিরন্তর সংগ্রাম করে যাচ্ছেন। জনসমর্থন ও বৈধতা হারানো ইরান সরকার দেশটিতে যে কর্তৃত্ববাদী শাসনব্যবস্থা চাপিয়ে দিয়েছে, তা পরাস্ত করবে ইরানের জনগণ।

২০১০ সাল থেকে কারাগারে কাটছে নার্গিসের দিন। বন্দিদশা থেকেই তিনি নারীদের ওপর নিপীড়নের বিষয়টি সামনে আনার লড়াই চালিয়ে গেছেন। এখন পর্যন্ত ১৩ বার গ্রেপ্তার হয়েছেন তিনি। পাঁচবার দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় তাঁর ৩১ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। গত অক্টোবরে নোবেল পুরস্কার ঘোষণার সময় নার্গিসকে 'মুক্তিযোদ্ধা' হিসেবে অভিহিত করেছিলেন নোবেল কমিটির প্রধান।

নার্গিসকে নোবেল শান্তি পুরস্কার দেওয়া হলো ইরানি তরুণী মাসা আমিনির মৃত্যুর এক বছর পর। পোশাকবিধি না মানার অভিযোগে গ্রেপ্তারের পর ইরানের নীতি পুলিশের হেফাজতে মৃত্যু হয় তাঁর। এ ঘটনায় ইরানজুড়ে তুমুল বিক্ষোভ শুরু হয়। ওই বিক্ষোভ পশ্চিমাদের ছড়ির ইশারায় হয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছিল ইরান সরকার। এমনকি নোবেল কমিটির বিরুদ্ধে মানবাধিকার নিয়ে রাজনীতি করার অভিযোগও আনা হয়।

মাসা আমিনির মৃত্যু ঘিরে বিক্ষোভ ইরান সরকারের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধের পরিসর বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে বলে মনে করেন নার্গিস মোহাম্মাদি। আজ অসলোতে দেওয়া লিখিত বক্তব্যে তিনি বলেন, 'ইরানের নাগরিক সমাজের পাশে দাঁড়ানোর জন্য আন্তর্জাতিক নাগরিক সমাজের কাছে এটিই উপযুক্ত সময়। এ কাজে আমি সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাব।'

২০০৩ সালে শান্তিতে নোবেলজয়ী শিরিন এবাদির ডিফেন্ডারস অব হিউম্যান রাইটস সেন্টারে ভাইস প্রেসিডেন্টের দায়িত্বে রয়েছেন নার্গিস। নার্গিসকে নিয়ে এ পর্যন্ত ১৯ নারী নোবেল পুরস্কার পেলেন। আর নার্গিস পঞ্চম নোবেল বিজয়ী, যিনি কারাগারে বসে এ পুরস্কার পেলেন।

জাতীয় খবর বাংলা দৈনিক রাজনীতি
JATIO KHOBOR BANGLA DAINIK
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rashtriyakhabar.com

তৃণমূলের সঙ্গে জোট হওয়ার কোন প্রশ্ন ওঠেনা। তৃণমূল বিজেপি আমরা উভয়ের বিরুদ্ধে লড়বো ঃ সূর্যকান্ত মিশ্র

মালদা ঃ ইন্ডিয়া জোটের বোঝাপড়া বিজেপিকে হটাও, বিচ্ছিন্ন করো। আমাদের রাজ্যে ইন্ডিয়া জোটের আসন সংখ্যার কথা বলে দেওয়া হয়েছে। তৃণমূলের সঙ্গে জোট হওয়ার কোন প্রশ্ন ওঠেনা। তৃণমূল বিজেপি আমরা উভয়ের বিরুদ্ধে লড়বো। বামফ্রন্ট ছাড়া যারা অন্য দল আছে ধর্মনিরপেক্ষ শক্তি যারা আছে এই সমস্ত দলদের নিয়ে আমরা লড়তে চাই। ১০০ দিনের কাজের দাবী এবং আবাস যোজনায় রাজ্যের দুর্নীতি ও কেন্দ্রের বঞ্চনার প্রতিবাদে এক কর্মসূচিতে যোগ দিতে এসে বৃহস্পতিবার ইন্ডিয়া জোট নিয়ে এমনটাই জানালেন সিপিআইএমের পলিটব্যুরোর সদস্য সূর্যকান্ত মিশ্র। মালদা শহরের মিহির দাস ভবনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানান, লোকসভা ভোট নিয়ে তাদের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। আগামীকাল দিল্লিতে পলিটব্যুরোর মিটিং রয়েছে সেখানে গেলে ইন্ডিয়া জোটের বিস্তারিত বলতে পারব। ইন্ডিয়া জোটের আমাদের বোঝাপড়া বিজেপিকে হটাও আমাদের দল সেটা আগেই বলেছে এবং সেই নিয়ে আমাদের যাবতীয় কর্মসূচিও শুরু হয়েছে।

পুকুর থেকে রহস্যজনক অবস্থায় এক বৃদ্ধের মৃতদেহ উদ্ধার

মালদা ঃ পুকুর থেকে রহস্যজনক অবস্থায় এক বৃদ্ধের মৃতদেহ উদ্ধার করল পুলিশ। বৃহস্পতিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে পুরাতন মালদা থানার সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সাঁকোরমা গ্রামে। মৃতদেহটি উদ্ধারের পর ময়না তদন্তের জন্য মালদা মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত বৃদ্ধের নাম রামসেবক চৌধুরী (৬০)। তাঁর বাড়ি সাঁকোরমা এলাকায়। বাড়ি থেকে সামান্য দূরেই পুকুরপাড় থেকে হঠাৎ করেই নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল ওই বৃদ্ধ। এর পরই বিষয়টি নিয়ে হৈচৈ পড়ে যায়। পুকুর পাড়ে ওই বৃদ্ধের জুতো, লাইটার, বিড়ির প্যাকেট দেখতে পেয়ে পরিবারের লোকেদের সন্দেহ হয় । খবর দেওয়া হয় পুরাতন মালদা থানার পুলিশকে। এরপরেই দুর্যোগ মোকাবিলা দপ্তরের কর্মীদের সহযোগিতা নিয়েই পুকুরে জাল ফেলে তল্লাশি চালানো হয়। তারপরেই ওই বৃদ্ধের দেহ উদ্ধার হয়।

প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ জানতে পেরেছে , পেশায় খেজুর রস বিক্রেতা ছিলেন ওই বৃদ্ধ। এদিন সকালে পুকুর পাড়ে শৌচাক্রিয়া করতে গিয়েছিলেন ওই বৃদ্ধ। সেই সময় বেগতিক হয়ে পুকুরের গভীরে তলিয়ে যায়। তাতেই জলে ডুবে মৃত্যু হয়েছে ওই বৃদ্ধের।

নদীর তীরে সীমান্তবর্তী এই এলাকা ছিল বালি এবং মাটি মাফিয়াদের স্বর্গরাজ্য। পাচার রুখতে তৎপর পুলিশ

মালদা ঃ একদিকে বাংলা অন্যদিকে বিহার। মাঝে ফুলহার নদী। নদীর তীরে সীমান্তবর্তী এই এলাকা ছিল বালি এবং মাটি মাফিয়াদের স্বর্গরাজ্য। কিন্তু এবার শীত পড়তেই অবৈধ ভাবে বালি এবং মাটি পাচার রুখতে তৎপর পুলিশ। নদীর তীরে চলছে কড়া পুলিশি নজরদারি।ওসির নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী অভিযান চালাচ্ছে নদী তীরবর্তী এলাকায়। যদিও বৃহস্পতিবার ভালুকা ফাঁড়ির ওসি শ্যাম সুন্দর সাহার নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী গোবরাঘাট এলাকায় যান। নদী তীরবর্তী সমস্ত এলাকা ঘুরে দেখেন। যদিও এদিন কোথাও বালি বা মাটি কাটার কাজ হচ্ছিল না। তবে নদীর ওপারে বিহার এলাকায় চলছিল মাটি কাটার কাজ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে শুধু এদিনই নয় মাটি এবং বালিকাটা রুখতে প্রায় প্রত্যেকদিন চলবে এই অভিযান।নদীর তীরে মোতায়েন থাকছে সিভিক ভলেন্টিয়াররাও। পুলিশি অভিযান নিয়েও শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানোতোর।

শিলিগুড়ির বিশ্ব বাংলা শিল্পী হাটে উত্তরবঙ্গ ব্যবসায়িক সম্মেলন

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ির কাওয়াখালীর বিশ্ববাংলা শিল্পী হাটে আয়োজিত হল উত্তরবঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন। রাজ্য মুখ্যসূচি রাজ্যের মুখ্য সচিব হরি কৃষ্ণান দিবেদির উপস্থিতিতে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। জানা যায় এই সম্মেলনে ২৪ হাজার কোটি টাকার বিনিযোগের প্রস্তাব আসে। এইসব প্রস্তাবের ওপর আগামী ১ থেকে ২ বছরের মধ্যেই বেশিরভাগ কাজ হবে বলে জানিয়েছেন মুখ্য সচিব। উত্তরবঙ্গের আটটি জেলা থেকে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত এবং উদ্যোগপতিরা এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিল। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের পক্ষ থেকে বাণিজ্য ক্ষেত্রে কি কি কাজ রাজ্য সরকার এই কয়েক বছরে করেছে এবং আগামী কি কি পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে সেই সমস্ত বিষয় নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা হয়। এরই পাশাপাশি উদ্যোগপতিরা আগামীতে তারা কোন ব্যবসায় কত টাকা বিনিযোগ করার পরিকল্পনা করেছেন তার প্রস্তাব রাখেন। প্রতিটি ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে উদ্যোগ পতিদের সর্বতোভাবে সহযোগিতা করার আশ্বাস দিয়েছেন মুখ্য সচিব। সংবাদমাধ্যমে মুখোমুখি হয়ে মুখ্য সচিব বলেন বর্তমান রাজ্য সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে উত্তরবঙ্গে শিল্পক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এবং বর্তমানে উত্তরবঙ্গ শিল্প সংস্কৃতি উভয় দিক থেকে অনেক বেশি উন্নত। আগামীতে যাতে এখানে আরো শিল্পের ক্ষেত্রে উন্নয়ন হয় তার জন্য শরবতভাবে সহযোগিতা করা হবে, উদ্যোগপ্রতিদের এগিয়ে আসার আবেদন জানিয়েছেন তিনি। একই সঙ্গে উত্তরবঙ্গে বিমানবন্দর সহ বিভিন্ন জায়গায় উন্নয়নের পরিকল্পনার বিষয়ে তিনি জানান।

সাধুসন্তদের পদযাত্রা,লক্ষ্য অযোধ্যার রামমন্দির

আলিপুরদুয়ার ঃ সাধুসন্তদের পদযাত্রা।লক্ষ্য অযোধ্যার রামমন্দির।অসমের হোজাই লংকা থেকে পুজোপাঠ করে ২১ জন সাধুসন্ত পদযাত্রা করে আলিপুরদুয়ার পৌঁছেছেন।গত মাসের ১৭ই নভেম্বর তাঁরা পদযাত্রা করে অসম থেকে রওনা দিয়েছেন।উদ্দেশ্য অযোধ্যায় রামমন্দির দর্শন।ভগবানকে দর্শন করতে হেঁটেই রওনা দিয়েছেন এই সাধু মহারাজরা।অসম থেকে এই ২১ জন রওনা দিয়েছেন পায়ে হেঁটে।যদি তাদের সঙ্গে কেউ যেতে চান তবে তারা যেতে পারবেন।যে করেই হোক তাদের অযোধ্যা রামমন্দিরে পৌঁছতে হবে।আগামী জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি তারা অযোধ্যা পৌঁছে যাবেন বলে আশাবাদী।

পুলিশ লাইনে বিশেষ হেলথ ক্যাম্প

জলপাইগুড়ি ঃ জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশের উদ্যোগে এবং একটি বেসরকারি হাসপাতালের ব্যবস্থাপনায় বৃহস্পতিবার পুলিশ লাইন মাল্টি পারপাস সেডে একটি হেলথ চেক আপ ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। জেলার সমস্ত পুলিশ কর্মী এবং পেনশনারদের রক্ত পরীক্ষা, ইসিজি সহ বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা বিনামূল্যে করা হয়। এছাড়াও হায়দ্রাবাদ থেকে অর্থোপেডিক চিকিৎসক রাহুল পাদিপূরম পুলিশ কর্মীদের সাথে কথা বলে তাদের চিকিৎসা করেন। হেলথ ক্যাম্পের উদ্বোধনে পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত জানান, আমরা বিভিন্ন সময়ে সাধারণ মানুষের জন্য বিভিন্ন ক্যাম্পের আযোজন করে থাকি। এবার পুলিশ কর্মীদের জন্য এই ক্যাম্পের আযোজন করা হয়েছে। এই ক্যাম্পে হায়দ্রাবাদ থেকে অর্থোপেডিক এসেছেন। আশাকরি এই ক্যাম্পের মাধ্যমে পুলিশ কর্মীদের উপকার হবে।

বিজেপি পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েত গুলোকে উন্নয়ন থেকে বঞ্চিত রাখা হচ্ছে! অভিযোগ তুলে বিডিওর নিকট ডেপুটেশন

তুফানগঞ্জ ঃ বিজেপি পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েত গুলোকে উন্নয়নের থেকে বঞ্চিত রাখা হচ্ছে এই অভিযোগ সহ মোট ১১ দফা দাবি নিয়ে তুফানগঞ্জ ১ বিডিওর নিকট ডেপুটেশন প্রদান বিজেপির। বৃহস্পতিবার তুফানগঞ্জ ১ বিডিওর নিকট বিজেপির পক্ষ থেকে ডেপুটেশন প্রদান করা হয় সেখানে উপস্থিত ছিলেন তুফানগঞ্জ ১ পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী দলনেতা উজ্জ্বল কান্তি বসাক ও উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার জেলা বিজেপি সহসভাপতি উৎপল দাস উপস্থিত ছিলেন নাটাবাড়ি বিধানসভা সহপর্যবেক্ষ সুকুমার সাহা,উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাজ্য কমিটির সদস্য আলী হোসেন অন্যান্য বিজেপি নেতৃত্বরা। এই বিষয়ে তুফানগঞ্জ ১ পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী দলনেতা উজ্জ্বল কান্তি বসাক বলেন বিজেপি পরিচালিত যে সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েত গুলো রয়েছে সে গ্রাম পঞ্চায়েত গুলোকে বাদ দিয়ে তৃণমূল পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েত গুলোতে উন্নয়ন করা হচ্ছে, এবং পঞ্চায়েত সমিতির অধীনে যে সমস্ত কাজ হচ্ছে সমস্তটাই নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করে কাজ করা হচ্ছে এই সমস্ত দাবি সহ মোট ১১ দফা দাবি নিয়ে আজ বিডিওর নিকট ডেপুটেশন প্রদান করা

৩ মাস ধরে বেতন ও পেনশন না পেয়ে এবার অবস্থান বিক্ষোভে রায়গঞ্জ পৌরসভার পৌরকর্মীরা

উত্তর দিনাজপুর ঃপ্রায় ৩ মাস ধরে বেতন ও পেনশন না পেয়ে এবার অবস্থান বিক্ষোভে রায়গঞ্জ পৌরসভার পৌরকর্মীরা। গত ২ রা ডিসেম্বর থেকে এই দাবীতে পেনশন প্রাপকদের সাথে অস্থায়ী কর্মীরা আন্দোলন শুরু করেন। কিন্তু এবার সেই আন্দোলনে যুক্ত হলেন স্থায়ী কর্মীরাও। তৃনমুল কংগ্রেস পরিচালিত রায়গঞ্জ পুরসভার পৌর প্রশাসক বোর্ডের বিরুদ্ধে বেতন ও পেনশন বন্ধ করে দেওয়ার অভিযোগ তুলে তৃনমুলেরই শ্রমিক ইউনিয়ন INTTUC র সদস্যরা আন্দোলন শুরু করেন। মুলত পৌর প্রশাসক বোর্ড কয়েকমাস ধরে পেনশন প্রাপকদের পেনশন বন্ধের পাশাপাশি সাফাইকর্মী ও অস্থায়ী কর্মীদের বেতন দিচ্ছে না। অথচ তারা কাজ বন্ধ করেন নি। একাধিকবার জানানো সত্ত্বেও পুর বোর্ডএর কোনো হেলদোল নেই বলে অভিযোগ তুলে এদিন সড়ব হন আন্দোলনকারীরা। যদিও টাকা নেই বলে বেতন দেওয়া যায় নি, বেতন দিলেই সমস্যার সমাধান হবে বলে জানিয়েছেন রায়গঞ্জ পুরসভার প্রশাসক সন্দীপ বিশ্বাস। পালটা অস্থায়ী কর্মীদের আন্দোলনে স্থায়ী কর্মীদের সামিল হওয়াটা ন্যায্য নয় বলেই তার দাবী। অন্যদিকে বেতন পেনশন না পেলে এই আন্দোলন দীর্ঘস্থায়ী হবে বলে আন্দোলনকারীরা হুশিয়ারি দিয়েছেন।

বাড়িতে ঢুকে এক তরুণীকে ধর্ষণের চেষ্টা অভিযোগ এলাকার এক যুবকের বিরুদ্ধে ,মেয়েকে বাঁচাতে গিয়ে আক্রান্ত মা

নরেন্দ্রপুর ঃ বারবার কুপ্রস্তাব দিলেও তা অস্বীকার । ফোন নাম্বার চাইলেও তা না দেওয়ায় বাড়িতে ঢুকে ওই তরুণীকে ধর্ষণের চেষ্টা অভিযোগ স্থানীয় এক যুবকের বিরুদ্ধে । মেয়েকে বাঁচাতে গিয়ে আক্রান্ত মা । ঘটনাটি ঘটেছে নরেন্দ্রপুর থানা এলাকার রাজপুর সোনারপুর পৌরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডে । ঘটনায় নরেন্দ্রপুর থানায় অভিযোগ দায়ের । পাল্টা মারধোর করার অভিযোগ অভিযুক্তের । ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ । এখনও পর্যন্ত এই ঘটনায় কাউকে গ্রেফতার করেনি পুলিশ । নির্যাতিতার অভিযোগ বাপ্পা গুছাইত নামে এক যুবক তার স্কুল জীবন থেকেই তাকে বিরক্ত করত । ইদানীং কাজে যাওয়াআসার পথে ফোন নাম্বার চাইত ও কুপ্রস্তাব দিত বলে অভিযোগ । বিষয়টি অস্বীকার করায় নির্যাতিতাকে কাঠারি ও পিস্তলের ভয় দেখাত । বুধবার কাজ সেরে ফেরার পথে অভিযুক্ত যুবক তার পিছু নেয় । নির্যাতিতা বাড়ি ঢুকলে বাড়িতেও জোর করে ঢুকে পরে সে । তারপর তার পোষাক ধরেও টানাটানি করে অভিযুক্ত । মেয়েকে বাঁচাতে নির্যাতিতার মা এগিয়ে এলে তাকেও মারধর করা হয় । চিৎকার চেঁচামেচি করে প্রতিবেশীদেক ডেকে কোনরকমে নির্যাতিতাকে বাঁচানো সম্ভব হয় বলে জানা গিয়েছে । ঘটনার পর থেকেই পলাতক অভিযুক্ত । এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ অভিযুক্ত বাপ্পা গুছাইত এলাকার অধিকাংশ মেয়েকে প্রায়ই বিরক্ত করত । মেয়েদের পছন্দ হলেও তার কাছে ফোন নাম্বার চাইত । ফোন নাম্বার না পেলে বিরক্ত করার পরিমান আরও বাড়ত বলে জানা গিয়েছে ।

বৃষ্টির জেরে নষ্ট হচ্ছে ধান ,জমি থেকে ধান তুলতে ব্যস্ত চাষিরা

দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ ঘূর্ণিঝড় মিগজাউমের প্রভাব ইতিমধ্যেই পড়তে শুরু করেছে বাংলাতে। বুধবার রাত থেকেই দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার উপকূল তীরবর্তী এলাকাগুলিতে শুরু হয়েছে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি ও ঝড়ো হাওয়ার দাপট। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই আকাশের মুখ ভার। মেঘলা আকাশ মাঝে মাঝে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি পড়ছে। আর এই বৃষ্টির কারণে দৃশ্যমানতা অভাবে প্রভাব পড়েছে ফেরি সার্ভিসে । স্বাভাবিক তুলনায় কিছুটা হলেও দেরিতে চলছে ফেরি সার্ভিস। অসময়ে বৃষ্টির জেরে সমস্যার মুখে পড়েছে কৃষক কুল। দক্ষিণ ২৪ পরগনা নামখানা ,সাগর কাকদ্বীপ ,ডায়মন্ডহারবার সহ একাধিক এলাকায় বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই কৃষকদের ব্যস্ততা চোখে পড়েছে। মাঠে পড়ে রয়েছে পাকা ধান এবং এই বৃষ্টির জেরে সেই পাকা ধান নষ্ট হতে পারে তাই যুদ্ধকালীন তৎপরতায় নিজেদের ফসল ঘরে তুলতে মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছে কৃষক পরিবারগুলি। বৃষ্টিতে মাথায় নিয়ে মাঠে গিয়ে পাকা ধান তুলতে ব্যস্ত কৃষকেরা। এ বিষয়ে সুব্রত পাহাড়ি নামে এক কৃষক তিনি জানান, বৃষ্টির জেরে মাঠের ধান মাঠেই পড়ে রয়েছে। বৃষ্টির জল পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ধান। তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মার থেকে পাকা ধান তুলতে পরিবারের সকল সদস্যরা কাজে হাত লাগিয়েছে। বৃষ্টির জল পড়ে ধান নষ্ট হওয়া সম্ভাবনা রয়েছে আর এর ফলে বাজারে চালের দাম বাড়তে পারে। কৃষক পরিবারের এক মহিলা সদস্য কল্যাণী মান্না তিনি জানান, বৃষ্টির জেরে অনেকটাই ক্ষতি হয়েছে ধানের। বৃষ্টির মধ্যে যদি না ধান না তুলতে পারি তাহলে আরো ক্ষতি হবে। মাঠের ধান মাঠেই পড়ে থাকবে । তাই বৃষ্টির মধ্যে আমরা ধান তুলতে মাঠে এসেছি। সারা বছর এই চাষের উপর আমাদের নির্ভর করতে হয় বৃষ্টির জেরে চাষে ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। অসময়ের বৃষ্টির কারণে মাথায় হাত পড়েছে সবজি চাষিদের হোক। বৃষ্টির কারণে দুশ্চিন্তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে বাংলার চাষিরা।

শাটার ভেঙ্গে সোনার দোকানে দুঃসাহসিক চুরি

মেদিনীপুর ঃ রাতের অন্ধকারে শাটার ভেঙ্গে সোনার দোকানে দুঃসাহসিক চুরি। ঘটনা পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এগরা এক নম্বর ব্লকের কামারডিহি বাজারের জামগাঁ এলাকার। চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ওই এলাকায়। জানা গিয়েছে, গনেশ চন্দ্র পয়ড্যা নামে এক স্বর্ণ ব্যবসায়ীর দোকানে রাতের অন্ধকারে শাটার ভেঙে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। সকালে দোকানে এসে শাটার ভাঙা অবস্থায় দেখে ভেতরে ঢুকে মাথায় হাত ব্যবসায়ীর। দেখতে পান সর্বস্ব লুট করে নিয়ে পালিয়েছে দুস্কৃতিরা। খবর চাউর হতেই দোকানের সামনে ভিড় জমে যায়। চুরি গেছে আনুমানিক ১০ লক্ষ্য টাকার গহনা। ঘটনাস্থলে এগরা থানার পুলিশ এসে তদন্ত শুরু করেছে। এগরায় ব্যস্ত জায়গায় এই সোনার দোকানে চুরির ঘটনায় আতঙ্কিত এলাকার ব্যবসায়ীরা। নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন স্থানীয়রা। সোনার দোকানে একের পর এক চুরি ঘটনায় ইতিমধ্যেই ভয়াবহ অভিজ্ঞতা হয়েছে রাজ্যের। তার কারণ এখন আর শুধুই চুরিতে আটকে নেই। সোনার দোকানে ইতিমধ্যেই হামলা চালিয়ে পরপর শ্যুটআউটের ঘটনাও ঘটেছে। আর এবার এতকাণ্ডের পরও ফের ভুগতে হল পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এগরার আরও এক স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে।

বৃহস্পতিবার দিনভর থাকবে মেঘলা আকাশ , চলবে বৃষ্টিও শুক্রবার থেকে শুরু হবে আবহাওয়ার পরিবর্তন

কলকাতা ঃ ঘূর্ণিঝড় মিগজাউমের প্রভাব কেটে গিয়েছে। বুধবার পশ্চিমবঙ্গের একাধিক জেলায় বৃষ্টি হয়েছে। বৃহস্পতিবার কিও রাজ্যে বৃষ্টি হবে? তারইমধ্যে শুক্রবারের পর থেকে রাজ্যে কমবে পারদ। বাড়বে ঠান্ডা। কতটা ঠান্ডা বাড়বে?

বৃহস্পতিবার দক্ষিণবঙ্গের কোন কোন জেলায় বৃষ্টি হবে? আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, হাওড়া, কলকাতা, হুগলি, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান, পূর্ব বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়ায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে।

দিনভর আজ, বৃহস্পতিবার মেঘলা আকাশ। হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা। রাতের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের উপরে। দিনের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের নীচে থাকবে । এমনটাই জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর ।

আগামিকাল, শুক্রবার থেকে আবহাওয়ার পরিবর্তন। উইকেন্ডে ফিরবে শীতের আমেজ।

উত্তরবঙ্গের পার্বত্য এলাকায় বৃষ্টি এবং সিকিমে হালকা তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। ঘূর্ণিঝড়ের অবশিষ্ট অংশ নিম্নচাপ হিসেবে দক্ষিণ ছত্তিশগড় এলাকায় অবস্থান করছে। এই নিম্নচাপ থেকে একটি অক্ষরেখা তামিলনাড়ু পর্যন্ত বিস্তৃত। নতুন করে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা আসবে সোমবার ১১ ডিসেম্বর। বর্তমানে একটি পশ্চিমী ঝঞ্ঝা ও ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে হরিয়ানার উপরে। এছাড়াও রাজস্থানের উপর রয়েছে একটি ঘূর্ণাবর্ত। কলকাতায় আজ, বৃহস্পতিবার মূলত মেঘলা আকাশ। হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা। হালকা থেকে মাঝারি দু'এক পশলা বৃষ্টির সম্ভাবনা কলকাতায়। মূলত হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি। রাতের তাপমাত্রা বেশি থাকলেও দিনের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে কম থাকায় দিনভর মনোরম পরিবেশ থাকবে। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, কলকাতার আকাশ মূলত মেঘলা থাকবে। এক বা দু'পশলা বৃষ্টি বা বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টি হতে পারে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশপাশে থাকবে।

মেট্রোর সামনে আত্মহত্যার চেষ্টা

কলকাতা ঃ আবারও মেট্রোর সামনে আত্মহত্যার চেষ্টা। বৃহস্পতিবার সকালে রবীন্দ্রসদন স্টেশনে দক্ষিণেশ্বরগামী মেট্রোর সামনে ঝাঁপ দেন এক অজ্ঞাত পরিচয় যুবক। তার মৃত্যু হয়েছে বলেই খবর। যার জেরে ব্যাহত পরিষেবা। চূড়ান্ত ভোগান্তি নিত্যযাত্রীদের। আপাতত দক্ষিণেশ্বর থেকে সেঃট্রাল এবং টালিগঞ্জ থেকে কবি সুভাষ পর্যন্ত মেট্রো চলাচল করছে। মেট্রো সূত্রে জানা গিয়েছে, সকাল ৮টা ৫০ মিনিট নাগাদ ঘটনাটি ঘটে রবীন্দ্রসদন স্টেশনে। ব্যস্ত সময়ে দক্ষিণেশ্বরগামী ট্রেনটি স্টেশনে ঢোকার মুখে ঝাঁপ দেন ওঅ যুবক। তার নাম, পরিচয় এখনও জানা যায়নি। কী কারণে এই ঘটনা তাও এখনও স্পষ্ট নয়। এই ঘটনার জেরে পরিষেবা বিঘ্নিত হয়েছে। চাঁদনি চক থেকে টালিগঞ্জ বা মহানায়ক উত্তমকুমার পর্যন্ত মেট্রো চলাচল বন্ধ রয়েছে। পাওয়ার ব্লক করে দেহ উদ্ধারের চেষ্টা চলছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে বেশ কিছুটা সময় লাগতে পারে বলেই জানিয়েছে মেট্রো কর্তৃপক্ষ। আপাতত দক্ষিণেশ্বর থেকে সেঃট্রাল এবং টালিগঞ্জ থেকে কবি সুভাষ পর্যন্ত মেট্রো চলাচল করছে। যার জেরে চরম ভোগান্তি শিকার হয়েছেন নিত্যযাত্রীরা।

জলপাইগুড়ির গৌড়িহাট এলাকায় অভিযান চালিয়ে একটি মাটি বোঝাই ট্রাক্টর আটক করেছে পুলিশ

জলপাইগুড়ি। জলপাইগুড়ি জেলায় বালি, মাটি ও পাথর পাচারে অভিযোগের খবর লাগাতার সংবাদমাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে। এবার সেই খবরের ভিত্তিতে নড়েচড়ে বসলো কোতোয়ালি থানার পুলিশ। বৃহস্পতিবার দুপুরে জলপাইগুড়ির গৌড়িহাট এলাকায় অভিযান চালিয়ে পুলিশ একটি মাটি বোঝাই ট্রাক্টর আটক করেছে। পুলিশের এক আধিকারিক জানায় লাগাতার অভিযান চলবে।

ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক ব্যক্তির

জলপাইগুড়ি ঃ সাতসকালে ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। বৃহস্পতিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে ধূপগুড়ির ফুলতলী এলাকায়। মৃত ব্যক্তির নাম নির্মল বসাক (৪৫)। তার বাড়ি ধূপগুড়ি পুরসভার ৯ নং ওয়ার্ডের প্রমোদনগর কলোনিতে।মৃত ব্যক্তির পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, তিনি প্রায় প্রতিদিন প্রাতভ্রমণে বেরিয়ে রেললাইনের ধারে বোতল সংগ্রহ করে। এদিনও একইভাবে তিনি বাড়ি থেকে সকালে বেরিয়েছিলেন।স্থানীয়দের দাবি, আপ কামরূপ এক্সপ্রেসের ধাক্কায় ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় জিআরপি। দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালে পাঠিয়েছে রেল পুলিশ।

অভিযোগ দায়েরের মাত্র ১২ ঘন্টার মধ্যে চুরি যাওয়া স্কুটি উদ্ধার করলো পুলিশ, তিন যুবক গেপ্তার

শিলিগুড়ি । অভিযোগ দায়েরের করা মাত্র ১২ ঘন্টার মধ্যে ভক্তিনগর থানার সাদা পোশাকের পুলিশ চুরি যাওয়া স্কুটিটি উদ্ধার করলো ।

এর পাশাপাশি তিন যুবককে গেপ্তার করলো।বুধবার ভোরে শিলিগুড়ি ৪০ নং ওয়ার্ডের হায়দারপাড়া একটি বাড়ি থেকে একটি স্কুটি চুরি হয়। খোলা গেট থাকার সুযোগ নিয়ে স্কুটিটি চুরি করে পালিয়ে যায়।কিছুক্ষণ পর বাড়ির লোকজন স্কুটি দেখতে না পেয়ে আশেপাশে খোঁজাখুঁজি শুরু করলেও পাওয়া যায় নি এরপর ভক্তিনগর থানায় চুরির লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন স্কুটির মালিক। অভিযোগ হওয়ার পরপরই ভক্তিনগর থানার পুলিশ খোঁজ শুরু করে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বিভিন্ন সূত্রের মাধ্যমে ৪০ নাম্বার ওর্য়াড থেকে অভিযুক্ত চোরদের ধরতে সক্ষম হয় পুলিশ ।ধৃত তিন যুবকের নাম রাজ বর্মণ, রনি ছেত্রী এবং মানব রায়।

আজ তিন যুবককে জলপাইগুড়ি আদালতে পেশ করা হয়।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

ইসরায়েলি ঔদ্ধত্যে এখনো পরাধীন ফিলিস্তিন

গাজা ঃ মেনাচিম ক্লিন ইসরায়েলের বার ইলান বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক। ২০০০ সালে তিনি ফিলিস্তিনি মুক্তি আন্দোলনের (পিএলও) সঙ্গে আলোচনাকালে ইসরায়েলি প্রতিনিধিদলের উপদেষ্টা ছিলেন। তিনি জেনেভা ইনিশিয়েটিভেরও নেতা। তাঁর নতুন বই আরাফাত অ্যান্ড আব্বাস ঃ পোর্ট্রেট অব লিডারশিপ ইন আ স্টেট পোস্টপন্ড।

ইসরায়েলের বেপরোয়া নীতির কারণে কীভাবে ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা ব্যর্থ হচ্ছে, তা নিয়ে গত ২৮ নভেম্বর ইসরায়েলি গণমাধ্যম ৯৭২ সাময়িকীতে লিখেছেন তিনি।

ফিলিস্তিনের রাজনৈতিক দুই প্রতিদ্বন্দ্বী ফাতাহ ও হামাস ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি ও মার্চে একটি চুক্তি করেছিল। চুক্তিটা ছিল এমন, ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের প্রেসিডেন্ট ও পার্লামেন্ট নির্বাচন হবে এবং হামাস ফিলিস্তিন মুক্তি আন্দোলনের (পিএলও) সঙ্গে এক হয়ে যাবে। অসলো চুক্তির সঙ্গে সংগতি রেখেই ওই নির্বাচন করার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। সিদ্ধান্ত হয়েছিল, এই নির্বাচনের পর ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় ইসরায়েলের সঙ্গে আলোচনা এগিয়ে নেওয়া হবে।

ওই চুক্তিতে আন্তর্জাতিক আইনকে সমুন্নত রাখা, ১৯৬৭ সালের সীমান্ত ধরে পূর্ব জেরুজালেমকে রাজধানী করে ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা, পিএলওকে আইনি স্বীকৃতি দিয়ে শান্তিপূর্ণ সংগ্রাম এগিয়ে যাওয়া এবং ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে গাজা শাসনের বিষয়টি উল্লেখ ছিল। ফিলিস্তিনি প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস এই চুক্তিপত্র মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এবং ইউরোপীয় সরকারগুলোর কাছে পাঠিয়েছিলেন। আশা ছিল, তাঁরা হামাসের অংশগ্রহণে একটি জাতীয় নির্বাচন আয়োজনে সমর্থন দেবেন এবং পূর্ব জেরুজালেমসহ ইসরায়েলের দখল করা অঞ্চলে ভোট আয়োজনে সহযোগিতা করতে ইসরায়েলকে চাপ দেবেন।

ওই সময় আব্বাস ভেবেছিলেন, এই চুক্তিপত্রে হামাসের স্বাক্ষর তাঁর জন্য বিরাট এক জয়। চুক্তিপত্রে যুক্ত করা হয়েছিল, হামাস প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে কোনো প্রার্থী দেবে না। আর এটাই তাঁকে আগামী নির্বাচনে সহজে জয় এনে দেবে।

ফাতাহ হামাস এই চুক্তি একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে হয়নি। চার বছর আগে হামাস তাদের 'সাধারণ মূলনীতি' প্রকাশ করেছিল। তাদের সংশোধিত এই সাংগঠনিক নথিপত্রে লক্ষণীয়ভাবে দেখা যায়, তাঁরা ১৯৮৭ সালের সেই মৌলবাদী নীতি থেকে অনেকটা সরে এসেছে। অসলো চুক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তারা প্রথাগত রাজনৈতিক দল হিসেবে নিজেদের তুলে ধরেছিল।

এমনকি ২০১৪ সালে দোহায় কাতারের আমিরের উপস্থিতিতে ও মধ্যস্থতায় খালেদ মেশালের নেতৃত্বে হামাস এবং আব্বাসের নেতৃত্বে ফাতাহর নেতারা বৈঠক করেছিলেন। তাঁদের বৈঠকের আলোচ্যসূচি কাতার আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করেছিল। ওই বৈঠকে হামাস নেতারা পরিষ্কার করে দিয়েছেন, 'ফাতাহ যদি ১৯৬৭ সালের সীমানার সঙ্গে সংগতি রেখে ইসরায়েলের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে একটা সমাধানে আসতে পারে, তাতে আমরা হস্তক্ষেপ করব না।'

যেমনটা ধারণা করা হয়েছিল, তাই হলো। ইসরায়েল পূর্ব জেরুজালেমকে অন্তর্ভুক্ত করে নির্বাচন আয়োজনের বিষয়ে আপত্তি দিয়ে বসল। তারা ফিলিস্তিনের দখল করা ও নিজেদের অংশ করে নেওয়া ভূখণ্ডকে তাদের সার্বভৌমত্ব বলে দাবি করল। এরপরও হামাস যেকোনোভাবে হোক, নির্বাচন আয়োজনের পক্ষে ছিল। ইসরায়েলের আরোপিত বিধিনিষেধও তারা মেনে নিয়েছিল। কিন্তু ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্র ওই চুক্তি বাতিল করতে আব্বাসকে প্রচণ্ড চাপ দেয়। নির্বাচন স্থগিত করার ব্যাপারে আব্বাসের সিদ্ধান্তে কিছু রাজনৈতিক কারণ ছিল। একইভাবে হামাসও একই কারণে নির্বাচন আয়োজনের কথা বলছিল। ফিলিস্তিনের জনমত জরিপে দেখা গেছে, এই রাষ্ট্রের অধিকাংশ মানুষ মাহমুদ আব্বাসের শাসনের অবসান চায়। ফলে হামাস আরেকটি নির্বাচনে জেতার অবস্থায় ছিল। অধিকন্তু ওই জনমত জরিপে দেখা গেছে, মারওয়ান বারগুতি ইসরায়েলি কারাগারে থেকেও প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রার্থী হলে তিনিই জয়ী হবেন। নির্বাচন যদি বাতিল না হতো এবং গণতান্ত্রিকভাবে কোনো জনপ্রিয় নেতা ক্ষমতায় আসতেন, তাহলে আমরা ভিন্ন রাজনৈতিক বাস্তবতা দেখতে পারতাম।

শেষ পর্যন্ত গভীর চাপের মুখে আব্বাস নতি স্বীকার করলেন। কিছুদিন পর 'ইন্তিফাদা' শুরু হলো। এর সঙ্গে হামাস 'সোর্ড অব জেরুজালেম' আর ইসরায়েল 'অপারেশন গার্ডিয়ান অব দ্য ওয়ালস' শুরু করল। নিউইয়র্ক টাইমস ও ওয়াশিংটন পোস্ট এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, হামাসের সামরিক শাখা আল আকসা ব্রিগেড ওই সময় থেকে গত ৭ অক্টোবরের অভিযান 'আল আকসা ফ্লাড' এর পরিকল্পনা শুরু করেছিল।

'সেরা সময় ভেবেছিল ইসরায়েল'

গত অক্টোবরে হামাসের হামলা এবং পাঁচ দশক আগে ইয়োম কিপুর যুদ্ধের আগে ইসরায়েলে হামলার মধ্যে বেশ কিছু মিল দেখছেন অনেকে। ২০২৩ এবং ১৯৭৩ সালের এসব হামলার আগে শত্রুপক্ষের সামরিক তৎপরতার প্রতি যথেষ্ট নজর দেননি ইসরায়েলের গোয়েন্দারা। ১৯৭৩ সালে হামলার আগে ইসরায়েলের কাছে সতর্কবার্তা পাঠিয়েছিলেন জর্ডানের তৎকালীন বাদশাহ হুসেইন। আর হামাসের সাম্প্রতিক হামলার আগে সতর্কবার্তা পাঠিয়েছিল মিসর। দুই সময়েই ইসরায়েল একটি ভুল ধারণা নিয়ে বসে ছিল যে তাদের সামরিক বাহিনী শত্রুদের ইতিমধ্যে সফলভাবে নির্মূল করেছে।

প্রতিটি হামলার পর বড় বদল এসেছিল। ১৯৭৩ সালের যুদ্ধে পরাজয়ের পরও মিসর ও সিরিয়া যেটুকু অর্জন করেছিল, তা 'আরবদের সম্মান ফিরিয়ে এনেছিল'। ১৯৬৭ সালে যুদ্ধে ইসরায়েলের কাছে হারানো কিছু ভূখণ্ড আবার আরবদের দখলে এসেছিল ১৯৭৩ সালের যুদ্ধে। একইভাবে গত অক্টোবরে হামাস যে তীব্র হামলা চালিয়েছে, এমনভাবে ফিলিস্তিনি অন্য কোনো সংগঠনই ইসরায়েলে হামলা চালাতে পারেনি। ইসরায়েল কখনো এই সত্যটা মুছে ফেলতে পারবে না।

ইসরায়েল কেন যুক্তরাষ্ট্রে হলো না

১৯৭৩ সালের মতো গত ৭ অক্টোবরের হামলা ঠেকাতে ইসরায়েলের ব্যর্থতার মূলে রয়েছে রাজনীতি। ১৯৭৩ সালের হামলার দুই বছর আগে ১৯৭১ সালে মিসরের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত ইসরায়েলকে একটি আংশিক সমঝোতার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। ওই প্রস্তাব অনুযায়ী, ইসরায়েল সুয়েজ খাল থেকে মিতলা প্রণালি ও উম হাশিবা পর্যন্ত ৩০ কিলোমিটার এলাকা ছেড়ে দেবে। আন্তর্জাতিক জলপথ হিসেবে সুয়েজ খাল অবমুক্ত হবে। ওই প্রস্তাবটির সঙ্গে ইসরায়েলের তৎকালীন প্রতিরক্ষামন্ত্রী মোশে ডায়ানের পরিকল্পনার মিল ছিল। সাদাত এ অঞ্চলে কূটনৈতিক অচলাবস্থা স্বাভাবিক করতে চেয়েছিলেন। তবে প্রধানমন্ত্রী গোলডা মেয়ার সাদাতের ওপর আস্থা রাখেননি। মেয়ারের ভাষ্য ছিল, আনোয়ার সাদাত ও তাঁর পূর্বসূরি জামাল আবদেল নাসেরের মধ্যে কোনো তফাত নেই। দুজনই ইসরায়েলকে ধ্বংস করতে চাইতেন।

১৯৭৩ সালে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে ইসরায়েলের ২ হাজার ৬০০ জনের বেশি নাগরিক নিহত হন। আটক করা হয় দেশটির ৩০০ সেনাকে। পরে ১৯৭৪ সালে মিসরের সঙ্গে একটি যুদ্ধবিরতির চুক্তিতে যায় ইসরায়েল। ওই চুক্তির অনেক শর্তের সঙ্গে ১৯৭১ সালের আনোয়ার সাদাতের প্রস্তাবের বড় মিল ছিল।

১৯৭১ সালে আনোয়ার সাদাতের প্রস্তাব ফিরিয়ে দেওয়ার সময় প্রধানমন্ত্রী মেইর মনে করতেন, ইসরায়েলের অবস্থা 'এর চেয়ে কখনো ভালো ছিল না'। ২০২১ সালে একই গোঁয়ার্তুমি দেখিয়েছিল ইসরায়েল। সে বছর ফিলিস্তিনে নির্বাচনের বিরোধিতা করেছিল দেশটি। হামাসের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করতে মাহমুদ আব্বাসকে চাপও দেওয়া হয়েছিল। ১৯৭৩ সালের মতো ২০২১ সালেও তারা ভেবেছিল, ইসরায়েল এখন সেরা সময় পার করছে।

ইসরায়েলের 'তিন নীতি'

২০০৬ সাল থেকে ফিলিস্তিনিদের নিয়ে তিনটি নীতি নিয়েছে ইসরায়েল। এগুলোতে সমর্থন দিয়ে আসছে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত (ইইউ) দেশগুলো। প্রথমত বাইরে থেকেই গাজা উপত্যকার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করবে ইসরায়েল। ইসরায়েলের দখল করা পশ্চিম তীরের সঙ্গে গাজা যাতে সামাজিক, আইনি ও রাজনৈতিকভাবে বিচ্ছিন্ন থাকে, তা নিশ্চিত করা। একই সঙ্গে হামাস ও ফাতাহর (পশ্চিম তীরের শাসক দল) মধ্যে বিরোধ যেন টিকে থাকে, তা নিশ্চিত করা। এ কারণে বিদেশে অর্থসহায়তা পাওয়ার অনুমতি দেওয়ার মাধ্যমে হামাসকে বশে রাখার চেষ্টা করে আসছে ইসরায়েল। একই সঙ্গে হামাসের ক্ষমতা যাতে একচ্ছত্র হয়ে না ওঠে, সে জন্য কিছু সময় পরপর গাজায় সামরিক অভিযান চালিয়েছে এবং হামাসকে নির্দেশ মেনে চলতে বাধ্য করেছে। দ্বিতীয়ত ফিলিস্তিনিদের মধ্যে থাকা দ্বন্দ্বসংঘাত নিরসনের চেষ্টা না করে উল্টো জিইয়ে রাখার চেষ্টাই করেছে ইসরায়েল। প্রকৃতপক্ষে, পশ্চিম তীরে অবৈধভাবে বসতি স্থাপন বাড়ানোর পাশাপাশি জর্ডান নদী ও ভূমধ্যসাগরের মাঝখানে ইসরায়েল তাদের একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছে। আর ফাতাহ পরিচালিত ফিলিস্তিন সরকারকে বানিয়েছে তাদের আধা ঠিকাদার, যারা ইসরায়েলের পক্ষেই ফিলিস্তিনিদের নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

তৃতীয়ত আরব দেশগুলোর সঙ্গে সংঘাতবিরোধ কীভাবে কমানো যায়, সে লক্ষ্যে জোর প্রচেষ্টা চালিয়েছে ইসরায়েল। আর এটা করা হয়েছে আরব দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার চুক্তির মাধ্যমে। এতে করে ফিলিস্তিনিরা আরও একঘরে ও দুর্বল হয়ে পড়েছে। ২০২০ সালে হওয়া এমন একটি চুক্তি ছিল 'আব্রাহাম অ্যাকর্ডস'। যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় হওয়া এ চুক্তির মাধ্যমে ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করে সংযুক্ত আরব আমিরাত ও বাহরাইন। এসব আরব দেশ যে ফিলিস্তিনিদের ভাগ্য ইসরায়েলের মর্জির ওপর ছেড়ে দিয়েছে, এই চুক্তি তারই ঘোষণা।

সৌদি আরবের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার চুক্তির সম্ভাবনা তৈরি হওয়ায় ইসরায়েলের এসব নীতি যখন সাফল্যের চূড়ার মুখে দেখছিল এবং গাজার চারপাশ ঘিরে অত্যাধুনিক দেয়াল নির্মাণ করার কাজও প্রায় শেষ, ঠিক তখনই গত ৭ অক্টোবর হামাস ইসরায়েলে হামলা চালায়। এতে করে ইসরায়েলের এসব নীতি সাফল্যের চূড়ার মুখ দেখার বদলে হঠাৎ ধসে পড়ে।

ফিলিস্তিন নিয়ে ইসরায়েলের এসব নীতি যে নেতানিয়াহু একাই করেছেন, বিষয়টি তেমনও নয়। সম্প্রতি আলোর মুখ দেখার বদলে নতুন জটিলতা তৈরি হওয়ার আগে ২০০৬ সাল থেকে ইসরায়েলের রাজনীতি ও প্রতিরক্ষা বাহিনীর নীতিনির্ধারকেরা এসব নীতি বাস্তবায়নে 'অক্লান্ত' পরিশ্রম করে আসছেন। এতে দেশটির সব রাজনীতিকের 'শ্রম' যেমন ছিল, তেমনি ছিল প্রতিরক্ষা বাহিনীর জেনারেল ও গোয়েন্দাপ্রধানদেরও।

হামাসের হামলার কারণে তাঁদের এ 'স্বপ্ন' যে বড় এক ব্যর্থতার মুখে পড়েছে, সেটা অনেকেই এখনো 'হজম' করতে পারছেন না। বরং তাঁরা এখন আগের এসব নীতিতে ফিরে যেতে চাইছেন এবং পশ্চিম তীরের ফাতাহর মতো গাজায়ও ইসরায়েলের হয়ে কাজ করবে, এমন 'ঠিকাদার' খুঁজছেন। এটা হতে পারে গাজার কোনো সংগঠন, ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাসের দল ফাতাহ অথবা আন্তর্জাতিক কোনো সংস্থা।

কিন্তু নির্বাচনের মাধ্যমে ফিলিস্তিনিরা আইনত এই দায়িত্ব না দিলে ইসরায়েলের চাওয়া অনুযায়ী এই পদ্ধতি কাজে আসবে না। অন্যথায়, এমন কোনো সংস্থা বা সংগঠন যদি গাজার নিয়ন্ত্রণ পায়, তাহলে ফিলিস্তিনিদের মনে এ ধারণা তৈরি হবে যে নিষ্ঠুর দখলদারদের সঙ্গে আঁতাত হয়ে গেছে। অন্য কথায় বলতে গেলে, ফিলিস্তিন নিয়ে নতুন একটি বাস্তবতা তৈরির জন্য ২০২১ সালে যে রাজনৈতিক রূপরেখা তৈরি করা হয়েছিল, আমাদের অবশ্যই সেখানে ফিরে যেতে হবে। নির্বাচন হওয়া মানেই শুধু ফল পাওয়া নয়, এটা একই সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে তাদের অবস্থান ও নীতি বদলের মঞ্চও। যুদ্ধবিরতি ছাড়াও বড় এক পালাবদলের জন্য ফিলিস্তিনে নির্বাচন প্রয়োজন, যাতে করে ১৯৬৭ সালে ইসরায়েলের দখলে যাওয়া সব ভূখণ্ড নিয়ে একটি স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথ তৈরি হয়।

ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ঃ অপরাধের শত বছর, অন্যায়ের ৮০, পাপের ৬৯

ইতিহাসেও এমন নজির আছে। ১৯৭৩-৭৪ সালে তৎকালীন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার ইসরায়েলকে মিসরের সঙ্গে নতুন করে সামরিক সংঘাতে জড়ানো থেকে বিরত রেখেছিলেন। ইসরায়েল ও মিসরের মধ্যে দুই দফায় সামরিক চুক্তির তত্ত্বাবধানও করেছিলেন কিসিঞ্জার।

এসব চুক্তি ১৯৭৭ সালে মিসরের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাতের জেরুজালেম সফর এবং ১৯৭৮-৭৯ সালে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের মধ্যস্থতায় একটি শান্তি সমঝোতার পথ তৈরি করে দেয়।

ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনিদের মধ্যে সংঘাত নিরসনের সক্ষমতা ও সদিচ্ছা রয়েছে এমন কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কি বর্তমানের যুক্তরাষ্ট্রে আছে?

ফের নির্বাচিত হলে ট্রাম্প যেভাবে আরও স্বৈরাচারী হয়ে উঠবেন

জ্যান ওয়ার্নার মুলার

ভবিষ্যতে কে কী আচরণ করবে, তা নির্ভর করে মানুষের অতীত আচরণের ওপর। ট্রাম্প রিপাবলিকানদের মনোনয়ন পাচ্ছেন এবং দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আসছেন, এমন বিশ্বাস আছে অনেকেরই। তাঁরা বলতে চান, ট্রাম্প অতীতে কী করেছেন, সেটা মনে রাখাই যথেষ্ট। মানে ট্রাম্প যেহেতু প্রথম দফাতেই ফ্যাসিস্ট হয়ে যাননি, দ্বিতীয় দফাতেও হবেন না। বরং তিনি আগের মতোই ভাঁড়ামি করবেন। কিন্তু এত গা ছাড়া মনোভাব যাঁদের, তাঁরা একটা জিনিস ভুলে যাচ্ছেন। সেটা হলো, আজকে যাঁরা ক্ষমতায় এসে একনায়কতন্ত্রের সূচনা করছেন, দ্বিতীয় দফায় সরকার গঠন করে তাঁরা আরও কট্টর একনায়ক হয়ে উঠেছেন। ট্রাম্পের বেলায়ও এর ব্যত্যয় হওয়ার সুযোগ কম। তিনি গণতন্ত্রের গায়ে আঁচড় লাগতে দেবেন না, বিষয়টা এমন নয়।

ট্রাম্প দৃশ্যপটে ফিরছেন, মিডিয়াও তা পছন্দ করছে, কেন?

ট্রাম্পের সঙ্গে হাঙ্গেরির চরম ডানপন্থী ভিক্টর ওরবান অথবা পোল্যান্ডের ইয়ারোস ক্যাজিস্কির অমিল হলো তাঁরা খুব সতর্কভাবে তাঁদের একনায়কোচিত পরিকল্পনা লুকিয়ে রাখেন। অন্যদিকে ট্রাম্প আগেভাগেই তাঁর পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেছেন। যদি নির্বাচিত হন, তাহলে কড়ায়গন্ডায় উশুল করবেন সব। ওরবান বা ক্যাজিস্কি এ দুজনের মধ্যে মিল হলো, তাঁরা মনে করেন, নির্বাচনে তাঁদের ইচ্ছা করে হারিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ জন্য তাঁরা বিচার বিভাগ থেকে সংবাদমাধ্যম পর্যন্ত সবাইকে দুষেছেন। যখন তাঁরা ক্ষমতায় এসেছেন, তখনই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, উদারপন্থীদের সঙ্গে ঝগড়া করে রাজনৈতিক পুঁজি শেষ করবেন না। বরং ধীরে ধীরে সব রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান দখল করবেন।

এ প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে শুরুতেই আছে বিচার বিভাগ ও প্রশাসন। কারণ, একবার যদি আপনি বিচারকদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন, তাহলে আপনি সাংবাদিক, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী সবাইকে হাতের মুঠোয় পেয়ে যাবেন। এরপর ইচ্ছেমতো উদারপন্থীদের ধোলাই করতে পারবেন। ওরবানদের কাছ থেকে ব্যক্তিগতভাবে ট্রাম্প কিছু শিখেছেন কি না, তা নিয়ে আমরা বিতর্ক করতে পারি। তবে বিচক্ষণ বিশ্লেষকেরা আগেই বলেছেন, ট্রাম্প বাহিনী তাঁর অনুগতদের দিয়ে অন্তত ৫০ হাজার আমলাকে সরাবেন, তারপর বিচার বিভাগের নিয়ন্ত্রণে নেবেন। কর্তৃত্বপরায়ণ জনতুষ্টিবাদী সরকারের প্রথম কাজ হলো দিনদুপুরে প্রশাসনকে ছিনতাই করা এবং মানুষকে এই বলে ধোঁকা দেওয়া যে তারাই কেবল প্রকৃত মানুষ (৬ জানুয়ারি ট্রাম্প যেমন তাঁর সমর্থকদের উদ্দেশে বলেছিলেন)। তাহলে রাষ্ট্র কাদের জন্য? অবশ্যই জনগণের জন্য। তাই জনতুষ্টিবাদীরা যখন রাষ্ট্রকে দখল করে, তখন তাঁরা বলেন, রাষ্ট্র এখন জনগণের দখলে। ট্রাম্পের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের কথা ভাবুন। তিনি বলেছিলেন, 'আমরা ওয়াশিংটনের ক্ষমতা আপনাদের হাতে ফিরিয়ে দিচ্ছি।' সাধারণ মানুষ সেই ক্ষমতা ফিরে পাননি। কারণ, তাঁর ভাষায় 'ডিপ স্টেট' তখন সক্রিয় ছিল। এবার আর ট্রাম্প সে ভুল করতে চান না।

ট্রাম্প যদি আবার প্রেসিডেন্ট হন তাহলে যুক্তরাষ্ট্রের কী হবে? ট্রাম্প প্রায় প্রতিটি বক্তৃতায় বলেছেন, তিনি কমিউনিস্ট, মার্ক্সিস্ট, ফ্যাসিস্ট, উগ্র বামপন্থী গুন্ডাদের মূলোৎপাটন করবেন। কারণ, তাঁরা দেশের খেয়ে, দেশের পরে পোকার মতো বেঁচে থাকেন। তাঁরা মিথ্যা বলেন, চুরি করেন, নির্বাচনে দুই নম্বরি করেন। আইনগত বা বেআইনিভাবে আমেরিকা ও আমেরিকাকে ধ্বংস করার চেষ্টা করেন। ট্রাম্পের কোনো লুকোছাপা নেই। ট্রাম্প বলেছেন, ক্ষমতায় এলে এবার হয় তিনি আমেরিকার ডিপ স্টেট ধ্বংস করবেন অথবা ডিপ স্টেট তাঁকে ধ্বংস করবে। ট্রাম্প যদি জেতেন, তাহলে তিনি বলবেন, প্রকৃত জনগণ (যাঁরা তাঁকে ভোট দেন, কেবল তাঁদেরই তিনি 'প্রকৃত জনগণ' বলে বিবেচনা করেন) তাঁকে ক্ষমতায় বসিয়েছেন প্রতিশোধ ও ধ্বংসের জন্য।

আসছে নীলশির, পান্তামুখী, রাঙ্গামুরি, বনহুরের দল

দেব জ্যোতি রায়

পাতাঝরার দিন হেমন্ত প্রায় শেষেদিকে। নতুন ধান ঘরে তোলে বাংলার কৃষকের ঘরে ঘরে নানা ধরনের পিঠাপুলির আনন্দের ধুম পড়েছে। একটু একটু কুয়াশার আবছায়ায় শীত পড়তে শুরু করেছে বাংলার বুকে। হেমন্তের ফসল শূন্য মাঠে ভোরে সূর্য ওঠার সময় ঘাসের ডগায় দেখা যায় কুয়াশার শিশির বিন্দু। আকাশে সাদা মেঘের ভেলা ভেসে বেড়ায় হাওয়ায় হাওয়ায়।

প্রতিবছর এমন দিনে আমাদের দেশের সমুদ্রের তীরবর্তী এলাকায়, হাওরবাঁওর ও খালেবিলে দেখা যায় কিছু পাখি ওড়াউড়ি করে আমাদের মুগ্ধ করে। আবার তারা পানিতেও ভাসতে পারে হাঁসের ন্যায়। তাদের বলা হয় পরিযায়ী পাখি। তবে এসব পাখিদের আমরা অতিথি পাখি হিসেবে চিনি। প্রাণীবিদরা বলেন, এসব অতিথি পাখির মধ্যেও রয়েছে বেশ প্রকারভেদ। বাংলাদেশে ৭৪৪ প্রজাতির পাখি দেখা যায়। এর মধ্যে ৩০১টি বাংলাদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করে বলে এদের 'আবাসিক' পাখি বলা হয়। তবে খণ্ডকালীন সময়ে নিয়মিতভাবে আসে ১৭৬ প্রজাতির পাখি, যা বাংলাদেশের অতিথি পাখি হিসেবে গণ্য করা হয়। যেমন ডেলা ঘেনজি, সোনাজঙ্গ, খুরুলে, বনহুর, মানিকজোড়, চিনাহাঁস, পিয়াংচিনা, রাজহাঁস, গিরিয়া হাঁস, বৈকাল হাঁস, বালিহাঁস, চিতি হাঁস, ভূতি হাঁস, প্রোভায়, নাইরাল ল্যাঙ্গি, গ্রাসওয়ার, নাইবাল, হারিয়াল, ভোলাপাখি, চখাচখি, বুরলিহাঁস, বারহেড, নারুদ্দি, সিরিয়া পাতিরা, পাথরঘুরানি বাতান, হেরন, খয়রা, জলপিপি, খঞ্জনা, কমনচিল, লালশির, নীলশির, পান্তামুখী, রাজসরালি, বড় সারস পাখি, ছোট সারস পাখি, রাঙ্গামুরি, কবালি, গেন্ডাভার ও গাংকবুতরসহ আরো অনেক প্রকারের পরিযায়ী পাখি।

শীতকালে ঠান্ডার প্রকোপ বেড়ে যাওয়ার কারণে এদের আগমন হয় সুদূর উত্তর মেরুর দেশ রাশিয়া, সাইবেরিয়া, ফিনল্যান্ড, ফিলিপস, অ্যান্টার্কটিকা ও অস্ট্রেলিয়া থেকে। কারণ সেখানে শীতকালে তাপমাত্রা মাইনাস ডিগ্রিতে নেমে আসে এবং বরফ জমে যাওয়া ঠান্ডার প্রভাবে প্রচুর খাদ্যাভাব দেখা দেয়। আর এদের আকাশপথে উড়ে আসার দূরত্ব জানলে চোখ কপালে ওঠার মতো! প্রাণী বিশেষজ্ঞদের মতে, এসব পরিযায়ী পাখিরা ৬০০ থেকে ১ হাজার ৩০০ মিটার উঁচু আকাশসীমা পাড়ি দিয়ে উড়ে আসতে পারে। এদের মধ্যে বড় পাখিরা ঘণ্টায় ৮০ কিলোমিটার অনায়াসে উড়তে পারে আর ছোট পাখিরা উড়তে পারে ঘণ্টায় ৩০ কিলোমিটার। দিনেরাতে মোট ২৪ ঘণ্টায় তারা প্রায় ২৫০ কিলোমিটার পাড়ি দিতে পারে। আবার কিছু পাখি বছরে প্রায় ২২ হাজার মাইল পথ অনায়াসে পাড়ি দিয়ে থাকে।

সাধারণত এসব পাখিদের আসা শুরু হয় হেমন্তের শেষের দিকে আর বিদায় নেয় বসন্তের শেষের দিকে। এসব পরিযায়ী পাখিরা হাওরবাঁওর ও সমুদ্রাঞ্চলের তীরে ওড়াউড়ি করে আর এদের কিচিরমিচির নমনীয় সুর আমাদের মুগ্ধ করে। তাই এসব অতিথি পাখিদের আমাদের অতিথির মতো বাঁচিয়ে রাখতে হবে। এদের কোনোমতেই অসাধু ব্যবসায়ীদের দ্বারা শিকার করতে দেব না। পশুপাখি ও প্রকৃতিকে রক্ষা করে আমাদের পরিবেশকে সুন্দর রূপে সাজাব।

সম্পাদকীয়

হংকংয়ের স্টক মার্কেট ছাড়িয়ে যাবে ভারতের বাজার

ভারতের শেয়ারবাজার পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ শেয়ারবাজার হিসেবে পরিচিত। ফিন্যান্সিয়াল টাইমসের এক সংবাদে বলা হয়েছে, ভারতের শেয়ারবাজার হংকংয়ের শেয়ারবাজারের জায়গা দখল করে নেবে। বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল এই দেশের অর্থনৈতিক সম্ভাবনা নিয়ে বিনিয়োগকারীদের আশাবাদের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষকেরা এমন পূর্বাভাস দিয়েছেন। অক্টোবর মাসের শেষে ভারতের শেয়ারবাজারের বাজার মূলধন ছিল ৩ দশমিক ৭ ট্রিলিয়ন বা ৩ লাখ ৭০ হাজার কোটি ডলার। ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অব এক্সচেঞ্জেস এ তথ্য দিয়েছে। হংকং শেয়ারবাজারের বাজার মূলধন ছিল ৩ দশমিক ৯ ট্রিলিয়ন বা ৩ লাখ ৯০ হাজার কোটি ডলার। নভেম্বর মাসে ভারতের শেয়ারবাজারে বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ারের দাম বেড়েছে। মূলত কোম্পানিগুলোর শক্তিশালী আয় ও ভারতের প্রবৃদ্ধি নিয়ে আশাবাদের কারণে শেয়ারের দাম বেড়েছে। ফলে ভারতের শেয়ারবাজার বিশ্বের সপ্তম বৃহত্তম শেয়ারবাজার হওয়ার পথে প্রথম স্থানে আছে নিউইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জ, এরপর নাসডাক, সাংহাই, ইউরোনেক্সট, জাপান ও সেনঝেন। গত

এক মাসে ভারতের নিফটি ৫০ সূচকের মান ৮ দশমিক ১ শতাংশ বেড়েছে। এটি মূলত ভারতের বড় কোম্পানিগুলোর সূচক। অন্যদিকে চীনের অর্থনীতির গতি হারানোর কারণে হংকংয়ের হ্যাংসেং সূচক গত এক মাসে ৬ দশমিক ৭ শতাংশ পড়ে গেছে। বিশ্লেষকেরা বলছেন, গত এক দশকে ভারত ও চীনের শেয়ারবাজার প্রায় কাছাকাছি অবস্থানে থাকলেও গত তিন বছরে তাদের পথ ভিন্ন হয়ে গেছে। এই সময়ে চীনের শেয়ারবাজারের সূচক নিম্নমুখী হলেও ভারতের সূচক ওপরের দিকেই উঠেছে। ভারতের মধ্যবিত্তদের ভোগব্যয় বৃদ্ধির কারণে বিনিয়োগকারীরা দেশটির প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। বিশ্লেষকেরা বলছেন, সম্পদ, বিলাসবহুল পণ্য ও উচ্চ মানের পণ্যের প্রতি সচ্ছল ভারতীয়দের আকর্ষণ বাড়ছে, সেই সঙ্গে অবকাঠামো খাতে ভারত সরকারের ব্যয়ও বাড়ছে। বড় অর্থনীতিগুলোর মধ্যে চলতি বছর ভারতের প্রবৃদ্ধি হবে সবচেয়ে বেশি। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল বা আইএমএফের পূর্বাভাস, চলতি বছরে ভারতের প্রবৃদ্ধি হতে পারে ৬ দশমিক ৩ শতাংশ, যেখানে চীনের প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস ৫ শতাংশ। কোটাক সিকিউরিটিজের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা প্রতীক গুপ্ত ফিন্যান্সিয়াল টাইমসকে বলেন, 'বিশ্বের খুব কম দেশ আছে, যাদের সম্পর্কে আপনি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলতে পারেন, আগামী ১৫-২০ বছরে তাদের প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ৬ শতাংশের ঘরে থাকবে। সে জন্য ভারত সম্পর্কে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আকর্ষণ বাড়ছে।' এদিকে ভারতীয় কোম্পানিগুলো কয়েক বছর ধরে নিজেদের ঋণ কমিয়ে আনছে বলে জানিয়েছেন প্রতীক গুপ্ত। ঋণ কমিয়ে এনে তারা ইকুইটি বাড়াচ্ছে, বিশেষ করে মহামারির সময় এই প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়েছে। টাটা গোষ্ঠীর সহযোগী কোম্পানি টাটা টেকনোলজিস গত নভেম্বর মাসে বাজারে দুর্দান্ত সূচনা করেছে। আইপিও বা প্রাথমিক গণপ্রস্তাব ছেড়ে তারা ৩৬৫ মিলিয়ন বা ৩৬ কোটি ৫০ লাখ ডলার তুলেছে। আইপিওতে প্রতিটি শেয়ারের বিপরীতে আবেদন জমা পড়েছিল ৬৯টি। ফিন্যান্সিয়াল টাইমসের সংবাদে বলা হয়েছে, পশ্চিমা দেশগুলোর চায়না প্লাস ওয়ান নীতির কারণেও ভারত লাভবান হচ্ছে। চলতি সপ্তাহে পত্রিকাটির আরেক সংবাদে বলা হয়েছে, আইফোন নির্মাতা কোম্পানি অ্যাপল সরবরাহকারীদের ভারতের কারখানায় ব্যাটারি উৎপাদনের কথা বলেছে। তারা জানিয়েছে, আইফোন ১৬-এর ব্যাটারি ভারতীয় কারখানাগুলোতে উৎপাদন করা হবে। অন্যদিকে বৈদ্যুতিক গাড়ির বৃহত্তম কোম্পানি টেসলা সম্প্রতি মোদি সরকারের সঙ্গে ভারতে কারখানা স্থাপনের বিষয়ে আলোচনা করেছে। এ বিষয়ে শিগগিরই অগ্রগতি হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ভারতের শেয়ারবাজারের শেয়ারের দাম বৃদ্ধির পেছনে বিদেশি বিনিয়োগের চেয়ে দেশীয় বিনিয়োগ বড় ভূমিকা পালন করেছে বলে সংবাদে বলা হয়েছে। বিদেশিরা এখন ভারতীয় ইকুইটির নিট ক্রেতা, যদিও সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে তারা ছিল নিট বিক্রেতা।

জানা অজানা

সম্পত্তি ভাগাভাগি ও জমি বিরোধের সহিংসতার বলি যখন নারী

খনার বচনে 'ভাই বড় ধন, রক্তের বাঁধন'। রক্তের সম্পর্ক ধরে রাখার জন্য আমাদের দেশের অধিকাংশ নারী বাবার মৃত্যুর পর ভাইয়ের কাছে উত্তরাধিকার সম্পত্তির দাবি করেন না। আবার যাঁরা দাবি করেন, তাঁদের অনেকেই নিজের ভাই ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের কাছে অপমান, লাঞ্ছনা ও শারীরিক নির্যাতনের শিকারও হন। অর্থের টানের কারণে তুচ্ছ হয়ে যায় রক্তের বাঁধন। হারিয়ে যায় বোনের প্রতি ভাইয়ের চিরায়ত ভালোবাসা। হায় রে ঠুনকো রক্তের বাঁধন। জমির প্রকৃত মালিকানা না পাওয়ার বঞ্চনার পাশাপাশি নারী জমিসংক্রান্ত যেকোনো সহিংসতার শিকারও হচ্ছেন সবার আগে। জমি নিয়ে বিরোধের জেরে প্রাণহানি, বাড়িঘরে আগুন দেওয়া, হামলা, গুম, খুন, অপহরণ, ধর্ষণ, আহত মানুষের সংখ্যা এবং মামলার সংখ্যা আমাদের দেশে আগের তুলনায় অনেক বেড়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে শুরু করে এ দেশের সব অঞ্চলে অহরহ সংঘটিত ভূমিসংক্রান্ত জটিলতা নারীর নিরাপত্তার ওপর প্রভাব ফেলছে। ভূমি বিরোধের জেরে নারীরা শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক সব ধরনের নিপীড়ন ও সহিংস নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন বেশি। গত মাসে একটি ওয়েব সিরিজ দেখলাম, নাম 'তাকদীর'। নামভূমিকায় অভিনেতা চঞ্চল চৌধুরী বরাবরের মতো অসাধারণ অভিনয় করেছেন। ওয়েব কনটেন্টটির কাহিনিতে দেখা যায়, একজন নারী সাংবাদিক কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বের করার জন্য খুন হয়েছে। উচ্ছেদের মাধ্যমে জমি দখলের উদ্দেশ্যে ফেসবুকীয় কায়দায় ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লাগানোর ঘটনাকে কাজে লাগিয়ে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বেশ কিছু পরিবারের বাড়িঘর আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়ার পাশাপাশি এক নারীকে ধর্ষণ করা হয়। এ কারণে পরিবারটি তাদের পূর্বপুরুষের জায়গাজমি ফেলে চলে যায়। মূলত এ ঘটনার সাক্ষ্যপ্রমাণ ও অভিযুক্ত ব্যক্তিদের তথ্য খুঁজে পাওয়ার কারণে নির্মমভাবে খুন হতে হয় সেই নারী সাংবাদিককে। অপর একটি ওয়েব সিরিজ 'সাবরিনা'-তেও দেখেছি, রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী মহলের থাবা থেকে মায়ের নামের জমি রক্ষা করতে গিয়ে একটি নারী ধর্ষণের শিকার হয়। সিনেমা, নাটক বা হালের ওয়েব সিরিজগুলো আমাদের চারপাশে ঘটে যাওয়া বাস্তব ঘটনাগুলোই তুলে ধরে। গ্রামে কিংবা শহরে সব জায়গায়ই দেখা যায় জমির জন্য পরিবারের সদস্য, প্রতিবেশী কিংবা স্থানীয় লোকজনের প্রথম লক্ষ্যবস্তু হন নারী। প্রতিপক্ষ পরিবারে জমির বিরোধ থেকে নারীদের ওপর হামলা, ধর্ষণ, যৌন নির্যাতনের মতো ঘটনা ঘটে।

রামকৃষ্ণ যদি ভগবান তবে তিনি ক্যান্সার রোগে মারা গেলেন কেন

রামকৃষ্ণ যদি ভগবান তবে তিনি ক্যান্সার রোগে মারা গেলেন কেন? এই প্রশ্ন আমার নয় যারা যুক্তিবাদী,নাস্তিক অথবা যারা রামকৃষ্ণ কে মানে না,জানে না বা অল্প জানে তাদের সবার।ঠাকুর রামকৃষ্ণ এর উত্তর নিজেই দিয়েছেন।তিনি বলেছেন, দেহ ধারণ করলে রোগ ব্যাধি সব হয়,আবার জন্মালেই মরতে হয়।ভগবান বা পরমাত্মার জন্ম বা মৃত্যু নেই এমন কি সাধারণ আত্মার ও জন্ম মৃত্যু নেই।কেবল শরীর বিনষ্ট হয়।গীতাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, আত্মার জন্ম নেই মৃত্যু নেই।তাকে অগ্নি দগ্ধ করতে পারে না,তরবারি ছেদন করতে পারে না,বায়ু শুষ্ক করতে পারে না।আত্মা অবিনাশী, অজর ও অমর।তাহলে ভগবানের মৃত্যু হবে কেন,রোগ হবে কেন।ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, সম্ভবামি যুগে যুগে।অর্থাৎ আমি মানব শরীর ধারণ করে যুগে যুগে অবতীর্ন হই ধর্মের সংস্থাপনের জন্য,পাপীদের বিনাশ ও ভক্তদের রক্ষা করার জন্য।আর শরীর ধারণ করলেই শরীরের ধর্ম মানতে হয়।শরীর ধারণ করলেই ক্ষুধা,তৃষ্ণা,রোগ,শোক, দুঃখ জ্বালা সব কিছু মানুষের মত ভোগ করতে হয়।তাই রামকৃষ্ণ দেব অবতার ও ভগবান হয়েও রোগ,শোক,দুঃখ জ্বালা সব কিছু ভোগ করেছিলেন।তিনি চাইলে মাকে বলে রোগ টা সারিয়ে নিতে পারতেন কিন্তু তা তিনি প্রকৃতির নিয়ম কে উলঙ্ঘন করেন নি।আপনারা হয়তো অনেকেই বলবেন, রোগ মানে ক্যান্সার ই হবে কেন অন্য রোগ ও তো হতে পারতো।আগেকার দিনে ক্যান্সার বা কুষ্ঠ কে পাপের ফল বলে মনে করা হতো।রামকৃষ্ণ দেব তো কোনো পাপ করেন নি সারা জীবন মানুষের উপকার ও কল্যাণ করে গেছেন তাহলে তাঁর ক্যান্সার হলো কেন।গিরিশ ঘোষ বলেছেন,,আমার পাপ গলায় ধারণ করে ঠাকুরের গলায় ক্যান্সার হয়েছে।আমি বলবো শুধু গিরিশ ঘোষের পাপ কেন সারা পৃথিবীর পাপ গলায় ধারণ করে তিনিও নীলকণ্ঠ হয়েছিলেন।ঠাকুর নিজে বলেছেন, অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ ভক্ত চেনার জন্য তাঁর এই রোগ হয়েছে।ভগবান যখন দেহ ধারণ করেন তখন তাঁর কাজ শেষ হয়ে গেলে নিত্য ধামে ফিরে যান স্থুল দেহ ছেড়ে সৃষ্টির নিয়ম মেনে।নইলে ভগবান রামচন্দ্র কি সরজু নদীতে প্রাণ বিসর্জন করতেন।জরা ব্যাধ কি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কে তীর মেরে হত্যা করতে পারতো,অবতার যীশু কে কি ইহুদিরা ক্রুশ বিদ্ধ করে মারতে পারতো।এই সব কিছু ভগবানের লীলার মধ্যে পড়ে।তাঁর প্রতিটি লীলার পিছনে রহস্য লুকিয়ে থাকে যা আমরা জানি না,কেবল আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধি দিয়ে তা আলোচনা করি ও তর্ক করি।ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্র নাথ ওরফে স্বামী বিবেকানন্দ কে অর্জুনের মত বিশ্ব রূপ দেখিয়ে ছিলেন তবু নরেনের সন্দেহ যায় নি ও তিনি যে সাক্ষাৎ ঈশ্বর তা বিশ্বাস হয় নি।ঠাকুরের দেহ যাওয়ার কিছুদিন আগে সন্দেহের মেঘ বুকে পুরে নরেন ঠাকুরের পাশে একদিন দাঁড়িয়ে মনে মনে বলেছিলেন, তিনি যদি ভগবান ও অবতার তবে ক্যান্সার রোগে এত কষ্ট পাবেন কেন,নিমিশেই তো তিনি সব কিছু করতে পারেন।যদি যাওয়ার আগে তিনি তাঁর স্বরূপ সম্বন্ধে বলে দিয়ে যান তবে সন্দেহ দূর হয়।অন্তর্যামী ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ নরেনের অন্তরের কথা জেনে বললেন,,কিরে নরেন,এখনো অবিশ্বাস,সত্যি বলছি,মাইরি বলছি,যে রাম সেই কৃষ্ণ,ইদানিং এই শরীরে রামকৃষ্ণ,তবে তোর বেদান্তের দৃষ্টিকোণে নয়।বেদান্তের দৃষ্টিকোণে কেন বললেন,না বেদান্তে অবতার নেই।অখণ্ড ব্রহ্ম খন্ড হতে পারে না কিন্তু ভক্তি যোগে অখণ্ড ব্রহ্ম অবতার হন যেমন জল আর বরফ।সেদিন নরেনের সব সন্দেহ দূর হয়ে গেছিলো।তাই পরবর্তী কালে স্বামী বিবেকানন্দ ঠাকুর কে অবতার বরিষ্ঠ বলে তাঁর চরণ বন্দনা করেছিলেন।তাই ঠাকুরের ক্যান্সার হয়েছিলো বলে আমরা যেন মনে না করি রামকৃষ্ণ অবতার বা ভগবান ছিলেন না।আমরা সামান্য জীব ভগবানের বা অবতার পুরুষের লীলা কি বুঝবো।ঠাকুরের ভাষায়,,এক সের ঘটিতে কি চার সের দুধ ধরে।

সুনীল কুমার দে
প্রাবন্ধিক

জেলেনস্কি বুঝে গেছেন মিত্ররা তাঁকে ছেড়ে যাবে

আন্দ্রে মিত্রোভিকা

ভলোদিমির জেলেনস্কি একটি ভুলে যাওয়া যুদ্ধে একজন বিস্মৃত যোদ্ধা। রাশিয়া যখন ইউক্রেনকে গুঁড়িয়ে দেওয়ার জন্য আগ্রাসনের দুই বছর পূর্তি করতে চলেছে, তখন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট খসে পড়া তারার মতো তাঁর উচ্চতা ও ঔজ্জ্বল্য হারিয়ে ফেলেছেন।

দুই বছর পুরোনো যুদ্ধটা এখন কোনোরকমে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া স্থবির যুদ্ধে পরিণত হয়েছে। ইউক্রেনীয়দের অনন্য 'আক্রমণ অভিযান' থমকে গেছে এবং প্রতিশ্রুত 'বিরাট সাফল্য অর্জন'-এর ব্যাপারটা এখন একগুঁয়ে ফাঁকা বুলিতে পরিণত হয়েছে। 'ইট মারার বদলে পাটকেল খাওয়ার' বিষয়টি দুঃখজনকভাবে নিয়মিত কার্যক্রমের অংশ হয়ে গেছে।

জেলেনস্কিকে কেন ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দিতে চায় যুক্তরাষ্ট্র?

ক্ষোভের জায়গা দখল করে নিয়েছে নির্লিপ্ততা। যাই হোক, এ যুদ্ধের এখনকার যে গতিপ্রকৃতি তা থেকে বলা যায়, 'বিজয়' অনেক অনেক দূরের বিষয়।

মনে হচ্ছে, বিশ্ব ইউক্রেন নিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। আরও খারাপ করে বললে, বিশ্ব এখন বিরক্ত। সে কারণে যেসব কলাম লেখক জেলেনস্কির সাহস ও ইউক্রেনের জনতার প্রতিরোধকে একসময় ধর্মোপদেশ বিলোনোর মতো করে নিয়মিতভাবে তাঁদের লেখায় তুলে ধরতেন, তাঁরা এখন অবলীলায় তাঁদের আগের অবস্থান ত্যাগ করেছেন।

আমন্ত্রিত হয়ে যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসে অথবা পার্লামেন্টে বক্তৃতা দেওয়ার সময় চিরচেনা সবুজ সোয়েটার গায়ে দেওয়া জেলেনস্কিকে দেখে মনে হচ্ছে, নির্বোধ কিংবা অপ্রচলিত যোদ্ধা ও মুক্তিসংগ্রামী। ইউক্রেনের 'বীর' জনতার 'ন্যায়'-এ যুদ্ধের প্রতি সংহতি জানিয়ে জনসাধারণের প্রতিবাদ সমাবেশও অনেক মাস আগে বন্ধ হয়ে গেছে। ইউক্রেন এখন আর সংবাদমাধ্যমের জরুরি ও সহানুভূতিজাগানিয়া 'সংবাদ' নয়।

ইউক্রেনের নিয়তি হচ্ছে, তাদের প্রতি বিশ্বের যে মনোযোগ ছিল, এখন তা হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। ফিলিস্তিনিদের ক্ষেত্রে এই দুর্ভাগ্যজনক নিয়তি দেখতে পাচ্ছি। যে কাপুরুষ শক্তি ফিলিস্তিনিদের পরিত্যাগ করেছে, সেই একই শক্তি ইউক্রেনকে পরিত্যাগ করবে।

জেলেনস্কি আর ইউক্রেন নিয়ে এখন একমাত্র 'খবর' হচ্ছে, হোয়াইট হাউস থেকে ফাঁস হয়ে যাওয়া অস্বস্তিকর খবর। জনপ্রিয় নিউজ পোর্টাল পলিটিকো খোঁচা মেরে শিরোনাম করেছে, 'ইউক্রেন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ফাঁস হওয়া কৌশলনীতি বলছে, দুর্নীতি এখন সেখানকার সত্যিকারের হুমকি'।

এই সংবাদের শিরোনামের শব্দগুলো একই সঙ্গে ভয়ানক ও অমার্জিত। এটি আমেরিকানদের, নির্দিষ্ট করে বলতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সাহসী ইউক্রেনীয়দের প্রতি যে অটুট ভালোবাসা ছিল, তা যে কমতে শুরু করেছে, তারই লক্ষণ।

পলিটিকো সতর্ক করে দিয়ে বলেছে যে 'বাইডেন প্রশাসনের কর্মকর্তারা ইউক্রেনের দুর্নীতি নিয়ে প্রকাশ্যে যতটা বলছেন, তার থেকেও অনেক বেশি উদ্বিগ্ন।...এই দুর্নীতি রাশিয়ার বিরুদ্ধে চালিয়ে যাওয়া ইউক্রেনের যুদ্ধ থেকে পশ্চিমা মিত্রদের সরে যাওয়ার কারণ হয়ে উঠতে পারে এবং কিয়েভ দুর্নীতিবিরোধী পদক্ষেপ নিতে পারছে না।'

এটা জেলেনস্কির জন্য বিপদ, বড় বিপদ।

জেলেনস্কির জন্য এটাই কি শেষ হাসি?

আমি ধারণা করি, তিনি জানেন যে সেই সময় ও পরিস্থিতি আসছে, যখন মিত্ররা তাঁর পাশে থাকবে না। ওয়াশিংটন ও ইউরোপের মিত্রদের 'লৌহদৃঢ় ইচ্ছা' ধীরে হলেও নিশ্চিতভাবে মরে যাচ্ছে।

ইচ্ছা পুরোপুরি উবে গেলে অনিবার্যভাবে অর্থের জোগানও শূন্যে নেমে আসবে।

ভ্লাদিমির পুতিনকে থামিয়ে রাখতে এবং তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তারের পরিকল্পনা আটকে রাখতে হলে জেলেনস্কির প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। এরই মধ্যে ইউক্রেন যুদ্ধে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার খরচ হয়েছে। আশঙ্কা থাকছে যে যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন এত দিন ধরে ইউক্রেনের অর্থ জোগানোর ক্ষেত্রে ব্যাংক হিসেবে ভূমিকা পালন করে আসছিল, সেটা অব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা কম। আন্তমহাদেশীয় কোষাগার খুব দ্রুতই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

বাইডেন প্রশাসনের একজন কর্মকর্তা এর মধ্যে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে আইনপ্রণেতাদের কাছে ইউক্রেনের জন্য নগদ সহযোগিতা ভিক্ষা করেছেন। কিন্তু সেটা কোনোভাবেই আত্মবিশ্বাসী কিংবা ভরসা জাগানোর মতো আবেদন নয়। হোয়াইট হাউসের ব্যবস্থাপনা ও বাজেট কার্যালয়ের পরিচালক বলেছেন, 'আমি স্পষ্ট করে বলতে চাই যে কংগ্রেসের পদক্ষেপ ছাড়া এ বছরের শেষ নাগাদ ইউক্রেনের জন্য আরও অস্ত্র ও সরঞ্জাম কেনার এবং যুক্তরাষ্ট্রের মজুত থেকে সরঞ্জাম দেওয়ার মতো অর্থ থাকবে না। এ মুহূর্তের প্রয়োজন মেটানোর জন্য যে তহবিল প্রয়োজন, তার জন্য জাদুকরের পাত্র আমাদের কেউ দেবে না। আমাদের অর্থ ফুরিয়ে আসছে এবং সময়ও প্রায় ফুরিয়ে আসছে।'

এই আতঙ্ক উদ্রেককারী চালের পরও ইউক্রেনের জন্য সময়মতো অর্থ বরাদ্দ দেওয়া যায়নি। ইউরোপীয় ও উত্তর আমেরিকান আইনপ্রণেতাদের মধ্যে যুদ্ধে অর্থ জোগান দেওয়ার এই অনীহা ইউক্রেন যুদ্ধে শীতকালের কাদার মধ্যে ঠেলে ফেলবে। যুদ্ধের একটা মৃত পরিসমাপ্তি ঘটবে।

রাশিয়া ও ইউক্রেনের সেনাপ্রধানেরা গোপনে আপস করছেন!

কথার ক্ষেত্রে ইউক্রেনের সংকল্প এখন পর্যন্ত অটুট। সম্প্রতি ব্রাসেলসে কূটনৈতিকদের একটি জমায়েতে ইউক্রেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, 'আমরা কিছুতেই পিছু হটব না।' দিমিত্রি কুলেবা বলেছেন, 'আমরা আমাদের যুদ্ধ চালিয়ে যাব, আমরা আমাদের লড়াই জারি রাখব। ইউক্রেন আত্মসমর্পণ করবে না। এটা শুধুই ইউক্রেনের নিরাপত্তার প্রশ্ন নয়। এটা ইউরোআটলান্টিক অঞ্চলের নিরাপত্তার বিষয়।' দিমিত্রি কুলেবার এই বক্তব্য অন্যদের মধ্যে আবেগ সঞ্চার করতে ব্যর্থ হয়েছে। সবার মধ্যে আবেগ ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর এই আহ্বান অনেকটা ভাঙা রেকর্ডের মতো শুনিয়েছে।

দিগন্তে বড় আরেকটি ভয় উঁকি দিতে শুরু করেছে। জেলেনস্কির চিন্তা ও পরিকল্পনায় ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারী ও অমঙ্গলে আলবাট্রস পাখির বোঝার মতো ঝুলে রয়েছেন। আজ থেকে এক বছর পর ওভাল অফিসে পুতিনের পোষা প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সম্ভাব্য প্রত্যাবর্তনের অর্থ হচ্ছে, হঠাৎ করেই অনেক কিছু বন্ধ হয়ে যাওয়া। ইউক্রেনের যুদ্ধ ও জেলেনস্কির রাজনৈতিক ক্যারিয়ার সবকিছুই ইতি ঘটতে পারে। এর মধ্যে আরেকটি যুদ্ধে বেশির ভাগ সমর্থন চলে যাওয়ায় জেলেনস্কির প্রতি সমর্থনটা ফিকে হয়ে আসছে। আমার মনে হয়, জেলেনস্কি নিজেও সেটা বুঝতে পারছেন। জেলেনস্কি ভালো করেই বুঝতে পারেন যে তিনি এতটা ক্ষমতাহীন যে ইউক্রেনকে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠা কিংবা শেষের পাতার সংবাদ হয়ে ওঠার বিষয়টি ঘুরিয়ে দিতে পারবেন না।

ইউক্রেনের নিয়তি হচ্ছে, তাদের প্রতি বিশ্বের যে মনোযোগ ছিল, এখন তা হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। ফিলিস্তিনিদের ক্ষেত্রে এই দুর্ভাগ্যজনক নিয়তি দেখতে পাচ্ছি। যে কাপুরুষ শক্তি ফিলিস্তিনিদের পরিত্যাগ করেছে, সেই একই শক্তি ইউক্রেনকে পরিত্যাগ করবে। ভলোদিমির জেলেনস্কি নিজেও সেটা জানেন।

সাময়িকী

গাজাবাসীকে উচ্ছেদ সেই পুরোনো কৌশল ইসরায়েলের

৭ অক্টোবর হামাস হামলা চালানোর পরপরই ইসরায়েল কর্তৃপক্ষ গাজায় গণহত্যামূলক যুদ্ধ চালানোর জন্য তার প্রোপাগান্ডা যন্ত্রকে সর্বোচ্চ মাত্রায় সক্রিয় করেছে।

জোসেফ মাসাদ
প্রাবন্ধিক

পশ্চিমা শ্বেতাঙ্গ শ্রেষ্ঠত্ববাদীরা জাতি ও বর্ণ বিবেচনায় ফিলিস্তিনিদের নিকৃষ্ট মনে করে থাকে এবং ইসরায়েলি ভাষ্যকে সত্য বলে বিশ্বাস করতে সাধারণত প্রস্তুত থাকে। এটি মাথায় রেখেই ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষ ৭ অক্টোবরের পর হামাসের বিরুদ্ধে ইসরায়েলি শিশুদের শিরশ্ছেদ করা ও পুড়িয়ে মারা, নারীদের ধর্ষণ করা এবং অন্যান্য অপ্রমাণিত অপরাধের ভিত্তিহীন অভিযোগ আনে। ইসরায়েলের কার্যত সাঁটলিপিকার হিসেবে কাজ করা পশ্চিমা মিডিয়া সেই সব অভিযোগের সত্যাসত্য যাচাই ছাড়াই দ্রুত তা প্রকাশ করে দেয়। প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন নির্লজ্জভাবে এই মিথ্যাগুলোকে তখন থেকে সত্য হিসেবে প্রচার করে চলেছেন। ৭ অক্টোবরের ঘটনার ইসরায়েলি প্রত্যক্ষদর্শীরা সাক্ষ্য দিয়েছেন, ইসরায়েলের বাহিনী ওই দিন হামাস যোদ্ধাদের ওপর হামলা চালানোর পাশাপাশি ইসরায়েলি বেসামরিক লোকদেরও ওপরও হামলা চালিয়েছিল। পরে ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষ স্বীকার করেছে, তারা কয়েক শ ইসরায়েলি নাগরিককে পুড়িয়ে মেরেছে। বিভিন্ন প্রতিবেদনে আরও ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে, ইসরায়েলি গোলাবর্ষণে তাদের নিজেদের নাগরিকদের বাড়ি ধ্বংস হয়েছে ইসরায়েলি সামরিক ঘাঁটিতে ইসরায়েলি গোলাবর্ষণে তাদের নিজেদের সেনাদের মৃত্যু হয়েছে তারা নিজেরাই নিজেদের নাগরিকদের বাড়িঘর পুড়িয়ে দিয়েছে। এসব তথ্য বেরিয়ে আসার পরও পশ্চিমা গণমাধ্যম ও সরকারগুলো ইসরায়েলের বর্ণবাদী বানোয়াট ভাষ্য প্রচার করা থেকে বিরত থাকেনি। ইসরায়েলের কথিত মৃত্যুর সংখ্যাকে অনেকে সত্য বলে মেনে নিলেও আরব বিশ্ব প্রথম থেকেই ইসরায়েলের ঘোষণা করা নিহতের সংখ্যার বস্তুনিষ্ঠতা নিয়ে সন্দিহান ছিল। আর হামাস বরাবরই বলে এসেছে, তারা ইসরায়েলি বেসামরিক লোকদের নিশানা করার কথা অস্বীকার করে এসেছে। ইসরায়েলের মিথ্যা ভাষণের তালিকা দীর্ঘ। ১৯৪৮ সাল থেকেই ইসরায়েল মিথ্যা, মিথ ও বানোয়াট দাবির একটি বিস্ময়কর রেকর্ড জমা করেছে। ৭৫ বছরের বেশি সময় ধরে আরব ও ইউরোপীয় গবেষকেরা এসব মিথ্যাকে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছেন। ১৯৮০-এর দশকের মাঝামাঝি থেকে ইসরায়েলি ঐতিহাসিকেরাও দেশটির সরকারি ও সামরিক আর্কাইভের বানোয়াট নথিপত্র প্রকাশ করেছেন। জাতিগত নির্মূলের ঘটনা ঘটানোর মধ্য দিয়ে জায়নবাদীরা যেসব অপরাধ করেছিল, সেই অপরাধের ওপরই ইসরায়েলের ভিত্তি দাঁড়ানো। আর সেই ভিত্তি নিয়েই ইসরায়েল তার সবচেয়ে বড় মিথ্যাচার করেছে। উপনিবেশ গড়ে তোলা ইসরায়েলিরা দখল করা ফিলিস্তিনে ইসরায়েল নামক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেওয়ার পর ১৯৪৭ সালের ৩০ নভেম্বর থেকে ১৯৪৮ সালের ১৪ মে পর্যন্ত চার লাখ ফিলিস্তিনিকে ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করেছিল। এরপর ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বর নাগাদ আরও সাড়ে তিন লাখ ফিলিস্তিনিকে ভিটাছাড়া করে তারা। ফিলিস্তিনিদের জাতিগত নির্মূল করার যুদ্ধের সময় জায়নবাদীরা কয়েক দফায় গণহত্যা চালিয়েছিল এবং ফিলিস্তিনি নারী ও মেয়েশিশুদের ধর্ষণ করাসহ অনেক সহিংস অপরাধ করেছিল। এর অকাট্য প্রমাণ থাকার পরও ইসরায়েল এবং তাদের প্রোপাগান্ডা যন্ত্র জোর দিয়ে বলে এসেছে ফিলিস্তিনিদের উচ্ছেদ করা হয়নি তারা নিজেদের ইচ্ছাতেই বাড়িঘর ছেড়ে চলে গেছে। ১৯৫০ এবং ১৯৬০-এর দশকে ইসরায়েল দাবি করেছিল, প্রতিবেশী আরব দেশগুলো যুদ্ধের আঘাত থেকে বাঁচতে রেডিওতে ফিলিস্তিনিদের ঘরবাড়ি ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যাওয়ার আহ্বান চালিয়েছিল এবং সেই ঘোষণা শুনে ফিলিস্তিনিরা চলে গিয়েছিল। কিন্তু এখনকার গবেষকদের গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, প্রতিবেশী আরব দেশগুলো রেডিওতে ফিলিস্তিনিদের ঠিক উল্টো কথা বলেছিল। তারা তাদের বাড়িঘর ছেড়ে না যেতে বলছিল। কিন্তু জায়নবাদীদের রেডিওতে চক্রান্তমূলকভাবে ওই ধরনের ঘোষণা দিয়ে, সেটিকে আরব নেতাদের ঘোষণা হিসেবে প্রচার করা হয়েছিল।

পাঠকের চিঠি

'কী রকমভাবে বেঁচে আছি, তুই এসে দেখে যা...'

'মরিবে না। সে কিছুতেই মরিবে না। বনের পশু যে অবস্থায় বাঁচে না, সেই অবস্থায়, মানুষ সে, বাঁচিবেই' কথাগুলো ভিখু সম্পর্কে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন তাঁর 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পে। কিন্তু বাস্তবে ভিখুর মতো কঠিন ক্রূর নন, বরং সম্পূর্ণ উল্টো চরিত্রের মানুষ, কাদাসদৃশ নরম যাঁদের মনমানসিকতা, তাঁদের জীবনসংগ্রাম যেন ভিখুকেও ছাড়িয়ে যায়! এতটাই কঠিন তাঁদের বেঁচে থাকা যে, তা যেন এক দিন, এক দিন করে বেঁচে থাকা! প্রতিদিনের 'জীবনরসদ' প্রতিদিন জোগাড় করতে হয় আজ কাজ না করলে পরদিন নিরম্বু উপোস! মোহাম্মদ জাহাঙ্গীরের বয়স ৬০ ছুঁয়েছে, ডায়াবেটিসে আক্রান্ত, ঠিকঠাক চলাফেরা করতে পারেন না, কিন্তু তাঁর এক দিনও জিরানোর উপায় নেই। প্রতিদিনই কাজে বেরোতে হয় তাঁকে উপার্জন করতে হয় বৃদ্ধা মা, স্ত্রী কন্যাসহ নিজের গ্রাসাচ্ছাদনের অর্থ। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে শীত অনেকটাই কিছুটা গুছিয়ে পড়তে শুরু করেছে। ক্যালেন্ডারের পাতায় যদিও এখন হেমন্ত, তবে 'কংক্রিট অরণ্যে'ও রোদের তেজে নতজানু ভাব টের পাওয়া যায়। যদিও বাতাস সেই আগের মতোই গরলে ভরা প্রতিদিনই বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত বায়ুর শহরগুলোর মধ্যে শীর্ষ ১০-এ জায়গা দখল করে থাকছে আমাদের প্রিয় এ মহানগর। এর বাইরে আরেকটা ব্যতিক্রম, এ বছরের খ্রিষ্টীয় নভেম্বর বা বাংলা অগ্রহায়ণ গত বছরের বা তারও তিন বছর আগের এই সময়ের মতো নয়। কেননা, দেশের 'নিজস্ব ক্যালেন্ডার' অনুযায়ী এখন 'ভোট ঋতু'। এতে করে অবশ্য সব ঋতুতেই ফুটপাতে কলা বিক্রি করা জাহাঙ্গীরের দিনপঞ্জিতে কোনো হেরফের ঘটার উপলক্ষ তৈরি হয় না। রোজ ভোরে পুরান বাদামতলীর মেস থেকে বের হয়ে একই এলাকার পাইকারি বাজারে গিয়ে কলা কেনেন। এরপর তা নিয়ে বসেন বাবুবাজার সেতুর নিচে ফুটপাতে। কর্মঘণ্টা কলা বিক্রি শেষ না পর্যন্ত, কখনো কখনো তা রাত ৯টা-১০টায়ও গিয়ে ঠেকে।

কুমার রায়, মুরি

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌন্দী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফেক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

সিআরপিএফ এবং ছায়াবৃক্ষ সংস্থার মানবিক পদক্ষেপ

অনিশা গোরাই

পুরুলিয়া ঃ বাঘমুন্ডি থানার অন্তর্গত মাঠ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ১৭টি গ্রামকে চিহ্নিত করে সিআরপিএফের ৬৬ ব্যাটালিয়ন এবং ছায়াবৃক্ষ নামক সামাজিক সংস্থার যৌথ উদ্যোগে ১৫০ জনের বেশি দুঃস্থ মহিলা ও পুরুষকে কম্বল সহ শীত বস্ত্র প্রদান এবং স্কুল পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীদের পড়ার নানান সামগ্রী প্রদান করা হয়। সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয় এই ধরনের সামাজিক কাজকর্মের সাথে তাঁরা দীর্ঘদিন ধরেই যুক্ত রয়েছে। আগামী দিনেও দুস্থদের পাশে দাঁড়াবেন বলে সাফ জানিয়েছেন। এদিন বিশেষভাবে উপস্থিত ছিলেন সিআরপিএফ ৬৬ ব্যাটালিয়নের দ্বিতীয় কমান্ডেন্ট আধিকারীক মিলন কুমার সিন্থা, C66 ব্যাটালিয়নের সহায়ক কমান্ডেন্ট রাজীব কুমার, G 66 ব্যাটালিয়নের সহায়ক কমান্ডেন্ড ইন্সপেক্টর চঞ্চল মজুমদার, ক্ব৬৬ ব্যাটালিয়ান ইন্সপেক্টর জি.ডি প্রেমারাম, ইন্সপেক্টর জি ডি দীপক বীর,জি. ডি শক্তিপদ সাহা, ছায়াবৃক্ষ সংস্থার সভাপতি প্রসেনজিৎ পাঁজা , সহ সম্পাদক সৌরভ ধারা। সিআরপিএফ এবং সামাজিক সংস্থার যৌথ উদ্দ্যোগকে এলাকার মানুষজন সাধুবাদ জানিয়েছেন।।

শিলচর এবং ডিব্রুগড়ে এরই মধ্যে শুরু হতে চলেছে চিড়িয়াখানা নির্মাণের কাজ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

গুয়াহাটি চিড়িয়াখানার জন্য ৩৫০ কোটি টাকার প্রকল্প, সদ্য জন্ম নেওয়া জিরাফের পারিজাত বলে নামকরণ

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ বরাক উপত্যকার জন্য সুখবর। অতি শীঘ্রই শিলচরবাসী পেতে চলেছেন এক আকর্ষণীয় চিড়িয়াখানা। শিলচর শহরে এরই মধ্যে চিড়িয়াখানা নির্মাণের কাজ শুরু হতে চলেছে বলে ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তবে শুধুমাত্র শিলচরে নয় ডিব্রুগড়ে একইভাবে শুরু হবে চিড়িয়াখানা নির্মাণের কাজ। তাছাড়া গুয়াহাটি চিড়িয়াখানার জন্য ৩৫০ কোটি টাকার প্রকল্পের কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। গত ২৪ দিন আগে জন্ম নেওয়া জিরাফের পারিজাত বলে নামকরণ করে তাকে নিজের হাতে দুধ খাইয়েছেন তিনি।

প্রসঙ্গত শনিবার সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ গুয়াহাটি মহানগর চিড়িয়াখানা প্রদর্শন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। চিড়িয়াখানায় জন্ম নিলেও মাতৃ থেকে অবজ্ঞার শিকার হওয়া জিরাফের বাচ্চাটিকে নিজের হাতে দুধ খাওয়ালেন তিনি। তাছাড়া এই জিরাফের বাচ্চাটিকে তিনি পারিজাত বলে নামকরণ করেছেন। তাছাড়া গত ১৬ নভেম্বর জন্ম নেওয়া জিরাফের বাচ্চাটির সঙ্গে তিনি কিছু সময় কাটিয়েছেন। শুধুমাত্র জিরাফ নয় গুয়াহাটি চিড়িয়াখানায় নিয়ে আসা ক্যাঙ্গারু, ওলাবি ইত্যাদি জন্তুর প্রদর্শন এদিন থেকে সাধারণ দর্শকদের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে খুলে দিয়েছেন তিনি।

গুয়াহাটি চিড়িয়াখানায় সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন শিলচর এবং ডিব্রুগড়ে এরই মধ্যে চিড়িয়াখানা নির্মাণের কাজ শুরু হতে চলেছে। তবে এই দুটি চিড়িয়াখানা গুয়াহাটি চিড়িয়াখানার তুলনায় ভিন্ন হবে। কারণ গুয়াহাটি চিড়িয়াখানায় জন্তুজানোয়ারদের খাঁচার মধ্যে বন্দি করে রাখা হয় এবং সাধারণ মানুষ এসে খাঁচার বাইরে দাঁড়িয়ে তাদের প্রত্যক্ষ করেন। কিন্তু শিলচর এবং ডিব্রুগড়ের প্রস্তাবিত চিড়িয়াখানায় জন্তুজানোয়াররা খোলা ভাবে ঘোরাঘুরি করবেন। সেখানে সাধারণ মানুষদের খাঁচার মধ্যে থেকে গাড়ির মাধ্যমে জন্তুজানোয়ারদের দেখানোর ব্যবস্থা থাকবে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন ২৪ দিন আগে চিড়িয়াখানায় জন্ম নিলেও মাতৃ থেকে অবজ্ঞার শিকার হওয়া জিরাফের বাচ্চাটির নামকরণের জন্য সাধারণ মানুষের পরামর্শ চাওয়া হয়েছিল। সেই হিসাবে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রায় ৩৫০ টি নাম এসেছিল। অবশেষে সেখানে লটারি এবং নির্বাচনের মাধ্যমে পারিজাত নামটি জিরাফের বাচ্চাদের জন্য রাখা হয়েছে। এই পারিজাত নামটি প্রস্তাব করেছিলেন প্রিয়া কলিতা নামের কোনো এক মহিলা। তাকে তিনি না চিনলেও প্রিয়া কলিতাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান জিরাফের বাচ্চাটিকে জন্ম দিয়ে তার মা বাচ্চাটার সঙ্গে সম্পূর্ণ অপরিচিত ভাবে ব্যবহার করেছিল। অবশেষে মুম্বাই থেকে তুষার কুলকার্নি নামের জিরাফ বিশেষজ্ঞ একজনকে মহানগরে আমন্ত্রণ জানানো হয়। তিনি এসে চিড়িয়াখানার অফিসার এবং কর্মচারীরা একসঙ্গে মিলে যত্ন করার ফলে অবশেষে জিরাফের বাচ্চাটি সুন্দরভাবে বড় হয়েছে। তাকে দৈনিক সাড়ে সাত লিটার করে দুধ খাওয়ানো হচ্ছে। ধীরে ধীরে দুধের পরিমাণ বেড়ে যাবে বলেও জানালেন মুখ্যমন্ত্রী।

তিনি বলেন গুয়াহাটি চিড়িয়াখানায় নিয়ে আসা একটি ক্যাঙ্গারু এবং একটি ওলাবির দর্শনের সাধারণ মানুষের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। আগে এটা করা হয়নি কারণ দুটোই ছোট ছিল। তাছাড়া ওরাং ওতাং দুটো গুয়াহাটি চিড়িয়াখানার জন্য সম্পদ হয়ে রয়েছে। শিলচর থেকে এই দুটোকে এখানে আনা হয়েছিল। মূলত বাইরে থেকে পাচার করে নিয়ে আসার সময় মিজোরাম সীমান্তে এদুটোকে উদ্ধার করা হয়েছিল। তাছাড়া একটি শিশু উদ্যান, জীবজন্তুর পূর্ণ সংস্থাপন, চিকিৎসার জন্য গুয়াহাটি চিড়িয়াখানার উদ্দেশ্যে ৩৫০ কোটি টাকার প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে বলে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন এই চিড়িয়াখানার উন্নয়নের জন্য মোট ৩৫০ কোটি টাকার প্রকল্পের অংশ হিসেবে স্থাপন করা প্রস্তাব থাকা পশুর চিকিৎসা কেন্দ্রে আঘাতপ্রাপ্ত জীব জন্তুদের চিকিৎসা করা সম্ভব হবে। তাছাড়া চিড়িয়াখানায় আসা বাচ্চাদের জন্য একটি শিশু উদ্যান নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে বাচ্চারা কিছুটা মধুর সময় এখানে কাটাতে পারবেন বলে, মতামত ব্যক্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

কেন অনেক অভিবাসী কানাডা ছাড়ছেন

বেংকুবর ঃ নিজের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে প্রতিবছর হাজারো মানুষ পাড়ি জমান কানাডায়। তবে তাঁদের অনেকে এখন নেমেছেন টিকে থাকার লড়াইয়ে। উত্তর আমেরিকার এই দেশে জীবনযাপনের খরচ অনেক। আছে বাড়ির স্বল্পতা। অভিবাসীর সংখ্যা হু হু করে বাড়ার মধ্যে নতুন আগত যাঁরা এই দেশকে নিজের বাসভূমি বানাতে চেয়েছিলেন, তাঁদের অনেকেই এখন কানাডার দিকে পেছন ফিরতে বাধ্য হচ্ছেন।

কানাডার জনসংখ্যা কমছিল। বাড়ছিল বয়স্ক মানুষের সংখ্যা। পরিস্থিতি সামলাতে প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোর সরকার অভিবাসনকে বেছে নেয় প্রধানতম হাতিয়ার হিসেবে। এ কৌশল কাজে দিয়েছে। দেশটির অর্থনীতি ফুলেফেঁপে উঠেছে। সরকারের পরিসংখ্যানবিষয়ক দপ্তর স্ট্যাটিসটিকস কানাডা জানিয়েছে, গত ছয় দশকের মধ্যে কানাডার জনসংখ্যা সবচেয়ে দ্রুতগতিতে বেড়েছে।

তবে ঘড়ির কাঁটা ধীরে হলেও উল্টো দিকে ঘুরতে শুরু করেছে। ২০২৩ সালের প্রথম ৬ মাসে ৪২ হাজার মানুষ কানাডা ত্যাগ করেছেন। ২০২২ সালে কানাডা ছাড়েন ৯৩ হাজার ৮১৮ জন, তার আগের বছর ৮৫ হাজার ৯২৭ জন দেশটি ছেড়েছিলেন বলে সরকারি পরিসংখ্যানে দেখা গেছে।

অভিবাসীদের কানাডা ত্যাগের সংখ্যা গত দুই দশকের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছায় ২০১৯ সালে। অভিবাসীদের নিয়ে কাজ করেএমন প্রতিষ্ঠান ইনস্টিটিউট ফর কানাডিয়ান সিটিজেনশিপ (আইসিসি) সম্প্রতি প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে এ কথা জানিয়েছে। মহামারির সময় এই সংখ্যা কমে এলেও স্ট্যাটিসটিকস কানাডার তথ্য বলছে, এ প্রবণতা আবার বাড়ছে। ওই বছরে ২ লাখ ৬৩ হাজার মানুষ কানাডায় আসেন স্থায়ীভাবে থাকতে। সুতরাং কানাডা ত্যাগ করা মানুষের সংখ্যা সেই তুলনায় অনেক কম। তবে কিছু বিশ্লেষক কানাডা ত্যাগের ক্রমবর্ধমান এই সংখ্যা নিয়ে বেশ উদ্বিগ্ন। যে দেশ গড়েই উঠেছে অভিবাসনের ওপর ভিত্তি করে, সেখানে মানুষ দেশটি ছেড়ে চলে যাচ্ছেন-বিষয়টিই ট্রুডো সরকারের মূল একটি নীতিকে রীতিমতো অবমূল্যায়নের ঝুঁকিতে ফেলেছে। গত ৮ বছরে কানাডায় ২৫ লাখ মানুষ স্থায়ী বসবাসের অনুমতি পেয়েছেন। রয়টার্স অন্তত ছয়জনের সঙ্গে কথা বলেছে, যাঁরা জীবনযাত্রার উঁচু ব্যয়ের কারণে কানাডা ছেড়ে চলে গেছেন অথবা যাওয়ার প্রক্রিয়ায় আছেন।

তাঁদের একজন কারা। এই নারী ২০২২ সালে হংকং থেকে কানাডায় এসেছিলেন শরণার্থী হিসেবে। টরন্টো শহরের পূর্বাঞ্চলে স্কারবরোতে তিনি এক রুমের একটি বেজমেন্ট অ্যাপার্টমেন্ট থাকেন, যার জন্য তাঁকে ভাড়া গুনতে হয় ৬৫০ কানাডিয়ান ডলার, যা ৪৭৪ মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ। তিনি মাসে যা আয় করেন, তার ৩০ শতাংশই খরচ করতে হয় বাসাভাড়ার পেছনে।

২৫ বছর বয়সী এই নারী বলেন, 'পশ্চিমা একটি দেশে বাস করতে গিয়ে আপনাকে বেজমেন্টের একটি রুমে থাকতে হবে, এটা আমি জীবনেও ভাবিনি।' তিনি তাঁর আসল নাম জানাননি, কারণ সম্প্রতি বাতিল করা এক্সট্রাডিশন বিলের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে ২০১৯ সালে তিনি হংকং থেকে পালিয়ে এসেছিলেন।

কারা তিনটি খণ্ডকালীন কাজ করেন। প্রতি ঘণ্টায় তিনি পান ১৬ দশমিক ৫৫ কানাডিয়ান ডলার, যা অন্টারিও প্রদেশে সর্বনিম্ন বেতন। এরপর তিনি বয়স্কদের জন্য নির্দিষ্ট একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যান ইউনিভার্সিটি ডিগ্রি নেওয়ার জন্য। তিনি বলেন, 'আমাকে প্রতিটি পাইপয়সা খরচ করতে হচ্ছে।' হংকংয়ে থাকতে তিনি মাসিক আয়ের প্রায় এক তৃতীয়াংশ জমাতে পারতেন।

জীবনযাত্রার ব্যয়

১৯৯০ দশকের মাঝামাঝি দেশত্যাগী মানুষের সংখ্যা ছিল কানাডার মোট জনসংখ্যার শূন্য দশমিক ২ শতাংশ। সরকারি তথ্য অনুসারে, এই হার এখন শূন্য দশমিক শূন্য ৯ যদিও এই হার এখন কম, আইনজীবী ও অভিবাসন পরামর্শকেরা সতর্ক করে বলছেন, এই সংখ্যা বেড়ে গেলে কানাডা যে নতুন আগত মানুষের জন্য একটি আকর্ষণীয় গন্তব্য এ ধারণা মার খাবে।

আইসিসির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ড্যানিয়েল বার্নহার্ড বলেন, অভিবাসীদের প্রথম বছরগুলোয় একটি ইতিবাচক অভিজ্ঞতা তৈরি হওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাহলে তাঁরা থেকে যাওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

অভিবাসীরা মূলত যে বিষয়ের দিকে আঙুল তাক করছেন, তা হলো আকাশে উঠে যাওয়া আবাসন খরচ। অন্য আরেকটি দেশে চলে যাওয়ার পেছনে এটিকেই প্রধান কারণ হিসেবে তাঁরা চিহ্নিত করেছেন।

কানাডায় বাড়ির মালিক হতে হলে গড়ে একটি পরিবারের আয়ের ৬০ শতাংশ বাড়ির পেছনে প্রতি মাসে খরচ করতে হয়। ভ্যাঙ্কুভার শহরের ক্ষেত্রে এই ব্যয় ৯৮ শতাংশ আর টরন্টোর ক্ষেত্রে ৮০ শতাংশ। তিন দশক আগে মিয়ানমার থেকে কানাডায় পাড়ি জমিয়েছিলেন মিয়ো মং। ৫৫ বছর বয়সী এই ব্যক্তি এখন একজন সফল আবাসন এজেন্ট ও রেস্তোরাঁর মালিক। কিন্তু তিনি তাঁর অবসরজীবন থাইল্যান্ডের মতো কোনো দেশে কাটাতে পরিকল্পনা করছেন, কারণ তাঁর অবসরকালীন আয় দিয়ে তিনি কানাডার জীবনযাত্রার উঁচু ব্যয় মেটাতে পারবেন না।

ইউনিভার্সিটি অব টরন্টোর রাজনীতিবিজ্ঞানের অধ্যাপক ফিল ট্রিয়াডাফিলোপোলাস অভিবাসন সম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞ। তিনি বলেন, অভিবাসন দ্রুত বেড়ে যাওয়ার ফলে আবাসনসংকট দেখা দিয়েছে। তিনি আরও বলেন, 'এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই যে যাঁদের হাতে বিকল্প আছে, তাঁরা হয় অন্য দেশে যাচ্ছেন অথবা মনে করছেন যে কানাডা যথেষ্ট দেখা হয়েছে, এবার বাড়ি ফেরা যাক।'

গত মাসে ট্রুডো সরকার নতুন নীতি নিয়েছে। এর আওতায় ২০২৫ সাল থেকে সর্বোচ্চ পাঁচ লাখ মানুষ কানাডায় নতুন বসতি স্থাপন করতে পারবেন। এই নীতির উদ্দেশ্য হলো আবাসন খাতের ওপর চাপ কমানো। তবে অনেকেই মনে করছেন, এ পদক্ষেপ যথেষ্ট নয় এবং অনেক দেরি করে এটা নেওয়া হয়েছে।

জাস্টিনাস স্ট্যানকুস ২০১৯ সালে ইউনিভার্সিটি অব টরন্টোর অধীন ডক্টরেট করতে লিথুয়ানিয়া থেকে কানাডা এসেছিলেন। তিনি এখন দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার কোনো দেশে থিতু হতে চান। তাঁর মতে, ওই সব দেশে জীবনযাত্রার ব্যয় কম এবং একই সঙ্গে তিনি সেখানে গবেষণা চালিয়ে যেতে পারবেন। এক বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্টের জন্য ৩০ বছর বয়সী এই ব্যক্তি এখন দুই হাজার কানাডিয়ান ডলার খরচ করেন। তিনি বলেন, জীবনযাত্রার ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের কারণে এমনকি প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র তিনি কিনতে পারেন না। তিনি আরও বলেন, 'একজন গ্র্যাজুয়েট শিক্ষার্থী যে অর্থ হাতে পান, তাতে জীবনযাত্রা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।'

হংকংয়ের কারা অনুভব করেন, তিনি যেন কানাডায় অনেকটা আটকা পড়ে গেছেন এবং ফিরতে পারলে বাঁচেন। তিনি বলেন, 'আমি যখনই কানাডা ছাড়ার সুযোগ পাব, সেই সুযোগ আমি নেব।'

টুকরো খবর

সুইসা রেলওয়ে স্টেশন পরিসরে পরিদর্শনের পাশাপাশি এলাকার মানুষজনের সমস্যার কথা শুনলেন সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো

পুরুলিয়া (অনিশা গোরাই) ঃ দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের অধীনে বাঘমুন্ডি ব্লকের একমাত্র রেলওয়ে স্টেশন সুইসা স্টেশন। ইতিমধ্যে অমৃত ভারত প্রকল্পের অন্তর্গত সুইসা স্টেশন পরিসরে বিভিন্ন উন্নয়নমুখী কাজ জোর কদমে শুরু হয়েছে। তবে স্থানীয় মানুষজনের সাথে রেলওয়ের মধ্যে রাস্তা ছাড়া ও বাউন্ডারি দেওয়াকে নিয়ে এক বিবাদ শুরু হয়েছিল। যার ফলে শনিবার সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো কে কাছে পেয়ে স্থানীয় মানুষজন তাদের সমস্যার কথা বলেন সাংসদেও সমাধানের জন্য আশ্বস্ত করেন। এছাড়াও প্ল্যাটফর্ম চত্বরে বিভিন্ন কাজকর্ম ঠিকঠাক চলছে কিনা তা খতিয়ে দেখেন সাংসদ সঙ্গে ছিলেন এলাকার বিশিষ্টজনেরা।

তৃণমূলের প্রথম শহীদ প্রধান সিং মুড়ার মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি সভা তনতন গ্রামে

পুরুলিয়া (অনিশা গোরাই) ঃতৃণমূলের প্রথম শহীদ প্রধান সিং মুড়ার মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি সভা অনুষ্ঠিত হলো বাঘমুন্ডি থানা এলাকার তনতন গ্রামে। তাঁর আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদানের পাশাপাশি তৃণমূলের একজন কর্মী হিসেবে স্বর্গীয় প্রধান সিং মুড়ার অবদান তুলে ধরা হয়। সাথেই এলাকার দুস্থদের বস্ত্র বিতরণ করা হয়। বিশেষভাবে উপস্থিত ছিলেন বাঘমুন্ডি বিধানসভার বিধায়ক সুশান্ত মাহাতো, রাজ্য তৃনমূলের মহিলা সম্পাদিকা তথা জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ নমিতা সিং মুড়া, বাঘমুন্ডি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মল্লিকা চক্রবর্তী, তৃণমূলের আদিবাসী সেলের জেলা সহসভাপতি অখিল সিং সর্দার, বাঘমুন্ডি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ভাগ্য মাছুয়ার, ব্লক তৃণমূলের সভাপতি নিকুঞ্জ মাঝি, যুব সভাপতি মানস মেহেতা, সহসভাপতি ধীরেন চন্দ্র গরাই, সহ তৃণমূলের দলীয় নেতাকর্মী এবং স্বর্গীয় প্রধান সিং মুড়ার পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

এআইয়ের কারণে ঝুঁকিতে পড়তে যাচ্ছেন যে ২০ ধরনের পেশাজীবী

কলকাতা ঃ গত বছরের নভেম্বরে মার্কিন প্রযুক্তিপ্রতিষ্ঠান ওপেনএআই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তির চ্যাটবট 'চ্যাটজিপিটি' উন্মুক্ত করে। চ্যাটজিপিটি দ্রুত জনপ্রিয়তা পাওয়ার কারণে বড় বড় প্রযুক্তিপ্রতিষ্ঠানগুলো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক (এআই) চ্যাটবট তৈরি করার পাশাপাশি ব্যবহারও শুরু করেছে। যুক্তরাজ্যের শিক্ষা বিভাগ পরিচালিত নতুন এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, অন্তত ৩০ শতাংশ কাজ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে করা সম্ভব। ফলে ভবিষ্যতে এসব কাজের সঙ্গে জড়িত পেশাজীবীরা ঝুঁকিতে পড়বেন। উচ্চ ঝুঁকিতে থাকা পেশাগুলো দেখে নেওয়া যাক। সমীক্ষায় দেখা গেছে, সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত পেশার মধ্যে রয়েছে আর্থিক, আইন, ব্যবসা, ব্যবস্থাপনাসংক্রান্ত পদ। এআইয়ের কারণে যেসব পেশাগত পদ ঝুঁকিতে রয়েছে, তার তালিকা দেখে নেওয়া যাক।

১. ব্যবসা বিশ্লেষক ও ব্যবস্থাপনা পরামর্শক
২. আর্থিক ব্যবস্থাপক ও পরিচালক
৩. হিসাবরক্ষক
৪. মনোবিজ্ঞানী
৫. ক্রয় ব্যবস্থাপক ও পরিচালক
৬. অর্থনীতিবিদ ও পরিসংখ্যানবিদ
৭. ব্যবসা ও আর্থিক প্রকল্প ব্যবস্থাপনা পেশাজীবী
৮. অর্থ ও বিনিয়োগে বিশ্লেষক এবং উপদেষ্টা
৯. আইনবিষয়ক পেশাজীবী
১০. ব্যবসার সহযোগী পেশাজীবী
১১. ক্রেডিট কন্ট্রোলার
১২. আইনজীবী
১৩. পুরকৌশলী
১৪. শিক্ষা উপদেষ্টা ও স্কুল পরিদর্শক
১৫. মানবসম্পদ ও প্রশাসনিক পেশাজীবী
১৬. ব্যবসা, গবেষণা ও প্রশাসনিক পেশাজীবী
১৭. আর্থিক ব্যবস্থাপক
১৮. হিসাবরক্ষক, অস্থায়ী ব্যবস্থাপক ও মজুরিভিত্তিক করণিক
১৯. সরকারের প্রশাসনিক পেশাজীবী
২০. বিপণন পেশাজীবী

আওয়াইসের শতকে ভারতকে হারাল পাকিস্তান

দুবাই ঃ বাউন্ডারিতে জয় নিশ্চিত হতেই উল্লাসে দু হাত উল্লাসে দৌড়াতে শুরু করলেন পাকিস্তানের দুই ব্যাটসম্যান। এ জয় যে ভারতের বিপক্ষে! আজ অনূর্ধ্ব১৯ এশিয়া কাপের গ্রুপ পর্বে ভারতকে ৮ উইকেটে হারিয়েছে পাকিস্তান। প্রথমে ব্যাট করর ভারত অনূর্ধ্ব১৯ দল তোলে ৯ উইকেটে ২৫৯ রান। রান তাড়ায় ৩ ওভার ও ৮ উইকেট হাতে রেখেই জয় নিশ্চিত করে পাকিস্তান অনূর্ধ্ব১৯। 'এ' গ্রুপে এটি পাকিস্তানের দ্বিতীয় জয়। এর আগে নেপালকেও হারায় তারা। ভারত প্রথম হারিয়েছিল আফগানিস্তানকে। আজ দিনের অন্য ম্যাচে আফগানিস্তান ৭৩ রানে হারিয়েছেন নেপালকে। দুবাইয়ে আইসিসি একাডেমি মাঠে ভারতের তিন ব্যাটসম্যান অর্ধশতক করেন। ওপেনিংয়ে নামা আদর্শ সিং ৮১ বলে ৬২, চারে নামা অধিনায়ক উদয় সাহারান ৯৮ বলে ৬০ এবং সাতে নামা শচীন দাস ৪২ বলে ৫৮ রান করেন। পাকিস্তানের হয়ে ৪৬ রানে ৪ উইকেট নেন ডানহাতি পেসার মোহাম্মদ জিশান। রান তাড়ায় ২৮ রানে প্রথম উইকেট হারায় পাকিস্তান অনূর্ধ্ব১৯। তবে তিনে নামা আজান আওয়াইসকে নিয়ে দ্বিতীয় উইকেটে শতরানের জুটি গড়ে তোলেন শাহজাইব খান। ৮৮ বলে ৬৩ রান করা শাহজাইবের আউটে ভাঙে দুজনের ১১০ রানের জুটি। অধিনায়ক সাদ বেগকে নিয়ে পরের কাজটি সম্পন্ন করেন আওয়াইস।

বাউন্ডারি মেরে ম্যাচের সমাপ্তি টানা আওয়াইস অপরাজিত থাকেন ১৩০ বলে ১০৫ রান করে। বাঁহাতি ব্যাটসম্যানের ইনিংসটিতে ছিল ১০টি চার। আরেক প্রান্তে অধিনায়ক সাদ অপরাজিত থাকেন ৫১ বলে ৬৮ রান নিয়ে। আট দল নিয়ে আয়োজিত অনূর্ধ্ব১৯ এশিয়া কাপের 'এ' গ্রুপে পড়েছে ভারতপাকিস্তান। 'বি' গ্রুপে থাকা বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব১৯ দল নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে আগামীকাল জাপানের বিপক্ষে খেলবে। প্রথম ম্যাচে সংযুক্ত আরব আমিরাতকে ৬১ রানে হারায় বাংলাদেশ। সংক্ষিপ্ত স্কোর ঃ

ভারত অনূর্ধ্ব১৯ দল ঃ ৫০ ওভারে ২৫৯ /৯ (আদর্শ ৬২, উদয় ৬০ জিশান ৪ /৪৬)।

পাকিস্তান অনূর্ধ্ব১৯ দল ঃ ৪৭ ওভারে ২৬৩ /২ (আওয়াইজ ১০৫, সাদ ৬৮ অভিষেক ২ /৫৫)।

ফল ঃ পাকিস্তান অনূর্ধ্ব১৯ দল ৮ উইকেটে জয়ী।

ম্যাচসেরা ঃ আযান আওয়াইজ।

এই মৌসুমে 'বিশেষ কিছু'র সুবাস পাচ্ছেন সালাহ

মিশর ঃ ক্রিস্টাল প্যালেসের বিপক্ষে ম্যাচের ৭৫ মিনিট পর্যন্ত ১-০ গোলে পিছিয়েছিল লিভারপুল। তবে ইয়ুর্গেন ক্লপের দল তাতে ভড়কে যায়নি। এবারের মৌসুমে হারের মুখ থেকে ঘুরে দাঁড়ানোটা রীতিমতো অভ্যাসে পরিণত হয়েছে অল রেডদের। রোববার প্যালেসের মাঠে পিছিয়ে থাকার সময়ও তাই আত্মবিশ্বাসী ছিলেন মোহাম্মদ সালাহরা।

শেষ পর্যন্ত ঘুরে দাঁড়ানোর সেই আত্মবিশ্বাসই লিভারপুলকে ম্যাচে ফিরিয়ে আনে। ৭৬তম মিনিটে সালাহ আর ৯১তম মিনিটে হার্ভি এলিয়ট গোল করে দলকে এনে দেন ২-১ ব্যবধান জয়ের ৩ পয়েন্ট। এ নিয়ে এবারের লিগে লিভারপুল ১৮ পয়েন্ট তুলেছে শুরুতে পিছিয়ে যাওয়ার পর ঘুরে দাঁড়িয়ে।

লিভারপুলের এই হার না মানা মানসিকতার ধারাবাহিকতায় এ বছর 'বিশেষ কিছু'র অর্জনে আত্মবিশ্বাসী সালাহ। ৩১ বছর বয়সী এই মিসরীয় তারকার মতে, এবারের সঙ্গে ২০১৯-২০ মৌসুমের সঙ্গে মিল পাওয়া যাচ্ছে, যে বছরে প্রিমিয়ার লিগ জিতেছিল ক্লপের দল।

গত মৌসুমে পঞ্চম হওয়া লিভারপুল এবার ১৬ ম্যাচ শেষে ৩৭ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে অবস্থান করছে। যে অর্জনের পেছনে অন্যতম ভূমিকা সালাহর। অ্যানফিল্ডে সপ্তম মৌসুম কাটানো এই ফরোয়ার্ড এখন পর্যন্ত লিগে ১১ গোল করেছেন। যার সর্বশেষটির মাধ্যমে দারুণ কয়েকটি মাইলফলক স্পর্শ করেছেন। প্যালেসের বিপক্ষে করা গোলটি লিভারপুলের হয়ে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে সালাহর ২০০তম গোল। আর প্রিমিয়ার লিগ ক্যারিয়ারে ১৫০তম।

রোমা থেকে ২০১৭-১৮ মৌসুমে লিভারপুলে আসার আগে ২০১২-১৩ ও ২০১৩-১৪ মৌসুমে চেলসিতে ছিলেন সালাহ। স্টামফোর্ড ব্রিজের ক্লাবটিতে দুই মৌসুমে ১৩ লিগ ম্যাচে করেছিলেন মাত্র ২ গোল। আর লিভারপুলে আসার পর ২৩৪ ম্যাচে গোল ১৪৮টি। মোট ১৫০ গোল নিয়ে প্রিমিয়ার লিগ ইতিহাসে সেরা ১০ গোলদাতার তালিকায় ঢুকে গেছেন সালাহ।

আফ্রিকান ফুটবলের বড় এই তারকা অবশ্য ব্যক্তিগত অর্জনের চেয়ে দলের জয়কেই বড় করে দেখছেন। প্যালেস ম্যাচের পর টিএনটি স্পোর্টসকে তিনি বলেছেন, 'সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আমরা ম্যাচ জিতেছি। দল জিতেছে, আর আমিও গোল করেছিলাম এই অনুভূতি চমৎকার। নিজের রেকর্ডের জন্য খুশি। আরও খুশি দল জিতেছে বলে।' প্যালেস ম্যাচের আগে ফুলহাম, ম্যানচেস্টার সিটি, লুটন টাউনের বিপক্ষেও শুরুতে গোল হজম করে পরে ঘুরে দাঁড়িয়ে পয়েন্ট তুলেছে লিভারপুল।

সালাহদের এই ঘুরে দাঁড়ানোর প্রবণতা মনে করিয়ে দিচ্ছে ২০১৯-২০ মৌসুমকে, যখন প্রিমিয়ার লিগ যুগে প্রথম শিরোপা জেতে অল রেডরা। ঘুরে দাঁড়ানোর সেই মানসিকতা এই

দলেও দেখছেন সালাহ, 'শেষ পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাওয়ার মানসিকতা আমি দেখতে পাচ্ছি। আমরা এই ম্যাচে করেছি, আগের ম্যাচে করেছি, তার আগেও করেছি। সামনে এগোনোর জন্য এটা ইতিবাচক দিক।'

২০১৯ সালের সঙ্গে সাদৃশ্য পাচ্ছেন জানিয়ে সালাহ বলেন, 'অনেক কিছুই শেখার আছে। ছেলেরাও সত্যিই চমৎকার। এখানে ২০১৯ সালের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে। অন্যদের অর্জনও অনেক, যেটার কৃতিত্ব দিতেই হবে। তবে আমি নিশ্চিত, এ বছর আমরা বিশেষ কিছু করতে পারব।'

প্রথম বিভাগে না ফেরা পর্যন্ত ১০ নম্বর জার্সিকে সান্তোসের অবসর

স্পেন ঃ গত বছর ২৯ ডিসেম্বর ৮২ বছর বয়সে মারা যান পেলে। কিংবদন্তির প্রস্থানের এক বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই বিব্রতকর এক অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছে তাঁর নামের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা ক্লাব সান্তোস। ১১১ বছরের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো অবনমনের শিকার হয়েছে ক্লাবটি। ক্লাব যখন এমন দুঃসময় পার করছে, তখন তারা নতুন একটি সিদ্ধান্তও নিয়েছে। ক্লাব কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, পেলের স্মৃতির প্রতি সম্মান জানিয়ে দ্বিতীয় বিভাগ থেকে প্রথম বিভাগে উঠে আসা পর্যন্ত তাঁর পরা বিখ্যাত ১০ নম্বর জার্সি অবসরে থাকবে। শনিবার মার্সেলো টেক্সেইরা ক্লাবের নতুন সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পর ক্লাবের সবচেয়ে বড় তারকাকে সম্মান জানাতে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

১০ নম্বর জার্সিকে অবসরে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে সান্তোস সভাপতি টেক্সেইরা বলেছেন, 'সান্তোস নিজেদের মান অনুযায়ী সিরি 'আ'তে ফেরার আগপর্যন্ত আমরা ১০ নম্বর জার্সি নিয়ে খেলব না।' এ সময় এই জার্সির গুরুত্ব নিয়ে তিনি আরও বলেছেন, 'এ বছর ব্রাজিলিয়ান লিগের নামকরণ করা হয়েছে কিং পেলের নামে। আমি এ মিশন চালিয়ে যাব। আমরা আবার শীর্ষ লিগে ফিরে আসব। কিন্তু সে পর্যন্ত এই গৌরবময় জার্সিটি আমরা আর পরব না।'

পেলের মৃত্যুর পরও সান্তোসে তাঁর ১০ নম্বর জার্সিকে অবসরে পাঠানো নিয়ে কথা হয়েছিল। সান্তোসের সে সময়ের সভাপতি আন্দ্রেস রুদেয়া প্রথমে জানান, তাঁরা জানুয়ারি থেকে আর ১০ নম্বর জার্সিটি ব্যবহার করবেন না। আর পাকাপাকিভাবে জার্সিটিকে অবসরে পাঠানোর জন্য বিষয়টি কাউন্সিলের সদস্যদের কাছে উত্থাপন করা হবে। কিন্তু পরে পেলের ইচ্ছার কথা বলে সে অবস্থান থেকে সরে আসে সান্তোস। এ প্রসঙ্গে রুদেয়া বলেছিলেন, 'তিনি (পেলে) এ ধারণাটা খুব একটা পছন্দ করেননি। আমরা তাঁর এই ইচ্ছাকে সম্মান জানাতে চাই।'

৫৩ শতাংশ ভোট পেয়ে চার প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারিয়ে সভাপতি নির্বাচিত হওয়া টেক্সেইরা বলেছেন, 'গণতন্ত্রের বিজয়ের জন্য উৎসব হওয়া উচিত। কিন্তু এ মুহূর্তটি উদ্‌যাপনের উপযুক্ত নয়। আমাদের এই মুহূর্ত থেকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, যাতে আমরা সান্তোসকে তার উপযুক্ত অবস্থানে ফিরিয়ে আনতে পারি।'

এর আগে ব্রাজিলের শীর্ষ লিগ 'সিরি আ'তে নিজেদের শেষ ম্যাচে ফোর্তালেজার কাছে ২-১ গোলে হেরে দ্বিতীয় বিভাগে নেমে যায় সান্তোস। টানা ৫ ম্যাচ জয়শূন্য থাকায় ২০ দলের লিগে ১৭তম স্থানে নেমে যায় ব্রাজিলের ঐতিহ্যবাহী ক্লাবটি। শুধু পেলেই নন, নেইমারও উঠে এসেছেন এ ক্লাব থেকে।

সান্তোসের এমন দুরবস্থা নিয়ে ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে নেইমার লিখেছিলেন, 'সান্তোস সব সময় সান্তোসই থাকবে। আমরা আবারও হাসব।' নেইমার পাশে থাকলেও দলের এমন দুর্দশা মানতে পারেননি সমর্থকেরা। 'সিরি বি'তে অবনমন নিশ্চিত হওয়ার পর সান্তোসের মাঠ ভিলা বেলমিরোর বাইরে রাস্তায় বেশ কিছু গাড়িতে আগুন দেন অনেক সমর্থক।

ফিলিস্তিনি নারী লায়লা খালেদ, যিনি ইসরায়েলি বিমান হাইজ্যাক করেছিলেন

গাজা (ওয়েবডেস্ক)ঃ দিনটি ছিল ১৯৬৯ সালের ২৯শে আগস্টের। ইতালির রোম বিমানবন্দরে সাদা স্যুট, সানহ্যাট এবং চওড়া সানগ্লাস পরা ২৫ বছর বয়সী এক তরুণী অপেক্ষা করছিলেন ফ্লাইট টিডব্লিউএ৮৪০ এর জন্য।

ভেতরে ভেতরে খুব উদ্বিগ্ন ছিলেন তিনি। হলিউড অভিনেত্রী অড্রে হেপবার্নের মতো দেখতে এই তরুণী বিমানবন্দরের নিরাপত্তা ব্যবস্থার চোখে ধুলো দিয়ে নিজের সঙ্গে একটি পিস্তল এবং দুটি হ্যান্ড গ্রেনেড আনতে সফল হয়েছিলেন।

তিনি এমন ভান করেছিলেন যে বিমানবন্দরের ওয়েটিং লাউঞ্জে (যেখানে যাত্রীরা বিমানের জন্য অপেক্ষা করেন) বসে থাকা আরেক ব্যক্তি সেলিম ইসাভিকে তিনি চেনেন না।

সেলিম ইসাভি ছিলেন ফিলিস্তিনের মুক্তিবাহিনী 'পপুলার ফ্রন্ট ফর দ্য লিবারেশন অফ প্যালেস্টাইন' (পিএফএলপি) এর চে গেভারা কমান্ডো ইউনিটের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য।

আর যে তরুণীর কথা বলা হচ্ছে তার নাম লায়লা খালেদ। লায়লা খালেদ একাই বিমানে চড়ে বৈরুত থেকে রোমে এসেছিলেন।

লায়লা এবং তার সঙ্গী ইসাভি ইচ্ছাকৃতভাবে প্রথম শ্রেণীর আসন বুক করেছিলেন যাতে তারা সহজেই বিমানের ককপিটে প্রবেশ করতে পারে।

লায়লা খালিদ ১৯৭৩ সালে প্রকাশিত তার আত্মজীবনী 'মাই পিপল শ্যাল লিভ'-এ লিখেছেন, 'যেহেতু ইসাভি এবং আমি ওয়েটিং লাউঞ্জে আলাদা সিটে বসেছিলাম, সেসময় শিকাগো থেকে আসা একজন গ্রীক আমেরিকান আমার সাথে আলাপ জমানোর চেষ্টা করেন।'

'তিনি আমাকে বলেছিলেন যে ১৫ বছর আমেরিকায় থাকার পর তিনি তার মায়ের সাথে দেখা করতে গ্রিসে যাচ্ছেন। এক সময় মনে হয়েছিল তাকে এই বিমান ছেড়ে অন্য বিমানে যেতে বলি, কিন্তু তারপর আমি নিজেকে দমিয়ে রাখি।'

বিমানের ভেতরে লায়লা খালেদ ও সেলিম ইসাভির আসন কাছাকাছি ছিল। বিমানবালা লায়লাকে কফি এবং ইসাভিকে বিয়ার পরিবেশন করেন।

এরপর বিমানবালা লায়লাকে কিছু খাওয়ার জন্য অনেক পীড়াপীড়ি করলেও তিনি কিছু খাননি।

বরং, তিনি বিমানবালাকে বলেন যে তার খুব ঠাণ্ডা লাগছে এবং পেটে ব্যথা করছে, তাই তারা যেন তাকে একটি অতিরিক্ত কম্বল দিয়ে যায়।

কম্বল পাওয়ার সাথে সাথে লায়লা তার হ্যান্ড গ্রেনেড এবং পিস্তল কম্বলের নীচে রেখে দেন যাতে প্রযোজনে সেগুলো সহজে হাতের কাছে পাওয়া যায়।

'শুট দ্য উইমেন ফার্স্ট'-এর লেখিকা আইলিন ম্যাকডোনাল্ডকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে লায়লা খালেদ বলেছিলেন, 'ফ্লাইট ক্রুরা খাবার পরিবেশন করা শুরু করতেই সেলিম লাফিয়ে উঠে ককপিটে পৌঁছে যান। আমিও আমার কোলে থাকা হ্যান্ড গ্রেনেড হাতে নিয়ে তার পিছনে দৌড়ে যাই।'

এগুলো দেখে বিমানবালার হাত থেকে ট্রে পড়ে যায় এবং তিনি জোরে জোরে চিৎকার করতে থাকেন।

এসময় আমার কোমরে আটকে থাকা পিস্তলটা আমার প্যান্টের ভিতর দিয়ে গলে বিমানের মেঝেতে পড়ে যায়। এরপর আমি এবং ইসাভি চিৎকার করে বলি, প্রথম শ্রেণীর সব যাত্রী এবং ক্রুদের বিমানের পেছনে ইকোনমি ক্লাসে যেতে হবে।

লায়লা বিমানটিকে ইসরায়েলে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন

এই ছিনতাইয়ে লায়লা খালেদকে পাইলট ও এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলের সঙ্গে কথা বলার দায়িত্ব দেওয়া হয়। শুরুতে লায়লা পাইলটকে ওই বিমানটি ইসরায়েলের লোদ বিমানবন্দরে নিয়ে যেতে বলেন। এটি তখন ডেভিড বেন গুরিয়ন বিমানবন্দর নামে পরিচিত।

বিমানটি ইসরায়েলের ভূখণ্ডে প্রবেশ করার সাথে সাথেই এর দুপাশে তিনটি ইসরায়েলি মিরাজ বিমান উড়তে শুরু করে। এতে বিমানে বসা যাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। তারা ভেবেছিল ইসরায়েলি বিমান তাদের বিমানটিকে গুলি করে ভূপাতিত করবে।

লায়লা খালেদ লোদের এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলের সাথে যোগাযোগ করেন এবং বলেন, এখন আপনারা আমাদের ফ্লাইট টিডব্লিউএ৮৪০ বলার পরিবর্তে, ফ্লাইট পিএফএলপি ফ্রি আরব প্যালেস্টাইন বলে সম্বোধন করবেন।

বিমানের পাইলট প্রথমে লায়লার নির্দেশ মানতে অস্বীকার করেছিলেন কিন্তু লায়লা যখন তাকে তার হ্যান্ড গ্রেনেড দেখান, তখন ওই পাইলট প্রতিবাদ করা বন্ধ করে তার নির্দেশ মানতে শুরু করেন।

বিমানটিকে দামেস্কের দিকে ঘুরিয়ে নেয়া হয়

লোদ বিমানবন্দরের দিকে এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল শুধুমাত্র ইসরায়েলিদের ধোঁকা দেওয়ার জন্য। বিমানটি লোদের উপর দিয়ে উড়ে যায়। সে সময় নীচে শত শত ইসরায়েলি সৈন্য ও ট্যাঙ্ক তাদের মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত ছিল।

এরপর লায়লা খালেদ পাইলটকে বিমানটি দামেস্কে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন।

পথে তিনি পাইলটকে তার জন্মস্থান হাইফার উপর দিয়ে উড়ে যেতে বলেন।

লায়লা খালিদ পরে তার আত্মজীবনীতে লিখেছেন, যখন আমি উপর থেকে ফিলিস্তিনের দিকে তাকালাম, এক মিনিটের জন্য আমি ভুলে গিয়েছিলাম যে আমি একটি অভিযানে আছি।

আমার ইচ্ছা হচ্ছিল দাদী, ফুফু সবাইকে ডেকে বলতে যে আমরা ফিরে আসছি। পরে পাইলটও বলেছিলেন যে, আমরা যখন হাইফার ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছিলাম, তখন তিনি দেখেছেন আমার মুখ লাল হয়ে গিয়েছে। মুখে সব লোম দাঁড়িয়ে গিয়েছে।

বিমানটি বিস্ফোরক দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া হয়

দামেস্ক বিমানবন্দরে অবতরণের পর সেলিম ইসাভি বিমানের ককপিটে বিস্ফোরক দ্রব্য পুঁতে রেখে তা উড়িয়ে দেন।

তার মতে, এটিই ছিল ফিলিস্তিনি জনগণের প্রতি বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণের সবচেয়ে কার্যকর উপায়।

লায়লা খালেদকে প্রায়ই প্রথম নারী হাইজ্যাকার হিসাবে কৃতিত্ব দেওয়া হয়।

তবে খুব কম মানুষই জানেন, এর তিন বছর আগে ১৯৬৬ সালের সেপ্টেম্বরে, কনডর সংগঠনের পক্ষ থেকে একটি বিমান হাইজ্যাক করে ফকল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জে নিয়ে যাওয়া হাইজ্যাকারও একজন নারী ছিলেন।

আইলিন ম্যাকডোনাল্ড তার শুট দ্য উইমেন ফার্স্ট বইতে লিখেছেন, 'পিএফএলপি তাদের নেতৃত্বে এই হাইজ্যাকিং থেকে যে প্রচার পেয়েছিল তাতে তারা খুব খুশি হয়েছিল।'

সংগঠনটি তাদের তারকা কমরেড লায়লা খালেদকে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোয় সফরে পাঠায়। তারা জানত যে লায়লা খালেদকে অপহরণ ও হত্যা করার জন্য ইসরায়েলিরা যে কোনো কিছু করতে পারে।

কিন্তু তারপরও তাকে আরব দেশ সফরে পাঠানো হয়েছিল। তবে তার চারপাশে দেহরক্ষীদের মোতায়েন করা হয়েছিল। ওই হাইজ্যাকের ঘটনায় আরব বিশ্বের নায়িকা হয়ে উঠেছিলেন লায়লা খালেদ।

এরপর লায়লা খালেদ তার নাক, গাল, চোখ ও মুখের ছয়টি স্থানে প্লাস্টিক সার্জারি করেন। যাতে তার চেহারা পরিবর্তন করা যায় এবং তাকে আরেকটি ছিনতাইয়ের জন্য প্রস্তুত করা যায়।

১৯৭০ সালের সেপ্টেম্বরে, লায়লা খালেদ লেবানন থেকে ইউরোপে চলে যান। চৌঠা সেপ্টেম্বর, জার্মানির স্টাটগার্টে, তিনি প্যাট্রিক আর্গুয়েলোর সাথে দেখা করেন, যিনি পরবর্তী হাইজ্যাকিংয়ে তাকে সাহায্য করছিলেন।

তাদের দুজন এর আগে কখনো একসাথে দেখা হয়নি। ৬ই সেপ্টেম্বর দুজনেই নিউইয়র্কের টিকিট নিয়ে একসাথে স্টাটগার্ট থেকে আমস্টারডাম যান।

প্যাট্রিক আমেরিকায় জন্ম নেয়া নিকারাগুয়ার নাগরিক ছিলেন। আমস্টারডামে, তারা দুজনেই নিউ ইয়র্কের উদ্দেশ্যে ইসরায়েলি এয়ারলাইন্সের বোয়িং ৭০৭ বিমানের ফ্লাইট ইএলএআই ২১৯-এ চড়ে বসেন।

সারা আরভিং তার বই 'লায়লা খালেদ ঃ আইকন অফ প্যালেস্টিনিয়ান লিবারেশন'-এ লিখেছেন, তারা দুজন যখন বিমানে উঠেন, তখন তারা জানতেন না যে তাদের দুই সহকর্মী যাদের এই ছিনতাইয়ে সাহায্য করার কথা ছিল তাদেরকে বিমানে সিট দিতে অস্বীকার করেছিলেন ইসরায়েলি এয়ারলাইন্সের কর্মকর্তারা।

'ছিনতাইয়ের পরিকল্পনা করার সময়, সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে ইএলএআইএর বিমান হাইজ্যাক করার জন্য দুইজনের বেশি মানুষের প্রযোজন হবে কারণ ওই বিমানে সশস্ত্র নিরাপত্তা রক্ষী ছিল এবং বিমানের আরোহীদের তিনবার তল্লাশি করা হয়।'

পাইলট ককপিটের দরজা বন্ধ করে দেন

এবার লায়লা খালেদ ও তার সঙ্গী ইকোনমি ক্লাসে বসেছিলেন। বিবিসির সঙ্গে আলাপকালে লায়লা খালেদ বলেন, প্যাট্রিক জানতেন তাকে কী করতে হবে এবং আমি জানতাম আমাকে কী করতে হবে।

আমাদের সাথে অস্ত্র ছিল। আমার কাছে দুটি হ্যান্ড গ্রেনেড এবং প্যাট্রিকের কাছেও একটি হ্যান্ড গ্রেনেড ছিল। আমি খুব ছোট স্কার্ট পরেছিলাম। আমি সেই স্কার্টের ভিতরে বিমানের নকশা লুকিয়ে রেখেছিলাম।

খালিদ ককপিটের দিকে দৌড়ে গেলে পাইলট এরিমধ্যে দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে দেয়।

ডেভিড রাব তার বই 'টেরর ইন ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর'-এ লিখেছেন, 'লায়লা খালেদ তার বিশেষভাবে তৈরি ব্রা থেকে দুটি হ্যান্ড গ্রেনেড বের করেন, কিন্তু তখনই বিমানে থাকা মার্শালরা গুলি চালাতে শুরু করে।

প্যাট্রিক পাল্টা গুলি চালাতে শুরু করেন। এতে শ্লোমো ওয়েডার নামে এক মার্শালের পায়ে গুলি লাগে। অন্যদিকে প্যাট্রিকও গুলিবিদ্ধ হন।

এসময় খালেদের ওপর দুই প্রহরী ও যাত্রীরা হামলা চালায়। লোকজন তাকে মারধর করতে থাকলে তার পাঁজরের কয়েকটি হাড় ভেঙ্গে যায়।

লায়লা খালেদের বিমান হাইজ্যাকের ঘটনা বিশ্বজুড়ে আলোচনার জন্ম দিয়েছিল।

মার্শাল গুলি চালাতে থাকে ঃ এর মধ্যেই বিমানটির চৌকস পাইলট বিমানটিকে হঠাৎ নীচের দিকে ওড়াতে শুরু করেন। আকস্মিক ওই ডাইভ দেয়ার ফলে লায়লা খালেদ ভারসাম্যহীন হয়ে বিমানের মেঝেতে পড়ে যান। তবে বিমানের ওই হঠাৎ ঝাঁকুনিতে যাত্রীদের ওপর এর কোনো প্রভাব পড়েনি কারণ তাদের সিট বেল্ট বাঁধা ছিল। বিমানটি খুব দ্রুত নীচে নেমে আসায় কেবিনের মধ্যে যদি কোন গ্রেনেড বিস্ফোরণ হতো তাতে কেবিন ডিপ্রেশারাইজড (বাতাসের চাপ কমে যাওয়া) হতো না এবং ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কাও কমে গিয়েছিল।

কেননা বিমানটি যতো নীচে নামছিল বিমানের ভেতরে বাতাসের চাপ ততো বাড়তে থাকায় ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কাও কমে আসছিল। বিবিসির সঙ্গে আলাপকালে লায়লা খালেদ বলেছেন যে সে সময় তার কী অবস্থা হয়েছিল। তিনি বলেন, 'আধাঘণ্টা পর আমরা উঠে দাঁড়াই এবং আমি দাঁত দিয়ে হ্যান্ড গ্রেনেডের পিনটা সরানোর চেষ্টা করছিলাম।

আমরা উঠে চিৎকার করতেই নিরাপত্তাকর্মীরা পেছন থেকে গুলি চালাতে শুরু করে। দেখলাম ককপিটের ম্যাজিক আই থেকে কেউ আমাদের দেখছে।

আমি তাদের হুঁশিয়ার করে বলি যে আমি তিন পর্যন্ত গুনবো। ততক্ষণে ককপিটের দরজা না খুললে বিমান উড়িয়ে দেয়া হবে। কিন্তু আমি আসলে বিমানটি ধ্বংস করতে চাইনি। তিনি বলেন।

এই সতর্কতা দেয়ার পরও তারা ককপিটের দরজা খোলেনি। কিছুক্ষণ পর কেউ একজন আমার মাথার পেছনে আঘাত করলে আমি অজ্ঞান হয়ে যাই।

লন্ডনে জরুরি অবতরণ

লায়লা খালেদ তার আত্মজীবনীতে লিখেছেন, 'আমি এক মার্শালকে রক্তাক্ত প্যাট্রিকের কোমরের ওপর দাঁড়িয়ে তার পিঠে চারটি গুলি করতে দেখেছি।'

আহত মার্শাল শ্লোমো ওয়েডারের শারীরিক অবনতিতে উদ্বিগ্ন হয়ে ইএলএআইএর পাইলট লন্ডনে জরুরি অবতরণ করে। কিছুক্ষণের মধ্যেই লন্ডনের হিথ্রো বিমানবন্দর থেকে ইএলএআইএর আরেকটি বিমান ছেড়ে যাওয়ার কথা ছিল। ডেভিড রব তার বই 'টেরর ইন ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর' -এ লিখেছেন, 'মার্শাল বার লেভাও, যিনি প্যাট্রিককে গুলি করেছিলেন, তাকে বিমানের হ্যাচ বা দরজা দিয়ে নামিয়ে অন্য ওই ইএলএআই বিমানে তুলে দেওয়া হয় যাতে তিনি ব্রিটিশ এখতিয়ার থেকে বেরিয়ে যেতে পারেন।'

যেন তাকে প্যাট্রিককে হত্যার জন্য দায়ী করা না যায়।

এদিকে বিমানের ভেতরে লায়লা খালেদকে যাত্রীদের সিট বেল্ট দিয়ে জোর করে বেঁধে মেঝেতে শুইয়ে রাখা হয়েছিল। লায়লা খালেদ ভাগ্যবান ছিলেন যে ইসরায়েলি নিরাপত্তা বাহিনী তাকে বন্দি করেনি। তাকে গ্রেফতার করে ব্রিটিশ পুলিশ। 'বিমানটি অবতরণ করার সাথে সাথে প্যাট্রিক আর্গুয়েলোর নিথর দেহ একটি অ্যাম্বুলেন্সে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়।

লায়লা খালেদ তার আত্মজীবনী 'মাই পিপল শ্যাল লিভ'-এ লিখেছেন, 'আমি নিরাপত্তা কর্মীদের অনুরোধ করেছিলাম তারা যেন আমার হাতের বাঁধন খুলে দেয়।' 'আমি প্যাট্রিকের লাশের পাশে দাঁড়িয়ে তার হাত ধরি। আমি তার আঘাত পরীক্ষা করে বন্ধুত্বের মন থেকে ঠোঁটে চুমু খাই। তারপর ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলি।

এটা আমার জন্য খুবই কষ্টকর ছিল কারণ আমার মনে হয়েছে যে তার জায়গায় আমার মরা উচিত ছিল, কারণ এটি ছিল আমাদের লড়াই। প্যাট্রিক শুধু আমাদের সাহায্য করতে এসেছিল।

জেলে ভালো ব্যবহার

লায়লা খালেদকে লন্ডনের ইলিং থানায় নিয়ে যাওয়া হয় যেখানে তাকে পরের কয়েকদিন চিফ সুপারিন্টেনডেন্ট ডেভিড প্রিউ জিজ্ঞাসাবাদ করেন। জেলে লায়লার সঙ্গে ভালো আচরণ করা হয়েছিল। কয়েকজন নারী পুলিশ তার সঙ্গে টেবিল টেনিসও খেলেন। লায়লা লেখাপড়ার জন্য কিছু উপকরণ চাইছিলেন। যখন তাকে নারীদের কিছু পত্রিকা পড়ার জন্য দেওয়া হয়, তখন তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে সেগুলি নিতে অস্বীকৃতি জানান। তারপর তাকে সংবাদপত্র সরবরাহ করা হয়। লায়লাকে গোছল করার জন্য স্টেশন প্রধানের বাথরুম ব্যবহার করতে দেওয়া হতো। তাদের জন্য পরিস্কার কাপড় ও তোয়ালের ব্যবস্থা ছিল। তার ঘরে একজন নারী রক্ষী নিযোগে দেয়ার চেষ্টা করা হলে লায়লা রেগে গিয়ে জবাব দেন, 'আমি আত্মহত্যা করতে যাচ্ছি না। আমাকে আরও অনেক অভিযানে অংশ নিতে হবে।'

লায়লা খালেদ যখন তার ইচ্ছা প্রকাশ করেন যে, তিনি কিছু সময়ের জন্য খোলা বাতাসে শ্বাস নিতে চান, তখন তাকে কারাগারের উপরের তলায় নিয়ে যাওয়া হয় এবং জানালা খুলে দেওয়া হয় যাতে তিনি তাজা বাতাস উপভোগ করতে পারেন। তাকে দিনে ছয়টি রথম্যান সিগারেট খাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। অনেক সময় পুলিশ সদস্যরা তাকে ধূমপানের জন্য ছয়টিরও বেশি সিগারেট সরবরাহ করতেন।

লায়লাকে উদ্ধার করতে ব্রিটিশ বিমান হাইজ্যাক

লায়লা খালিদকে জিজ্ঞাসাবাদের সময়, ডেভিড প্রিউ তাকে জানান যে ইএলএআই বিমান ছাড়াও, সুইস এয়ার, টিডব্লিউএ, পানাম এবং ব্রিটিশ এয়ারের বিমানগুলোও হাইজ্যাক করা হয়েছিল। এ কথা শুনেই লায়লা খালিদ বলেন, ব্রিটিশ এয়ারের বিমান ছিনতাইয়ের কোনো পরিকল্পনা তাদের ছিল না। প্রিউ তাকে জানান, ৯ই সেপ্টেম্বর বাহরাইন থেকে লন্ডনগামী ব্রিটিশ এয়ারের একটি বিমান হাইজ্যাক করে জর্ডানের ডসন ফিল্ডে নিয়ে যাওয়া হয়। লায়লা খালিদ তাকে জিজ্ঞেস করেন যে হাইজ্যাকাররা কী দাবি করেছে। তখন প্রিউ তাকে উত্তর দেন যে তারা লায়লা খালেদের মুক্তি চায়। ২৮শে সেপ্টেম্বর পুলিশ প্রহরীরা লায়লাকে কাঁদতে দেখেন। ওই দিন পত্রপত্রিকায় মিশরের প্রেসিডেন্ট গামাল আবদুল নাসেরের মৃত্যুর খবর প্রকাশিত হয়। অবশেষে ব্রিটিশ সরকার জিম্মি করা ১১৪ জন যাত্রীর বিনিময়ে লায়লা খালেদকে মুক্তি দেয়। টানা ২৪ দিন ব্রিটিশ কারাগারে থাকার পর, ১৯৭০ সালের পয়লা অক্টোবর লায়লা খালেদকে বহনকারী রয়্যাল এয়ার ফোর্সের একটি বিমান কায়রোর উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। এর আগে ১২ই সেপ্টেম্বর, ডসন ফিল্ডে হাইজ্যাক করা সব বিমান বিস্ফোরক দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া হয়। এই ঘটনার বহু বছর পর বিবিসি লায়লা খালেদকে জিজ্ঞেস করেছিল, আপনি যা করেছেন তার জন্য আপনি কি অনুতপ্ত? লায়লা খালেদের উত্তর ছিল 'মোটেই না।' তাকে আবার প্রশ্ন করা হয়, 'আপনার কারণে বিমানে থাকা শত শত যাত্রী আতঙ্কিত হয়ে মানসিক আঘাত পেয়েছেন এবং বিমানের স্টুয়ার্ডও গুরুতর আহত হয়েছেন?' জবাবে লায়লা খালিদ বলেন, 'আমি ক্ষমা চাইতে পারি যে তিনি আহত হয়েছেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি নিরাপদ ছিলেন।' 'তাদের ক্ষতি করা এই কাজের উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু আপনার এটাও দেখা উচিত যে মানুষ হিসেবে আমাদের মানবাধিকার উপেক্ষা করা হয়েছে।' ৭৭ বছর বয়সী লায়লা খালেদ বর্তমানে আম্মানে বসবাস করছেন। তিনি সেখানকার এক চিকিৎসক ফায়াজ রশিদ হিলালকে বিয়ে করেন, যার সাথে তার দুটি সন্তান রয়েছে, যাদেরে নাম বদর এবং বাশার।

টুকরো খবর

কার্শিয়াংয়ে মকাইবাড়ি চা বাগান পরিদর্শন করলেন মুখ্যমন্ত্রী

শিলিগুড়ি ঃ ভাইপোর বিয়ে উপলক্ষ্যে কার্শিয়াংয়ে এসেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গে কিছু প্রশাসনিক কর্মসূচিও রয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে কার্শিয়াংয়ের কমিউনিটি হলে সেই হাই প্রোফাইল বিয়ে সম্পন্ন হয়েছে। শেষ হয়েছে সিঁদুরদান পর্ব। উল্লেখ্য মুখ্যমন্ত্রীর ভাইপো আবেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে কার্শিয়াংয়ের মেয়ে দীক্ষা ছেত্রীর। আর এই হাই প্রোফাইল বিয়ে উপলক্ষ্যেই সেজে উঠেছে পাহাড়। মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও কার্শিয়াংয়ে রয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও।তবে মুখ্যমন্ত্রী বিয়ের দিন পাহাড়ে থাকলেও সাধারণত পাহাড় সফরে তিনি যা করেন সেই রুটিনে কোনও ছেদ পড়েনি। সকালে পাঙ্খাবাড়ি রোডে হেঁটেছেন। এরপর চলে যান মকাইবাড়ি চা বাগানে। সেখানে চা শ্রমিকদের প্রথাগত পোশাকে সজ্জিত হয়ে চা পাতা তুলতে দেখা যায় তাঁকে। তবে এদিন তাঁর আর কোনও কর্মসূচি নেই বলেই জানা গিয়েছে। তবে নবদম্পতিকে আশীর্বাদ করার কথা রয়েছে তাঁর। আগামীকাল কার্শিয়াংয়ের মন্টিভিট গ্রাউন্ডে জিটিএ এলাকার জন্য পরিষেবা প্রদান কর্মসূচিতে যোগ দেওয়ার কথা মুখ্যমন্ত্রীর।

যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন পালন করলো জলপাইগুড়ি পৌরসভা

জলপাইগুড়ি ঃ যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন অত্যন্ত মর্যাদার সাথে পালন করলো জলপাইগুড়ি পৌরসভা। এই দিন জলপাইগুড়ি পৌরসভার অন্তর্গত ৭ নম্বর ওয়ার্ডে অবস্থিত যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় পার্কে থাকা বাঘা যতীনের পূর্ণ আবয়ব মূর্তিতে মাল্যদান করা হয়। এদিন বাঘা যতীনের মর্মর মূর্তিতে মাল্যদান করেন জলপাইগুড়ি পৌরসভার চেয়ারম্যান পাপিয়া পাল, তার সাথে উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ি ৭ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দারাও। এদিন মূর্তিতে মাল্যদান এবং পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করার পর দিনটির তাৎপর্য আলোচনা করেন বিশিষ্টজনেরা।

থানা থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে দুটি সোনার দোকানে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য

কোচবিহার ঃ থানা থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে দুটি সোনার দোকানে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে কোচবিহার দুই নম্বর ব্লকের পুন্ডিবাড়ি এলাকায়। অভিযোগ বুধবার রাতে পুণ্ডিবাড়ি থানা থেকে ঢিল ছুড়া দূরত্বে পুন্ডিবাড়ি বাজারে অবস্থিত দুটি সোনা দোকানে চুরির ঘটনা ঘটে। পুন্ডিবাড়ি বাজারে বারংবার এই ধরনের চুরির ঘটনায় আতঙ্কে রয়েছে ব্যবসায়ীরা। ব্যবসায়ীদের অভিযোগ পুলিশ প্রশাসনের উদাসীনতার কারণে বারংবার এই চুরির ঘটনা ঘটে চলেছে। পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে বাজারে নিরাপত্তার ব্যবস্থা না থাকার কারণে বারবার চুরির ঘটনা ঘটে চলেছে।

অটো এবং পিকআপ ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হলো এক যুবকের। জখম হয়েছেন ৫ জন

মালদা ঃ অটো এবং পিকআপ ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হলো এক যুবকের। জখম হয়েছেন ৫ জন। বৃহস্পতিবার দুপুরে এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে চাঁচল থানার আশাপুর রাজ্য সড়কের জামগাছি এলাকায়। দুর্ঘটনার পর ম্যাজিক ভ্যানের চালক গাড়ি ফেলে পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ। এরপরে স্থানীয় বাসিন্দারা অটোতে থাকা যাত্রীদের উদ্ধার করে চাঁচল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থা করেন । সেখানেই মৃত্যু হয় এক যুবকের। এই দুর্ঘটনার পর চাঁচল - আশাপুর গামী রাজ্য সড়কের জামগাছি এলাকায় ব্যাপক যানজট বেঁধে যায়। পরে সংশ্লিষ্ট থানার পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত যুবকের নাম আজম আলি (২৪)। সে পেশায় দিনমজুর । কয়েকদিন আগেই দিল্লি থেকে কাজ করে বাড়ি ফিরেছিলেন ওই যুবক । এদিন অটো করে এক আত্মীয়র বাড়ি যাচ্ছিলেন ওই যুবক । জামগাছি এলাকার রাজ্য সড়কে একটি ম্যাজিক ভ্যান হঠাৎই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যাত্রীবোঝাই অটোর সামনে ধাক্কা মারে । তাতেই মৃত্যু হয় ওই যুবকের। আহত ৫ জন যাত্রীর চিকিৎসা চলছে চাঁচল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, এদিন বৃষ্টি ভেজা রাস্তায় বেপরোয়া ভাবেই ম্যাজিক ভ্যানটি এসে অটোটিতে ধাক্কা মারে । তার জেরে এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে । পুলিশ ঘাতক চালকের খোঁজ শুরু করেছে।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি
সোমবার
8
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
11:12:2023

দেশের দশের কথা
রাজনীতির তোলপাড়

পেঁয়াজের দাম একদিনেই প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যাবার যে কারণ জানা যাচ্ছে

ঢাকা ঃ শুক্রবার মানে আটই ডিসেম্বর সকালেও যে পেঁয়াজ ১০০ থেকে ১২০ টাকা কেজিতে বিক্রি হয়েছে, সন্ধ্যা পেরুতেই তার দাম দুশো ছাড়িয়ে যায়। ভারত পেঁয়াজ রপ্তানি বন্ধ করেছে, এমন খবর আসা মাত্র রীতিমতো যেন দেশের বাজার জুড়ে প্যানিক ছড়িয়ে পড়ে। বাজার ঘুরে ক্রেতাদের প্রতিক্রিয়া সবখানে একইরকম দেখা গেল " হতাশ, ক্ষুব্ধ আর অসহায়। অন্যদিকে, বিক্রেতাদের মধ্যে দেখা গেল মিশ্র প্রতিক্রিয়া। শুক্রবার দুপুরে আমি যখন বগুড়ার কদমী বাজারে, সেসময় বিক্রেতাদের সামনে নতুন দেশী পেঁয়াজের পসরা। এখানে সাধারণত পাইকারি দরে কোনো চলে, তারপরও পেঁয়াজ ১০০ টাকা কেজি শুনে একটু পিছিয়ে আসি, ভাবলাম ঢাকাতেও তো কাছাকাছি দাম, শুধু শুধু এখান থেকে কিনে একটা পথ বয়ে নিয়ে যাওয়ার কী দরকার! শনিবার সকালে ঢাকার বাজারে গিয়ে চোখ কপালে ওঠার যোগাড়, ২৪ ঘন্টা না পেরুতেই সব রকম পেঁয়াজের দাম কেজিতে ৮০ থেকে ১০০ টাকা বেড়ে গেছে। দ্রুত বগুড়ায় বন্ধুকে ফোন করি, আমার গতকালের ভুল শোধরানোর জন্য। বলি সে যেন ঢাকায় আসার সময় আমার জন্য পাঁচ কেজি পেঁয়াজ নিয়ে আসে। বন্ধুর উত্তর, এখানেও এখন পেয়াজ ২০০ টাকা কেজি।

‘গাজার অর্ধেক জনগোষ্ঠীই এখন অভুক্ত’ ঃ জাতিসংঘ

জেনেভা (এজেন্সী) ঃ জাতিসংঘের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা বলেছেন, গাজায় এখনো যুদ্ধ চলছে, এবং সেখানকার অর্ধেক জনগোষ্ঠীই প্রচণ্ড খাদ্যাভাবে আছে।

জাতিসংঘের ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রামের ডেপুটি ডিরেক্টর কার্ল স্কাউ বলেছেন, এখানে প্রতিদিন মোট যে পরিমাণ খাদ্য সাহায্য দরকার তার খুব সামান্য পরিমাণই কেবল এখানে প্রবেশ করতে পারছে। গাজায় প্রতি দশজনের নয়জনই দৈনিক ঠিকমতো খাবার পাচ্ছেন না।

গাজার বর্তমান পরিস্থিতি সহায়তা পৌঁছানোর বিষয়টি ‘প্রায় অসম্ভব’ করে তুলেছে বলে জানান মি. স্কাউ।

ইসরায়েল বলছে, তারা হামাস নির্মূলে ও তাদের বন্দিদের ফিরিয়ে আনতে গাজায় বিমান হামলা চালিয়ে যাবে।

ইসরায়েল ডিফেন্স ফোর্স আইডিএফের মুখপাত্র লেফটেন্যান্ট কর্ণেল রিচার্ড হেক্ট শনিবার বিবিসিকে বলেন, যে কোন মৃত্যু এবং বেসামরিক মানুষের দুর্ভোগ খুবই কষ্টের, কিন্তু আমাদের আর কোন বিকল্প নেই। গাজা উপত্যকার যতোটা সম্ভব ভেতরে প্রবেশের জন্য আমাদের যা করা দরকার আমরা তার সবই করছি, বলেন তিনি।

এক ভিডিওতে দেখা যায় আইডিএফের চিফ অফ স্টাফ হার্জি হালেভি তার সৈন্যদের বলছেন আক্রমণের ধার আরও বাড়াতে কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সন্ত্রাসীরা আত্মসমর্পণ করছে...যাতে বোঝা যায় তাদের নেটওয়ার্ক ভেঙে পড়ছে।

অন্যদিকে, বাইডেন প্রশাসন ইসরায়েলের কাছে ১০৬ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি মূল্যের প্রায় ১৪ হাজার রাউন্ড ট্যাঙ্কের গোলাবারুদ বিক্রি করার জন্য এক জরুরী আইন ব্যবহার করে কংগ্রেসে সেটি পাস করিয়েছে।

গত সাতই অক্টোবর হামাস যোদ্ধারা ইসরায়েলের কড়া সীমান্ত নিরাপত্তা ভেঙে ভেতরে ঢুকে ১২০০ জন ইসরায়েলিকে হত্যা এবং ২৪০ জনকে জিম্মি করে নিয়ে আসে।

এরপর থেকেই ইসরায়েল গাজার সাথে সীমান্ত বন্ধ করে দিয়ে, সেখানে বিমান হামলা শুরু করে এবং গাজায় প্রবেশাধিকার একেবারে সীমিত হয়ে পড়ে।

সেখানে সাহায্য বহনকারী পরিবহন - যার উপর গাজাবাসী প্রচন্ড নির্ভরশীল তার চলাচলও পুরোপুরি নিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়ে।

হামাস নিয়ন্ত্রিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বলছে, ইসরায়েল গাজায় ১৭,৭০০ জনেরও বেশি মানুষকে হত্যা করেছে, যার মধ্যে সাত হাজারের বেশি শিশু।

শুধুমাত্র মিশরের রাফাহ সীমান্ত এখন পর্যন্ত খোলা আছে, যেখান দিয়ে অল্প কিছু সহায়তা ঢুকছে।

চলতি সপ্তাহে ইসরায়েল কেরেম শ্যালম সীমান্ত খুলে দিতে রাজি হয়েছে - কিন্তু সেটা শুধুমাত্র ত্রাণবাহী লরি পরীক্ষা করে দেখার জন্য। এখান থেকে ট্রাকগুলো পরে রাফাহ দিয়ে গাজায় ঢুকবে।

মি. স্কাউ বলেন, গাজায় এসে তিনি ও তার ডব্লিউএফপির দল যে ভীতি, বিশৃঙ্খলা আর হতাশার মুখোমুখি হতে হয়েছে তার জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিলেন না তারা।

তিনি বলেছেন, তারা সরাসরি প্রত্যক্ষ করেছেন গুদামের জিনিসপত্র নিয়ে সিদ্ধান্তহীনতার, সেসব বিতরণ করতে গিয়ে হাজারো মরিয়া ক্ষুধার্ত মানুষের, সুপারমার্কেটের শূন্য তাক ও আশ্রয়কেন্দ্রে মানুষের অতিরিক্ত চাপে উপচে পড়া বাথরুমের।

আন্তর্জাতিক চাপ এবং গতমাসে সাতদিনের একটা সাময়িক যুদ্ধবিরতি গাজার জন্য ভীষণ দরকারি, কিছু জরুরি সাহায্য ঢোকার সুযোগ করে দেয়। কিন্তু ডব্লিউএফপি মনে করে এই মূহুর্তে পরিস্থিতি সামলানোর জন্য আরেকটা দ্বিতীয় সীমান্ত খুলে দেয়া খুবই জরুরী।

মি. স্কাউ বলেন, গাজার প্রতি দশটি পরিবারের মধ্যে নয়টিই ‘একটা গোটা দিন ও রাত কোনরকম খাবার ছাড়াই পার করছে’।

গাজার দক্ষিণের শহর খান ইউনিস যেটাকে ঘিরে আছে ইসরায়েলি ট্যাঙ্কের দুটি ফ্রন্ট, সেখানকার মানুষেরা জানাচ্ছেন পরিস্থিতি ক্রমশই খারাপ হচ্ছে সেখানে।

এই শহরে যে হাসপাতালটি এখনো টিকে আছে সেই আল নাসেরের প্লাস্টিক সার্জারি ও বার্ন ইউনিটের প্রধান ড. আহমেদ মুঘরাবি বিবিসির কাছে খাদ্য সংকট নিয়ে কথা বলতে গিয়ে কান্না আটকাতে পারেন নি।

আমার একটা তিন বছর বয়সী মেয়ে আছে, সে আমাকে সবসময় কিছু মিষ্টি, আপেল, ফলমূল নিয়ে আসতে বলে। আমার খুবই অসহায় লাগে, বলেন তিনি।

এখানে পর্যাপ্ত খাবার নেই, পর্যাপ্ত খাবার নেই, শুধুমাত্র ভাত, শুধু ভাত আছে বিশ্বাস করতে পারেন আপনি? আমরা দিনে মাত্র একবার খাই।

সাম্প্রতিক সময়ে ইসরায়েলি বিমান হামলার প্রধান লক্ষ্যবস্তু হয়ে পড়া খান ইউনিস এবং নাসের হাসপাতালের প্রধান বিবিসিকে জানিয়েছেন যে, ঠিক কী পরিমাণ মৃত ও আহত প্রতিদিন তাদের এখানে আসছে সেই হিসাব তার দল আর রাখতে পারছে না।

ইসরায়েলের দাবি হামাস নেতারা সম্ভবত খান ইউনিসের মাটির নিচে টানেলের মধ্যে লুকিয়ে আছে এবং তারা এই গোষ্ঠীর সামরিক সামর্থ্য ধ্বংস করার জন্য ঘরে ঘরে যুদ্ধ করে যাচ্ছে।

শনিবার গাজায় যুদ্ধবিরতির প্রশ্নে জাতিসংঘের নিরাপত্তা কাউন্সিলে যুক্তরাষ্ট্র ভেটো দেয়ার পর, ফিলিস্তিনি প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস দেশটিকে যুদ্ধাপরাধের সহযোগি হিসেবে অভিযুক্ত করেন।

নিরাপত্তা পরিষদের ১৫ সদস্য দেশের মধ্যে ১৩টি দেশই গাজায় যুদ্ধবিরতির পক্ষে ভোট দেয়। যুক্তরাজ্য নিজেদের ভোট প্রদানে বিরত রাখে আর যুক্তরাষ্ট্র একমাত্র দেশ হিসেবে এর বিপক্ষে ভোট দেয়।

মি. আব্বাস, ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের প্রধান বলেন, তিনি ওয়াশিংটনকে দায়ী করেন গাজায় ইসরায়েলি বাহিনীর হাতে ফিলিস্তিনি শিশু, নারী ও বয়স্কদের রক্ত ঝরার জন্য।

জাতিসংঘে যুক্তরাষ্ট্রের দূত রবার্ট উড ভেটো প্রদানের পক্ষে যুক্তি দিয়ে বলেন অস্থায়ী যুদ্ধবিরতির এই রেজ্যুলেশন পাস হলে হামাস আবারও ঐ একই ঘটনা ঘটাতে পারে যেটা তারা ৭ই অক্টোবর করেছিল।

নিরাপত্তা পরিষদে যুক্তরাষ্ট্র সঠিক পদক্ষেপ নিয়েছে বলে এর প্রশংসা করেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু।

সাত দিনের সাময়িক যুদ্ধবিরতি শেষ হয়েছে সপ্তাহখানেক আগে। এই শান্তিচুক্তির সময় হামাস ৭৮জন বন্দি বিনিময় করে ইসরায়েলের কারাগারে আটক থাকা ১৮০ জন ফিলিস্তিনির সঙ্গে। এখনও গাজায় হামাসের হাতে বন্দি আছে একশোর বেশি ইসরায়েলি।

শনিবার তাদের মধ্যে ২৫ বছর বয়সী একজন বন্দি সাহার বারুখকে হত্যা করা হয়েছে বলে এক বিবৃতিতে নিশ্চিত করেছে তার সম্প্রদায় ও বন্দিদের পরিজনদের নিয়ে গঠিত একটা গ্রুপ।

এই ঘটনাটা ঘটে যখন হামাসের একটা সশস্ত্র শাখা শুক্রবার এক রক্তাক্ত শরীরের ভিডিও প্রকাশ করে এবং বলে যে এই বন্দি মুক্তির চেষ্টায় আইডিএফের অভিযান ব্যর্থ হয়েছে।

গাজায় সদ্য আবিস্কৃত সুড়ঙ্গের কারণে আক্রমণ বৃদ্ধি

ইসরাইল ঃ শুক্রবার ইসরাইল বলেছে তারা গাজায় একটি নতুন সুড়ঙ্গ, অস্ত্রশস্ত্র এবং হামাস স্থাপনার সন্ধান পেয়েছে। তারা বলছে যুক্তরাষ্ট্র অভিহিত এই সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হামাস বেসরকারি অবকাঠামোর অন্তরালে লুকিয়ে একটি সম্প্রসারিত নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সামরিক অভিযান চালাচ্ছে। এক কিলোমিটার দীর্ঘ এই সুড়ঙ্গটি গাজায় আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস থেকে নিকটবর্তী একটি স্কুল অবধি প্রসারিত। তবে সামরিক বাহিনী এর প্রমাণ হিসেবে কোন ভিডিও বা ছবি দেয়নি। অবশ্য তারা বিস্ফোরক এবং রকেটের ছবিসহ তারা অস্ত্রশস্ত্রের ছবি প্রকাশ করেছে এবং অভিযোগ করছে যে এগুলি ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাওয়া গেছে। ইসরাইলি সেনাবাহিনী বলছে গাজার উত্তরাঞ্চলে একটি হাসপাতালের কাছে তারা হামাসের নিয়ন্ত্রণ কক্ষ থেকে ক্যামেরা,ফোন, ওয়াকিটকি এবং অস্ত্রশস্ত্র পেয়েছে। আরও পেয়েছে অতিরিক্ত একটি সুড়ঙ্গের প্রবেশ পথ। ইসরাইল বলছে এ ধরণের সন্ধান প্রমাণ করে যে হামাস অসামরিক এলাকাতেই লুকিয়ে আছে। এই দাবির কারণেই তারা ঐ ছিটমহলে তাদের আক্রমণ জোরালো করার যুক্তি দিচ্ছে। জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস বিরল এক ক্ষমতা প্রয়োগ করে ভূমধ্যসাগরের কাছে অবস্থিত সংকীর্ণ এই ভূখণ্ডে আসন্ন মানবিক বিপর্যয় সম্পর্কে নিরাপত্তা পরিষদকে সতর্ক করেছেন। তিনি নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যদের প্রতি গাজায় যুদ্ধবিরতি দাবি করার আহ্বান জানিয়েছেন। ১ ডিসেম্বর শেষ হওয়া সপ্তাহব্যাপী যুদ্ধবিরতিতে হামাসের হাতে জিম্মি প্রায় একশোজনকে মুক্তি দেয়া হয়। তবে ধারণা করা হচ্ছে জঙ্গিরা এখনো প্রায় ১৪০ জনকে আটকে রেখেছে। যুদ্ধ থামানোর ব্যাপারে এখন কোনো আলোচনা চলছে না। গাজা ভূখণ্ডের উত্তরাংশে অবস্থিত গাজা শহরে যুদ্ধ শুরু হয়েছিল। ইসরাইল হামাসকে নির্মূল করার জন্য সেখানে যুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায়ে বিমান ও স্থল হামলা চালায়। সম্প্রতি দক্ষিণ গাজার খান ইউনিসে যুদ্ধের উত্তাপ ছড়িয়ে পড়েছে। ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বলেছেন, হামাসের গাজা প্রধান ইয়াহিয়া সিনওয়ার খান ইউনিসে যেখানে অবস্থান করছেন ইসরাইলের বাহিনী সে স্থানের কাছাকাছি রয়েছে। নেতানিয়াহু বলেন, তাকে খুঁজে পাওয়া এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র। ৭ অক্টোবর হামাস যোদ্ধারা দক্ষিণ ইসরাইলে হামলা চালায়। এতে ইসরাইলে প্রায় বারোশো মানুষ নিহত হয় অসংখ্য মানুষকে হামাস জিম্মি করে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে যুক্তরাষ্ট্র ১৯৯৭ সালে হামাসকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করে। ইসরাইল, মিশর, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং জাপানও হামাসকে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হিসেবে বিবেচনা করে। এরপরই ইসরাইল গাজায় হামাসের শাসনের অবসান ঘটাতে তাদের সামরিক অভিযান শুরু করে। গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানায়, ইসরাইলের সামরিক অভিযানে গাজায় সতেরো হাজারের বেশি মানুষ নিহত হয়, যার মধ্যে ৭০ শতাংশ নারী ও শিশু।

মাহসা আমিনির পরিবারকে ইইউর মানবাধিকার পুরস্কার গ্রহণের জন্য ইরান ত্যাগে বাধা দেয়া হয়েছে

প্যারিস (এজেন্সী) ঃ মাহসা আমিনির পরিবারের আইনজীবী শনিবার বলেছেন, পুলিশিহেফাজতে মারা যাওয়া ইরানি কুর্দি নারী মাহসা আমিনিকে প্রদত্ত মরণোত্তর মানবাধিকার বিষয়ক সর্বোচ্চ পুরস্কার গ্রহণ করার জন্য তাঁর পরিবারকে ফ্রান্সে যেতে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আমিনি ২০২২ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর ২২ বছর বয়সে ইরানের পুলিশ হেফাজতে মারা যান। সে সময় নারীদের জন্য ইসলামী প্রজাতন্ত্রের কঠোর পোশাকের নিয়ম লঙ্ঘনের অভিযোগে আমিনিকে ইরানের ধর্মীয় পুলিশ বন্দী করেছিলো। তার পরিবার ও সমর্থকরা বলছে তাকে হত্যা করা হয়েছে। ইরানি কর্তৃপক্ষের দাবি, অজানা কোনো অসুস্থতার কারণে পুলিশের হেফাজতে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। অক্টোবরে, ইউরোপীয় ইউনিয়ন তাদের মানবাধিকার বিষয়ক সর্বোচ্চ পুরস্কার, সাখারভ পুরস্কারে আমিনিকে এবং তার মৃত্যুতে বিশ্বব্যাপী আন্দোলনকে ভূষিত করে। শনিবার, ফ্রান্সে তার পরিবারের আইনজীবী চিরিন আরদাকানি এএফপিকে বলেন যে আমিনির বাবা মা এবং ভাইকে শাখারভ পুরস্কার গ্রহণের জন্য ফ্রান্সগামী বিমানে ওঠার অনুমতি দেওয়া হয়নি। তিনি বলেন, বৈধ ভিসা থাকা সত্ত্বেও পরিবারকে ইরান ত্যাগ করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং তাদের পাসপোর্ট বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। আরদাকানি বলেন, ইরানি কর্তৃপক্ষ এর আগে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে কোনো নিহতের পরিবারের কথা বলা ঠেকাতে এতটা সক্রিয় হয়নি। মাহসা আমিনির মৃত্যু ইরানে ব্যাপক বিক্ষোভের সূত্রপাত করে। যা কিনা নারী, জীবন, স্বাধীনতা নামে পরিচিত বিশ্বব্যাপী একটি আন্দোলনও তৈরি করেছিল। এই আন্দোলন ইরানের সমস্ত নারীর উপর হিজাব চাপিয়ে দেওয়ার এবং তেহরানের মুসলিম ধর্মগুরুর নেতৃত্বাধীন সরকারের অবসানের আহ্বান জানিয়েছিল। ইরানি নিরাপত্তা বাহিনী অভ্যন্তরীণ বিক্ষোভের বিরুদ্ধে দমনপীড়ন করেছে, শত শত বিক্ষোভকারীকে হত্যা করেছে। কর্মকর্তারা এই বিক্ষোভকে দাঙ্গা বলে অভিহিত করেছে এবং তাতে অংশ নেওয়ার অভিযোগে কয়েক ডজন মানুষকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে। সাখারভ পুরস্কার, যার সঙ্গে থাকছে ৫০ হাজার ইউরো (৫৩ হাজার ডলার) অর্থ পুরস্কারও। পুরস্কারটি ১৩ ডিসেম্বর ইউরোপীয় পার্লামেন্টের একটি অনুষ্ঠানে হস্তান্তর করার কথা ছিল।

ড্রাগন ফল চাষে ব্যবহার হচ্ছে ‘টনিক’ – চেনার উপায় কী? স্বাস্থ্য ঝুঁকি কতটা?

ঢাকা ঃ গত কয়েক বছর ধরে ড্রাগন ফল বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠার পর বিদেশি এই ফলটি এখন বাংলাদেশেই উৎপাদিত হচ্ছে। দেশের কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট ও বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ড্রাগন ফলের আলাদা চারটি প্রজাতিও উদ্ভাবন করেছেন।

এগুলো হচ্ছে বারি১ যা কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট উদ্ভাবন করেছে। এছাড়া কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যানতত্ত্ব বিভাগ ও জার্মপ্লাজম সেন্টার মিলিতভাবে তিন প্রজাতির ড্রাগন ফল উদ্ভাবন করেছে। এগুলো হচ্ছে বাউ ড্রাগন১, বাউ ড্রাগন২ এবং বাউ ড্রাগন৩। দেশীয় ভাবে উৎপাদন বাড়ার কারণে দামও কমে এসেছে এক সময়ের দামী এই ফলটির। তবে সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ‘টনিক’ ব্যবহার করে উৎপাদিত ড্রাগন ফল এবং এর স্বাস্থ্য ঝুঁকি নিয়ে নানা ধরনের আলোচনা হচ্ছে। অনেকে বলছেন, এসব ফল থেকে মারাত্মক স্বাস্থ্য ঝুঁকি দেখা দিতে পারে। কিন্তু ড্রাগন চাষে কি আসলেই ‘টনিক’ ব্যবহৃত হচ্ছে? আর ব্যবহৃত হলে এসব ড্রাগন ফল খেলে স্বাস্থ্য ঝুঁকির সম্ভাবনা কতটা রয়েছে?

‘টনিক’ ব্যবহৃত হচ্ছে?

নাটোর ড্রাগন ফ্রুটস এর পরিচালক মনিরুজ্জামান মুন্না। বছরে প্রায় ৫০-৬০ টনের মতো ড্রাগন ফল উৎপাদন করে থাকেন তিনি। ১০ বছর আগে ২০১৪ সালে ইউটিউব দেখে ড্রাগন ফল গাছের চারা সংগ্রহ করে নাটোরে বাগান গড়ে তোলেন তিনি। মি. মুন্না বলেন, একবার ড্রাগন ফলের বাগান করলে এবং সেটি সঠিকভাবে চাষাবাদ করা হলে প্রায় এক শতাব্দী ধরে ফল পাওয়া সম্ভব। যে ডালটা পুরাতন হয়ে যাবে ওই ডালটা কেটে দিলে উপর দিয়ে নতুন ডাল বের হয়। এভাবে রিশাফল করে যদি কেউ কাটে সেক্ষেত্রে গাছ যতদিন চান ততদিন রাখতে পারবে। জুনের পর থেকে বছরের বাকি সময় ড্রাগন ফলের বেশ ভাল দাম পাওয়া যায় বলেও জানান তিনি।

টনিক ব্যবহারের বিষয়ে মি. মুন্না বলেন, টনিক ব্যবহার করে ড্রাগন ফল চাষ করেন এমন কয়েক জন চাষির সাথে পরিচয় রয়েছে তার। আর তাদের সাথে আলাপ করেই নিজের বাগানে টনিক ব্যবহার করেন না তিনি। কারণ হিসেবে তিনি বলেন, যে চাষিরা ব্যবহার করেছে তাদের কাছ থেকে তিনি জানতে পেরেছেন, এই টনিক ব্যবহার করলে প্রথমে একদুই বছর ভাল ফলন পাওয়া গেলেও পরে ফলন কমে যায়। এছাড়া গাছও দুর্বল হয়ে পড়ায় সার ও খাবার বেশি দিতে হয়। একই সাথে বড় ড্রাগন ফলের তুলনায় ছোট ড্রাগন ফলে ভাল দাম পাওয়া যায় বলেও জানান মি. মুন্না। তিনি বলেন, এই টনিক সম্ভবত ভারত থেকে আসে। চুয়াডাঙ্গা, কালীগঞ্জের দিকে এই টনিক বেশি ব্যবহার হয়।

কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউটের ফল বিভাগের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. উবায়দুল্লাহ কায়ছার বলেন, সম্প্রতি ড্রাগন চাষে এই টনিক ব্যবহারের বিষয়টি জানতে পেরেছেন তারা। সীমান্ত এলাকার কিছু কৃষক এই টনিক ব্যবহার করছে। তিনি জানান, এরইমধ্যে এই ড্রাগন ফল এবং যে টনিক ব্যবহার করা হচ্ছে সেগুলোর নমুনা সংগ্রহ করেছেন তারা। এগুলোর রাসায়নিক পরীক্ষা করে দেখা হবে বলেও তিনি জানিয়েছেন। কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউটের ফল বিভাগের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. উবায়দুল্লাহ কায়ছার বলেন, টনিকটা হচ্ছে এক ধরণের হরমোন। এটা গাছে ব্যবহার করলে তার বৃদ্ধি বেশি ও দ্রুত হয়। এই পদ্ধতির ব্যবহার বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট উৎসাহিত করে না। তিনি বলেন, এটা আমাদের গবেষণার রিকমেন্ডেড না। এটা বাহির থেকে একটা হরমোন আসছে। এটা আমাদের সরকারিভাবেও অনুমোদিত না। বাউ ড্রাগন প্রজাতিটি উদ্ভাবনের সাথে জড়িত বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যানতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ও জার্মপ্লাজম সেন্টারের পরিচালক ড. মো. মোক্তার হোসেন।